পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 348 Thursday, 21 November, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩৪৮ সংখ্যা ✱ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বেলডাঙার ঘটনায় হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পুলিশ! রাজ্য ও কেন্দ্রের রিপোর্ট তলবের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ বেলডাঙার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। এ ব্যাপারে শুক্রবারের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রকে নতুন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি ট্যান্ডন ও বিচারপতি ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। শনিবার রাত থেকেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। ইতিমধ্যে সেখানে ২৪ ঘণ্টার জন্য জারি হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে অন্তত ৮ জনকে ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ করা

হয়েছিল। ধৃতদের ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে গড়িয়েছে জনস্বার্থ মামলা। ওই মামলায় এদিন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আদালত রাজ্যের কাছে জানতে চায়, ঘটনার পরই কেন পুলিশ পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর হয়নি। রাজ্যের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, সোশ্যাল মাধ্যমে ঘটনার কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেগুলির ভিত্তিতে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে। মামলাকারীদের তরফে অবশ্য পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়। যদিও রাজ্যের পক্ষ থেকে ওই আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দাবি, এলাকার আইনশৃঙ্খলা এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন নেই। এরপরই আগামী শুক্রবার কেন্দ্র ও রাজ্যকে এ ব্যাপারে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী সোমবার।

জামিন নিয়ে দুই বিচারপতির ভিন্ন মত!

ঝুলেই রইল পার্থ-সুবীরেশদের জামিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃতদের জামিন মামলায় দুই বিচারপতির ভিন্ন মত। বুধবার শিক্ষা দুর্নীতিতে ধৃত ৯ জন অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, এসপি সিনহা-সহ চার 'দালাল'-এর জামিন মামলার রায়দান ছিল বিচারপতি অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। কিন্তু এদিন সেই রায় ঝুলেই রইল। কারণ জামিন নিয়ে দুই বিচারপতির ভিন্ন মত। জামিন দেওয়ার পক্ষে বিচারপতি অরিজি বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সুবীরেশ ভট্টাচার্য, অশোক সাহা, এসপি সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের জামিন দিতে চাইলেন না বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। শিক্ষা দুর্নীতিতে সিবিআই-এর করা মামলায় ৯ জনের জামিন মামলার শুনানি দীর্ঘদিন ধরেই হয়। এদিন রায়দানের সময় দেখা গেল, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জামিন পক্ষে মত দিলেন, বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় প্রথম পাঁচ জন অর্থাৎ পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ এসএসসি-র যাঁরা পদাধিকারী ছিলেন অর্থাৎ সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, এসপি সিনহা, অশোক সাহাদের জামিন দিতে চাইলেন না। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে যে 'প্রভাবশালী তকমা' উঠেছিল, সেই প্রভাবশালী তকমাতেই শিলমোহর দিয়েছেন বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। তিনি স্পষ্টই জানান, এঁরা জামিন পেলে, গোটা মামলা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু বাকি চার জন অর্থাৎ সুব্রত সামন্ত, কৌশিক ঘোষ, আলি ইমাম, চন্দন মণ্ডলকে জামিন দিয়েছেন তিনি। সিবিআই তাদের চার্জশিটে এই চার জনকে মূলত দালাল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই চার জনের জামিনের বিরোধিতা করেননি বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। এই মামলায় জট এখন অব্যাহত। সিবিআই প্রথম থেকেই বক্তব্য ছিল,

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্যের মতো সরকারি আধিকারিকদের ক্ষেত্রে কোনও অবস্থান নিতে হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের 'কনসেন্টের' দরকার হয়। কিন্তু সেটা কোনও ভাবেই সিবিআই-কে দেওয়া হচ্ছে না। এই নিয়ে এর আগে বারবার মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। কিন্তু জবাব মেলেনি। পরবর্তীকালে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে মামলাটি যায়, তাহলে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কনসেন্ট' বাদ দিয়ে জামিন দেওয়া যায় কিনা, সেটা দেখতে হবে। এদিন রায়দানের সময়ে তিনি তাঁদের জামিন দেন, কিন্তু ভিন্ন মত পোষণা করেন অপর বিচারপতি। কিন্তু তাহলে এই জামিন মামলার ভবিষ্যৎ কী? আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''যেহেতু দুই বিচারপতির ভিন্ন মত। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি এটা পাঠিয়ে দেবেন তৃতীয় বিচারপতির কাছে। তিনি খতিয়ে দেখবেন। তার মতামতটাই গৃহীত হবে।''

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের কুর্সিতে কারা?

বেশিরভাগ বুথ ফেরত সমীক্ষায় দু'রাজ্যেই এগিয়ে এনডিএ

মুম্বই, ২০ নভেম্বরঃ মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটের বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ হতে শুরু করল। প্রাথমিক প্রবণতায় পি-মার্কের বুথফেরত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি ১৩৭ থেকে ১৫৭টি আসন পেতে পারে। কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোট শরিক বা মহা বিকাশ আঘাড়ি পেতে পারে ১২৬ থেকে ১৪৬টি আসন। অন্যান্য ২-৮। অন্যদিকে, ম্যাট্রিজের সমীক্ষায় অনুমান মহারাষ্ট্রে ফের সরকার গড়তে পারে মহায়ুতি বা শাসক জোট। তাদের বুথফেরত সমীক্ষা বলছে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি পেতে পারে ১৫০-১৭০টি আসন। অন্যদিকে বিরোধী জোট পেতে পারে ১১০-১৩০টি আসন। অন্যান্যরা পাবে ৮-১০টি আসন। পিপলস পালস প্রজেক্টের মতে, মহায়ুতি জোট বিরাট মার্জিনে জয় পেতে চলেছে।

২৮৮ আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে ম্যাজিক ফিগার হল ১৪৫। এর মধ্যে মহায়ুতি জোট পেতে পারে ১৮২ (১৭৫-১৯৫)। অন্যদিকে মহা বিকাশ আঘাড়ি পেতে পারে ৯৭টি (৮৫-১১২) আসন। অন্যান্যরা পাবে ৭-১২টি। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে আগেরবার অর্থাৎ ২০১৯-এর বিধানসভা ভোটের বুথ ফেরত সমীক্ষার রিপোর্ট মেলেনি। অধিকাংশ সংস্থা বলেছিল বিজেপি ও শিবসেনার জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। জোটের আগে অপিনিয়ন পোলেও তাই বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। সেই সুযোগে শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবি তোলায় বিজেপির সঙ্গে তাঁদের বোঝাপড়া ভেস্তে যায়। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সরেনের নেতৃত্বে জিএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি জোট ক্ষমতায় আসছে বলে স্পষ্ট আভাস দিয়েছিল বেশিরভাগ বুথ ফেরত সমীক্ষা রিপোর্ট। এবার শেষ পর্যন্ত কী হয় জানা যাবে ২৩ নভেম্বর, শনিবার। অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া'র বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সরেন সরকার গড়বেন। অন্যদিকে, টাইমস নাউ বলেছে, ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপি। চাণক্য'র বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে মহারাষ্ট্রে ১৫০ থেকে ১৬০টি আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতায় থেকে যাবে এনডিএ। চাণক্য কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউটিবি) এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি'কে ১৩০ থেকে ১৩৮টি আসন দিয়েছে। ঝাড়খণ্ডেও তারা এনডিএ-কে এগিয়ে রেখেছে। সব মিলিয়ে বেশিরভাগ বুথ ফেরত সমীক্ষাই বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ- কেই দুই রাজ্যে এগিয়ে রেখেছে।

দঃ ২৪ পরগনার ৪১ নার্সিংহোমকে করা হল শোকজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ সরকারি নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল! নিজেদের ইচ্ছেমতো চলছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক নার্সিংহোম। এবার তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। শোকজ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। ২১ দিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। সেই উত্তর সন্তোষজনক না হলে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। অভিযোগ উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক নার্সিংহোমের নিয়ম মানছে না। লঙ্ঘন করছে রাজ্যের ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট। অভিযোগ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শুরু হয় তদন্ত। খোঁজ নেওয়া হয়, নার্সিংহোমগুলি এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট মেনে চলছে কি না? আইসিইউ-তে কটা বেড আছে? সিসিইউ-র পরিস্থিতি কেমন? চিকিৎসা বর্জ্য সঠিক জায়গায় ফেলা হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়। এর পরই দেখা যায়, ৪১টি নার্সিংহোমের নিয়ম মানছে না। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলছে। এর পরই তাদের শোকজ করেছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। ২১ দিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না মিললে নার্সিংহোমগুলিকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হবে। সবমিলিয়ে নার্সিংহোমগুলিতে নিয়ম মানার বিষয় সতর্ক করল স্বাস্থ্য প্রশাসন।

আরও স্বচ্ছ রাজ্য পুলিশের বদলি নীতি, ধাপে ধাপে যাচাই, এল নয়া নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে বদলিরর প্রথা রয়েছে। এদিকে বদলি করার নির্দেশ এলে অনেক সময় সরকারি কর্মীরা নানা জায়গায় তদ্বির শুরু করেন। কিন্তু পুলিশের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।

একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ফোর্সের ক্ষেত্রে এভাবে বদলির নির্দেশ এলেই তদ্বির করা সাজে না। সেক্ষেত্রে এবার রাজ্য পুলিশের তরফে একটি নয়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোথাও পোস্টিং পেতে একা কিংবা দলবদ্ধভাবে সদর দফতরে গিয়ে উর্ধ্বতন কর্তাদের কাছে তদ্বির করলে সেটা শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল হবে। অন্যদিকে গোটা বদলি প্রক্রিয়াটা অনলাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। গোটা বিষয়টির মধ্যে আরও স্বচ্ছতা আসবে বলে দাবি করা হচ্ছে। আসলে গত লোকসভার আগে রাজ্যপুলিশে প্রচুর রদবদল হয়েছিল। এদিকে নীচুতলার পুলিশকর্মীদের ফের সেই আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার দাবিতে সেই সময় গত সেপ্টেম্বর মাসে সেই পুলিশের আত্মীয়দের একাংশ সরাসরি হাজির হয়ে গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবনের সামনে। সেখানে গিয়ে তাঁরা তদ্বির শুরু করেছিলেন। এর জেরে অস্বস্তিতে পড়েছিল ফোর্স। তারপরই গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশ মহলে শোরগোল পড়ে যায়। গত ২৫শে অক্টোবর একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পুলিশকর্মীরা ইএইচআরএমএস পোর্টালে বদলির আবেদন করতে পারবেন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে একটি নতুন উইন্ডো খোলা হবে। তার ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। প্রতি বছর মার্চ বা এপ্রিল মাসে জেনারেল ট্রান্সফার করা হবে। ওই নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে বদলির জন্য আবেদন করা যাবে। তবে আবেদনকারীকে বদলি করা যাবে কি না তা নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার বা ইউনিট হেড একটি নির্দিষ্ট কমেন্ট লিখবেন। ১০ দিনের মধ্যে তিনি এই মতামত জানাবেন। এরপর সেই মতামতের উপর ভিত্তি করে রেঞ্জ আইজি বা ডিআইজি বদলি সংক্রান্ত বিষয়গুলি কার্যকর করবেন। এদিকে কেউ যদি বিশেষ প্রয়োজনে বদলি চান তবে তাঁকে ইএইচআরএমএস পোর্টালে আবেদন করতে পারবেন। সেখানে তাঁর বদলির পেছনে কোন যুক্তি রয়েছে তা নিয়ে তাঁকে নির্দিষ্ট নথি পেশ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সাতদিনের মধ্যে তাঁর হায়ার অথরিটির মতামত দিয়ে সেই সব নথি আসবে পুলিশ সুপার বা ইউনিট হেডের কাছে। সেখান থেকে দশদিনের মধ্যে তিনি মতামত দেবেন। সেখানে সব কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হবে। এরপর একটি নির্দিষ্ট কমিটির কাছে গোটা বিষয়টি পাঠানো হবে। সেই কমিটি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে।

ফিরহাদকে ডেকে কথা মমতার! কসবাকাণ্ডে কি তবে কি বড় কোনও সিদ্ধান্ত?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ কসবা কাণ্ডের পর জমি বিতর্কে উঠে এসেছে গুলশান কলোনির নাম। সূত্রের খবর, কসবাকাণ্ডের পর বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে নবান্নে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে নবান্নে ডেকে কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে। কসবার জমি বিতর্ক সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। কসবাকাণ্ডের পর জমি নিয়ে বিবাদের বিস্তর 'কাহিনী' সামনে চলে আসে। একের পর এক ভেরি বা জলাশয় ভরাট এবং বেআইনি নির্মাণের জর্জরিত গুলশান কলোনি। এখানে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দফতরের তরফে জমি সমীক্ষা বা জমি জরিপের কাজ। সেই তথ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে

সরাসরি জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কসবার জমি বিতর্ক সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক আলোচনা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। কসবা কাণ্ডে রীতিমতো ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদলের। আর সেই ঘুম ওড়ানোর পিছনে অন্যতম কারণ যে আক্রান্ত কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের কথামতো 'কলবার মধু' অর্থাৎ খালি জমি তা ক্রমে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনায় কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষ এবং অনুগামীরা প্রথম থেকেই বড়মাথার হাত রয়েছে বলে দাবি করছিলেন। একইসঙ্গে একদা গুলশান কলোনির অন্যতম কুখ্যাত জমি কারবারি জুলকারের মদত রয়েছে বলেও দাবি উঠছিল। আফরোজ ওরফে গুলজার খান গ্রেফতার হওয়ার পর জুলকারের যোগসাজসের বিষয়টি আরও পরিস্কার হচ্ছে বলে দাবি সুশান্ত অনুগামীদের। মহম্মদ জুলকারনাইন আলি নামে ওই ব্যবসায়ী বছর তিনেক আগে গুলশান কলোনিতে ১২০ বিঘার একটি জলাশয়ের একাংশ নিজের জমি দাবি করে আবর্জনা ফেলে ভরাট করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

আসছে চতুর্মুখি হামলা, তৃণমূলে কি হাতে গোনা দিন বাকি শান্তনু সেনের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদীদের পাশে দাঁড়িয়ে ফের তৃণমূলের কোপের মুখে প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। এবার রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে তাঁর অপসারণ চেয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন কাউন্সিলের সভাপতি তৃণমূলেরই বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। শান্তনু সেনের বদলে রাজ্য সরকারকে অন্য কোনও প্রতিনিধির নাম সুপারিশ করতে অনুরোধ করেছেন তিনি। ওদিকে নাম না করে আদালতে শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তে দাবি করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শান্তনু সেনের সঙ্গে তৃণমূলের বিচ্ছেদ আসন্ন। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের রাজ্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসাবে রয়েছেন শান্তনু সেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে লেখা চিঠিতে সুদীপ্ত রায় জানিয়েছেন, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের ৬টি বৈঠকে টানা অনুপস্থিত ছিলেন শান্তনু সেন। মেডিক্যাল কাউন্সিলের আইন অনুসারে কোনও সদস্য পর পর ৩টি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। তাই শান্তনু সেন আর মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য নেই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেন বিকল্প কারও নাম সুপারিশ করে। সুদীপ্ত রায়ের এই চিঠি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি শান্তনু সেন। তবে ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার জন্য আজ পর্যন্ত কারও মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্যপদ চলে গিয়েছে একথা তাঁর জানা নেই। বলে রাখি, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতির পদেও ছিলেন শান্তনুবাবু। ওদিকে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে থ্রেট কালচারের অভিযোগ নিয়ে শুনানিতে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, থ্রেট কালচারের অভিযোগ নিয়ে সিবিআই তদন্ত হলে আরজি কর মেডিক্যালের রোগীকল্যাণ সমিতির প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধেও একই তদন্ত হওয়া উচিত। এরই মধ্যে ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসকদের সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসাবে নাম দেখা যায় শান্তনু সেনের। তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁকে সেই আয়োজন থেকে ব্রাত্য করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মোদির সাফল্যের মুকুটে আরও নতুন পালক

বার্বাডোস, ২০ নভেম্বরঃ মোদির মুকুটে জুড়ল আরও সম্মানের পালক। এবার গায়ানা ও বার্বাডোজও তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। দিন দুয়েক আগেই নাইজেরিয়া তাদের দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। এবার গায়ানা ও বার্বাডোজও সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। জি ২০ সম্মেলনে যোগ দিতেই ব্রাজিলে গিয়েছিলেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিন দেশের সফর ছিল তাঁর। প্রথমে যান নাইজেরিয়ায়, সেখান থেকে ব্রাজিলে জি ২০ সম্মেলনে যোগ দেন। শেষ ধাপে গায়ানা সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজই সেখানে পৌঁছন তিনি। জানা গিয়েছে, গায়ানা তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য অর্ডার অব এক্সিলেন্স'-এ সম্মানিত করতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বার্বাডোজ 'অনারারি অর্ডার অব ফ্রিডম অব বার্বাডোজ' সম্মানে সম্মানিত করা হবে প্রধানমন্ত্রীকে। এর দিন কয়েক আগেই, ডমিনিকাও তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'ডমিনিকা অ্যাওয়ার্ড অব অনার'-এ সম্মানিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। নাইজেরিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য গ্রান্ড কম্যান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য নাইগার' সম্মানও দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্মানের সংখ্যা ১৯-এ পৌঁছল।

যাঁরা মমতার প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন তাঁরা দল ছেড়ে দিক, কল্যাণের নিশানায় কারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ ফের স্বমহিমায় শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও রাখ ঢাক না রেখে দলেরই একাংশ সতীর্থকে 'দল ছেড়ে তারপরে বড় বড় বুলি আওড়ানো'র চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তিনি। কল্যাণের কথায়, ''যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন বা কনফিডেন্ট হারাচ্ছেন তাঁরা দল ছেড়ে দিক! এত বড় বড় কথা মানায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বাদ দিয়ে ভোটে দাঁড়াক, তারপরে দেখব!'' এদিন একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলেন কল্যাণ। তিনি এও বলেন, ''যারা বড় বড় কথা বলছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ রোজভ্যালি কেউ সারদায় অভিযুক্ত। কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত জেলে রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জার্সি পড়ে কেউ জেলে থাকবে সেটা কি ভাল দেখায়?'' তৃণমূলের সাংসদ-আইনজীবীর এমন প্রতিক্রিয়া ঘিরে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এই যাঁরা বলতে কাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন? প্রশ্নের জবাবে কল্যাণ রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়,

কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে নিশানা করেছেন। হঠাৎ কেন দলের একাংশ সতীর্থকে এভাবে প্রকাশ্যে আক্রমণ করলেন কল্যাণ? প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার কসবায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পরের দিন কলকাতা পুলিশের সমালোচনায় সরব হন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদের সুরে সুর মিলিয়ে পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন সৌগত রায়, হুমায়ুন কবীররা। ঘটনাচক্রে, মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তিনিই পুলিশ মন্ত্রী। ফিরহাদ-সৌগতদের বয়ানকে সামনে রেখে বিরোধীদের তরফে কটাক্ষের সুরে বলা হচ্ছে, ''পুলিশের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না শাসকদলের নেতারাই। বাংলার আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কতটা শোচনীয়, তা এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এ কারণেই ফিরহাদ, সৌগতদের নিশানা করেছেন কল্যাণ। অন্যদিকে মঙ্গলবারই কল্যাণের সমালোচনায় সরব হন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। রোজভ্যালী মামলায় নাম রয়েছে মদনের। ফলে কল্যাণ মদনকেও ইঙ্গিত করেছেন। 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তমিত সূর্য। তাঁর কেরিয়ার একেবারেই শেষের পথে।' বলে এদিনই আক্রমণ শানিয়েছেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুরও। কল্যাণের নিশানায় এই যুব নেতাও রয়েছেন। তবে কল্যাণের মন্তব্যের জেরে সৌগত, ফিরহাদ, মদন কিংবা তৃণাঙ্কুরের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি। এখন দেখার কল্যাণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁরা কী বলেন।

কলকাতায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা পথচারীকে, গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে, পরে জামিন

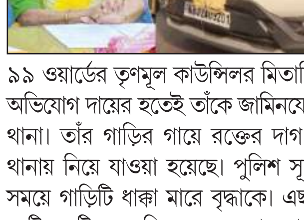

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে ধাক্কা এক বৃদ্ধাকে। কলকাতায় গ্রেফতার হন তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে। আহত ওই বৃদ্ধাকে ভর্তি করা হয়েছিল শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। পরে তাঁকে এসএসকেএম-এ নিয়ে যাওয়া হয়। ৯৯ ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হতেই তাঁকে জামিনযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করে রবীন্দ্র সরোবর থানা। তাঁর গাড়ির গায়ে রক্তের দাগ রয়েছে এবং সেটিকে রবীন্দ্র সরোবর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাস্তা পারাপার করার সময়ে গাড়িটি ধাক্কা মারে বৃদ্ধাকে। এছাড়া অন্য একটি গাড়িকেও ধাক্কা মারে সেটি। সেটিরও ক্ষতি হয়েছে। বৃদ্ধার ডান হাতে চোট লেগেছে বলে জানা গেছে। সার্দান অ্যাভিনিউ এলাকায় বিবেকানন্দ পার্কের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই প্রসঙ্গে এক সংবাদমাধ্যমে মিতালি জানিয়েছেন, তাঁর দুই ছেলেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল ছোট ছেলে শুদ্ধসত্ত্ব। লেক কালীবাড়ির সামনে রাস্তা পারাপারের সময়ে ধাক্কা লাগে। তাঁর কথায়, রাস্তায় পরপর দুটি গাড়ি ছিল। বৃদ্ধা কোন দিকে যাবেন বুঝতে পারেননি, তখনই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। পুলিশ ইতিমধ্যে কাউন্সিলরের ছেলের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য মামলা রুজু করেছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাড়ির গতি বেশি ছিল না সত্যিই বৃদ্ধা আচমকা রাস্তার মধ্যে চলে আসেন তা দেখছে পুলিশ। অন্য যে গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে তার চালককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অবশ্য কাউন্সিলরের ছেলে জামিনও পেয়ে গেছেন।

সপরিবারে ভোট দিলেন শচীন, গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল মাস্টার ব্লাস্টার

মুম্বই, ২০ নভেম্বর ঃ সপরিবারে গণতন্ত্রের উসবে শামিল হয়েছেন কিংবদন্তী ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর। বুধবার সকালে ভোট উৎসবে শামিল হয়েছেন শচীন, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে। বুধবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যান শচীন, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে।অনেক সেলিব্রিটিরাও নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, ভোট দিয়েছেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আলি ফজল, জোয়া আখতার, ফারহান আখতার প্রমুখ।

বাগডোগরায় আগ্নেযাস্ত্র ও কার্তুজ-সহ ধৃত যুবক

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির বাগডোগরার জংলী বাবা মোড় এলাকা থেকে আগ্নেযাস্ত্র ও কার্তুজসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম মোহাম্মদ কামিরুল। তিনি ফুলবাড়ির বাসিঃ দা।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে ওই যুবক বিহার থেকে নকশালবাড়ি রোড হয়ে বাগডোগরার দিকে আসছিল। বাগডোগরার জংলি বাবা মোড় এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ যুবককে তল্লাশি করে। সেইসময় যুবকের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপরই ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

দিল্লিতে দূষণ রুখতে প্রয়াস, বাড়ি থেকেই কাজ করবেন ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মী

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ মাত্রাতিরিক্ত দূষণে নাজেহাল অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, রোজই একটু একটু করে খারাপ হচ্ছে পরিস্থিতি। এমতাবস্থায় দিল্লিতে দূষণ রুখতে নতুন পন্থার কথা ভাবলেন দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই। ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মীদের বাড়ি থেকেই কাজ করতে বলা হয়েছে। যাতে দূষণ কিছুটা হলেও কমে।দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গোপাল রাই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দূষণ কমানোর জন্য দিল্লি সরকার ওয়ার্ক ফ্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫০ শতাংশ কর্মী বাড়ি থেকেই কাজ করবেন।

মায়ামিতে ৫ ডিসেম্বর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ২০২৫-এর ড্র পর্বের প্রতিপক্ষ নির্বাচন করবে

লুসান, ২০ নভেম্বর ঃগত সোমবার লুসানে ফিফা বিশ্বকাপের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় বিশ্বের সেরা ফুটবল ক্লাবগুলি ৫ ডিসেম্বর মিয়ামিতে ড্র ৩২-ক্লাবের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের উদ্বোধীনীর জন্য তাদের গ্রুপ পর্বের প্রতিপক্ষ নির্বাচন করবে।ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ছটায় এই ড্র শুরু হবে। চারটি দলের আটটি গ্রুপ নির্ধারণ হবে। ১৫ জুন থেকে ১৩ জুলাই আমেরিকাতে টুর্নামেন্টে হবে।প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি স্থানে থাকা ১৬টি ক্লাব ১৬ রাউন্ড থেকে ফাইনাল পর্যন্ত নকআউট পর্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।প্রতি চার বছর পর পর টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে ফিফা। ২০২৯ সংস্করণের জন্য এখনও কোনও হোস্ট বেছে নেওয়া হয়নি।

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ব্যক্তি

শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির পানিটাঙ্কি এলাকায় মাদক বিক্রি করতে আসা এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। অভিযুক্তের নাম হামজা শেখ। তিনি মালদার বৈষ্ণব নগরের বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি ডিভিশনের খড়িবাড়ির গাগারুজোটে ব্রাউন সুগার ডেলিভারি করতে আসা এক ব্যক্তির সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে এক গ্রাহকের বিরোধ হয়। এতে স্থানীয়

ভালো সরকার ও নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রের ভবিষ্য বদলে দিতে পারেঃনীতিন গড়করি

নাগপুর, ২০ নভেম্বর ঃ ভালো সরকার ও নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রের ভবিষ্য বদলে দিতে পারে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নীতিন গড়করি। বুধবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর নীতিন গ।করি বলেছেন, প্রত্যেকের ভোট দেওয়া উচিত, গণতন্ত্রে ভোট দেওয়া আমাদের অধিকার। আমি জনগণকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিতে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার

আহ্বান জানাই।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ন গড়করি আরও বলেছেন, মহারাষ্ট্র দেশের একটি প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ রাজ্য। এই রাজ্য সর্বাধিক বিদেশী বিনিয়োগ পায় এবং এখানে কৃষি রফতানিও বাড়ছে। এটি দেশের জন্য একটি রোল মডেল রাজ্য। একটি ভাল সরকার এবং ভাল নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যত পরিবর্তন করতে পারে, আমি জনগণকে ভোট দিতে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন করছি। উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য জনগণকে ভোট দিতে হবে।

ইরান ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীকে কখন তৃতীয়বারের মত শাস্তি দিবে?

ইরান,২০নভেম্বরঃ - ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার দেশে ইসরাইলের সাম্প্রতিক তথা গত ২৬ অক্টোবরের হামলা প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলামী ইরান জবাব দেয়ার নিজ অধিকারটি বাতিল করেনি এবং সঠিক সময়েই ওই হামলার উপযুক্ত জবাব দিবে। সাইয়্যেদ আব্বাস আরাকচি ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরআইজিসি'র একদল কমান্ডার ও কমান্ড কেন্দ্রের একদল কর্মীর সমাবেশে বলেছেন, ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব-সমাজকে জানিয়েছে যে ইসরাইল সম্প্রতি ইরানে যে হামলা চালিয়েছিল তা একটি নতুন হামলা ও এর জবাব ইসরাইলকে পেতেই হবে। আরাকচি 'সত্য প্রতিশ্রুতি-তিন' নামক অভিযান বাস্তবায়নের সময় প্রসঙ্গে বলেছেন, গত ১২ মাসে ইরান অত্যন্ত সতর্ক ও কৌশলপূর্ণ আচরণ করেছে এবং ইরানের সিদ্ধান্তগুলো উত্তেজিত ও ভাবাবেগপ্রবণ ছিল না 'সত্য প্রতিশ্রুতি-তিন'-এর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে।ইরানের কূটনৈতিক বিভাগের প্রধান 'কেবল যুদ্ধের প্রস্তুতিই যুদ্ধ ঠেকাতে পারে'- এ কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যে শত্রুরা হুমকি দিচ্ছে তারা প্রতিপক্ষের দুর্বলতার অপেক্ষা করছে, যখন তারা দুর্বলতা বুঝতে পারে তখনই আঘাত করে তাই যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে খুব সুদৃঢ় ও শক্তিশালী থাকা জরুরি।ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধের ময়দান ও কূটনীতিকে অবিচ্ছিন্ন হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, কূটনীতি শক্তির ওপর নির্ভর করেই চলে এবং শক্তি না থাকলে কূটনীতি কাজে লাগে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরান 'সত্য প্রতিশ্রুতি-এক' ও 'সত্য প্রতিশ্রুতি-দুই' নামক নজিরবিহীন দুই সামরিক অভিযানে এটা প্রমাণ করেছে যে দেশটি আগ্রাসীদেরকে শাস্তি দেয়াকে ও নিজ দেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রাখাকে সব সময়ই খুব জোরালো গুরুত্ব দেয়। ইরানের প্রতিরোধমূলক নীতি ইসরাইল ও তার পশ্চিমা সহযোগীদের হঠকারিতা বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে আগের মতই এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভারত সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্যের দিকে কাজ করছেঃজে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা বুধবার দিল্লির থ্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্সে 'স্পেশাল অলিম্পিকস হেলথ এথলেট' কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বলেছেন, আমি খুশি যে, স্পেশাল অলিম্পিক ভারত বিশেষ অলিম্পিক এশিয়া-প্যাসিফিক বোকস এবং বোলিং প্রতিযোগিতা-সহ একটি স্বাস্থ্যকর ক্রীড়াবিদ প্রোগ্রামের আয়োজন করছে। ভারত সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে নিরলসভাবে স্বাস্থ্যের দিকে কাজ করে যাচ্ছে।

মহা বিকাশ আঘাড়ি মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করতে চলেছেঃরীতেশ দেশমুখ

লাতুর, ২০ নভেম্বর ঃবলিউড অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডি'সুজা দেশমুখ বুধবার মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলায় তাঁদের আদি বাবলগাঁও গ্রামে ভোট দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন অভিনেতা দম্পতি রীতেশ দেশমুখ এবং জেনেলিয়া ডি'সুজা।লাতুরের একটি ভোট কেন্দ্রে তাঁরা ভোট দিয়েছেন। অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, মহা বিকাশ আঘাড়ি মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করতে চলেছে। আমার দুই ভাইই জিততে চলেছে। অভিনেত্রী

রাঁচির জেলা কন্ট্রোল রুম থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

রাঁচি, ২০ নভেম্বর ঃ রাঁচি জেলার দুই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বুধবার। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলা নির্বাচন আধিকারিক বরুণ রঞ্জন-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এদিন বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় জেলার কন্ট্রোল রুম থেকে ভোট প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করেন।উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট নির্দিষ্ট সময়েই শুরু হয় বুধবার। ঝাড়খণ্ডের ৮১টির মধ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় এদিন ৩৮টি আসনে ভোটগ্রহণ। গত ১৩ নভেম্বর প্রথম দফায় ৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। ভোটগণনা আগামী শনিবার। বুধবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ, বিকেল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ। শেষ দফায় ঝাড়খণ্ডে ভাগ্যপরীক্ষা একঝাঁক তারকা প্রার্থীর। ভোটের দ্বিতীয় দফায় সোরেন পরিবারের চার সদস্য হেমন্ত সোরেন, কল্পনা সোরেন, সীতা সোরেন এবং বসন্ত সোরেন-এর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ণয়। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বরহেট বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই আসন জেএমএম-এর দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে পরিচিত। এই দফায় মোট ৫২৮ জন প্রার্থীর ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ৫৫ জন মহিলা প্রার্থী।প্রসঙ্গত, ২০১৯-এর বিধানসভা ভোটে প্রায় সাড়ে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল জেএনএম-কংগ্রেস-আরজেডির ' এবারও তিন দল একসঙ্গে লড়ছে। সঙ্গে পেয়েছে বাম দল সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-কে। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে এবার জোরদার প্রচার করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরও জয়ের বিষয়ে প্রবল আশাবাদী।

আট বছর পর বাড়ি ফিরল নিখোঁজ কিশোর

মালদা, ২০ নভেম্বর ঃ প্রায় আট বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া ১২ বছরের কিশোর সাগর মণ্ডল ফিরে এল ২০ বছরের যুবক হিসেবে। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা অঞ্চলের জোত বসন্ত গ্রামে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।সাগরের বাবা সঞ্জয় মণ্ডল এবং মা সপ্তমী মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁদের ছেলে ২০১৬ সালের ২৬

ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতিঃউদ্ভাবনার প্রসার ও ভবিষ্যতের নির্মাণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২০নভেম্বরঃ সারা বিশ্বে আপনারাই ভারতের ডিজিটাল দূত। ভোকাল ফর লোকাল-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার আপনারা। এ বছরই প্রথম ন্যাশনাল ক্রিয়েটার্স অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই প্রেরণাদায়ী বার্তা ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির যুগান্তকারী ভূমিকাকে তুলে ধরে। আজ, সৃজনশীলতা ও বৌদ্ধিক সম্পদে ভরপুর আমাদের এই নাগরিকরা শুধুমাত্র গল্প ফেরি করেন না, তাঁরা দেশের নির্মাতা। ভারতের পরিচয়ের অভিজ্ঞান নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আঙিনায় এ দেশের গতিশীল ও কর্মময় চালচিত্র তুলে ধরছেন এঁরাই। গোয়ায় শুরু হচ্ছে ভারতের ৫৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই)। এবারের থিম - ' ফিল্মমেকার্স - দ্য ফিউচার ইজ নাও', অর্থাৎ তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা - ভবিষ্য প্রতীয়মান বর্তমানে। আগামী আটদিন ধরে আইএফএফআই-তে বেশ কয়েকশ' ছবি দেখানো হবে, এই শিল্পক্ষেত্রের কুশীলবদের পরামর্শ ও শিক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে পুরস্কৃত করা হবে। চলচিত্র শিল্পের আঙিনায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের সর্বোত্তম সৃষ্টি ও শিল্পীদের এই সম্মিলন উদ্ভাবনা, কর্মসংস্থান এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির সম্ভাবনা ও শক্তির প্রতিফলন ঘটায়।ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতির ক্রমপ্রসারমান দিগন্তভস্তভারতে সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহর ৩০ বিলিয়ন ডলার। পরিমাণটি মোট অভ্যন্তরীণ উপাদনের প্রায় ২.৫ শতাংশ। দেশের মোট কর্মীগোষ্ঠীর ৮ শতাংশের কর্মসংস্থানের উস এই ক্ষেত্র। সিনেমা, গেমিং, অ্যানিমেশন, গান-বাজনা, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং - নানান শাখায় বিভক্ত এই ক্ষেত্রটি ভারতের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের প্রাণময়তাকে প্রতিফলিত করে। ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং (অর্থাৎ, পরিচিত কোনো মুখকে ব্যবহার করে সামাজিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার বিজ্ঞাপন) ক্ষেত্রের বহর ৩,৩৭৫ কোটি টাকা। ২,০০,০০০-এরও বেশি সৃজনধর্মী মানুষ স্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এই ক্ষেত্রে। এই শিল্প আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। গুয়াহাটি, কোচি কিংবা ইংদোরের মতো আরও অনেক শহর এই সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ফলে নিশ্চিত হচ্ছে বিকেন্দ্রিকৃত সৃজনধর্মী বিপ্লব।সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ডের এই গণতন্ত্রীকরণের অন্যতম চালিকাশক্তি হলেন ১১০ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় প্রায় ৭০ কোটি মানুষ। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মঞ্চ এবং ওটিটি পরিষেবা সৃজক কিংবা নির্মাতাকে সরাসরি আন্তর্জাতিক শ্রোতা ও দর্শকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। স্থানীয় বিষয়বস্তু এবং বর্ণন গোটা বিষয়টিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সেই অর্থে ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রটি প্রকৃতই অন্তর্ভুক্তিমূলক।কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা বিষয়বস্তু সৃজকদের অর্থনৈতিক সাফল্য অভূতপূর্ব। ১০ লক্ষ ফলোয়ার থাকলে প্রতি মাসে ২০,০০০ থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা উপার্জন সম্ভব। এই পরিমণ্ডল আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক হওয়ার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিনিময়েরও একটি ব। মঞ্চ হয়ে উঠেছে।বহুমাত্রিক প্রভাবসৃজনধর্মী অর্থনীতির প্রভাব শুধুমাত্র জিডিপি বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সহায়ক নানা শিল্পের সহায়তার মধ্য দিয়ে তা ব। ধরনের প্রভাব রাখছে পর্যটন, আতিথ্য এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডেও। পাশাপাশি, ডিজিটাল মঞ্চগুলি প্রান্তিক মানুষজনের ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা নিয়েছে। জোরদার হচ্ছে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণের প্রয়াসও। গল্প ফেরি করায় দক্ষতার সুবাদে বিশ্বের আঙিনায় অনুগ্র শক্তি বা সফট পাওয়ারে ভারত এখন এক প্রভাবশালী পক্ষ। বলিউড থেকে আঞ্চলিক সিনেমা - নানাভাবেই বিশ্বের আঙিনায় নজর কা।ছে এ দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্পদ। বিষয়টি ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। পরিবেশ-বান্ধব উপাদন প্রক্রিয়া এবং জীবনচর্যার প্রসারের সুবাদে এক্ষেত্রেও ভারত নিজের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিচ্ছে জোরালো ভাবে। ভস্তসরকারের যুগান্তকারী নানা পদক্ষেপভারতের সৃজনমূলক অর্থনীতিকে বিশ্বের আঙিনায় আরও তুলে ধরতে সরকার তিনটি মূল বিষয়ে জোর দিচ্ছে বিস্তৃত এক প্রতিভা সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর প্রসার এবং এক্ষেত্রে কর্মরতদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াগত সরলীকরণ। এরই অঙ্গ হিসেবে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি - আইআইসিটি। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, সিনেমা, অ্যানিমেশন, গেমিং কিংবা ডিজিটাল শিল্প - সবক্ষেত্রেই দেশের সাংস্কৃতিক নানান ধারার সম্মিলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিনোদন শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠা। চলচ্চিত্র নির্মাণ, আদানপ্রদানমূলক বিনোদনের মতো বিষয়গুলিতে আধুনিকতম প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারত বিষয়বস্তু নির্মাণের প্রশ্নে নতুন এক পথের সন্ধান দিতে চায়। ওয়ার্ল্ড অডিও-ভিস্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট - ডব্লিউএভিইএস এক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। ওই উদ্যোগ মঞ্চ সৃজক, শিল্পক্ষেত্রের কুশীলব এবং নীতিপ্রণেতাদের এক জায়গায় এনে দৃশ্যশ্রাব্য এবং বিনোদন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করার অন্যতম অনুঘটক। প্রধানমন্ত্রীর ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া মন্ত্র অনুযায়ী, ওই আলোচনাচক্রে ভারতের সৃজনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মেলবন্ধনের কথা বলা হয়েছে।সৃজনশীল অর্থনীতির যাবতীয় সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারে 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া' নীতি এক অনবদ্য উদ্যোগ। ডব্লিউএভিইএস-এর আয়োজনের পাশাপাশি, ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়ার এই মন্ত্র অ্যানিমেশন, গেমিং, গান-বাজনা, ওটিটি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশে লক্ষ্য দিয়েছে। বিভিন্ন স্টার্ট-আপ, পেশাদারদের পক্ষ থেকে ১৪,০০০-এরও বেশি নিবন্ধন ভারতের উদ্ভাবন শক্তির সার্থক প্রতিফলন। ভস্তসামনের পথ বিশ্বের আঙিনায় ভারতআইএফএফআই-তে আটদিনের সমারোহের মাধ্যমে এই বার্তা স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে যে সারা বিশ্বে সৃজনধর্মী অর্থনীতির প্রশ্নে ভারতের মানবসম্পদ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেবে। ভারত সরকার এই পরিমণ্ডলকে সহায়তায় দায়বদ্ধ - নীতি প্রণয়ন, পরিকাঠামোগত বিকাশ এবং উদ্ভাবনমূলক কাজে প্রনোদনার মাধ্যমে। ভস্তআমাদের সৃজনধর্মী নাগরিকদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে তা হল ৫জি, ভার্চুয়াল উৎপাদন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে স্বাগত জানানো দরকার। ভৌগোলিক সীমানা নির্বিশেষে কার্যকর মঞ্চগুলিকে ব্যবহার করা দরকার এবং পরিবেশনা এমন হওয়া উচিত যাতে আন্তর্জাতিক স্তরের দর্শক ও শ্রোতা আকর্ষিত হওয়ার পাশাপাশি, ভারতের অনন্য বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। ভস্তভবিষ্য তাঁদেরই যাঁরা উদ্ভাবন করেন, সহযোগিতা করেন এবং সৃজনশীলতার কাজে অবিচল থাকেন। ভারতের সৃজনধর্মী অর্থনীতি প্রেরণার আলোকদিশা, অর্থনৈতিক প্রগতির চালিকাশক্তি, সাংস্কৃতিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠে সারা বিশ্বে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিক। আসুন, এমনটা নিশ্চিত করা যাক যাতে ভারতের প্রতিটি সৃজনধর্মী শিল্পী নিজের নিজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরের পরিবেশক হয়ে ওঠেন এবং আগামীর রূপরেখার দিশা সারা বিশ্ব জেনে নেয় ভারতেরই কাছ থেকে।

দু'দিনের সফরে গায়ানা পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ মোদী

জর্জটাউন, ২০ নভেম্বর ঃ নাইজেরিয়া ও ব্রাজিল সফর শেষে ত্রিদেশীয় সফরের অন্তিম পর্যায়ে গায়ানা পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হলেন ৫৬ বছরে গায়ানা সফরকারী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। বুধবার গায়ানা পৌঁছনোর পর সে দেশের রাষ্ট্রপতি ডক্টর মোহাম্মদ ইরফান আলী এবং এক ডজনেরও বেশি মন্ত্রিসভার সদস্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান।গায়ানার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইরফান আলি এবং গায়ানার ৪ জন মন্ত্রী, গ্রেনাডার প্রধানমন্ত্রী এবং বার্বাডোসের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গায়ানার জর্জটাউনের একটি হোটেলে স্বাগত জানান। দু'দিনের গায়ানা সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী সে দেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ ইরফান আলীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন এবং গায়ানার সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। তিনি দ্বিতীয় ভারত-ক্যারিকম শীর্ষ সম্মেলনে ক্যারিবিয়ান অংশীদার দেশগুলির নেতাদের সাথেও যোগ দেবেন।বুধবারই প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি জর্জটাউনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন তিনি।

ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে উদযাপিত জাতীয় প্রেস দিবস

হাফলং (অসম), ২০ নভেম্বর ঃ সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে সম্প্রতি ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে উদযাপিত হয়েছে জাতীয় প্রেস দিবস। এবারের জাতীয় প্রেস দিবসের থিম ছিল ' চ্যাঞ্জিং ন্যাচার অব প্রেস'।জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের উদ্যোগে আজ শনিবার হাফলং লেডিজ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির হল-এ জাতীয় প্রেস দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের উপাধ্যক্ষ এন লিয়েনথাং। এছা।। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য জনসংযোগ বিভাগ (হিলস)-এর অতিরিক্ত অধিকর্তা দীনানাথ লিয়ুং, তথ্য ও জনসংযোগের উপ-অধিকর্তা তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য জনসংযোগ আধিকারিক পুরবী ফংলো, মাইবাঙের এস ডিআইপিআরও রিজিত কছাড়ি। ছিলেন ডিমা হাসাও জেলার কর্মরত সাংবাদিকরা।এদিন এবারের জাতীয় প্রেস দিবসের থিম নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন প্রধান অতিথি এন লিয়েনথাং, দীনানাথ লিয়ুং, পুরবী ফংলো, রিজিত কাছাড়ি সহ বরিষ্ঠ সাংবাদিক সূর্য থাওসেন, সুখেন ফংলো, বিপ্লব দেব পঙ্কজকুমার দেব ও নির্মল সিং। জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে এদিন ডিমা হাসাও জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

বারামতীতে ভোট দিলেন শরদ পওয়ার, জয় নিয়ে আশাবাদী প্রবীণ নেতা

বারামতী, ২০ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। বুধবার সকালে মহারাষ্ট্রের বারামতীতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন শরদ পওয়ার।ভোট দেওয়ার পর এনসিপি-এসসিপি প্রধান শরদ পওয়ার বলেছেন, জনসাধারণের ভোট দেওয়া উচিত এবং আমি নিশ্চিত মহারাষ্ট্রের জনতা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপুল সংখ্যক ভোট দেবেন। ২৩ নভেম্বরের পরে এটা পরিষ্কার হবে রাজ্যে কে সরকার গঠন করছে।সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে শরদ বলেছেন, যে ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন তিনি কয়েক মাস জেলে ছিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, একমাত্র বিজেপিই এটি করতে পারে।

সস্ত্রীক ভোট দিলেন শক্তিকান্ত দাস, নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় খুশি আরবিআই গভর্নর

মুম্বই, ২০ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। বুধবার সকালে সস্ত্রীক মুম্বইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস।ভোট দেওয়ার পর আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল। আমি নির্বাচন কমিশনকে অভিনন্দন জানাই। সপ্তাহের মাঝামাঝি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই সবাই বেশি ভোটার প্রত্যাশা করছেন।

কংগ্রেসের রাজনীতি মিথ্যের ওপর ভিত্তিশীলঃঅমিত শাহ

জলগাঁও, ১৩ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের জলগাঁও-এ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের রাজনীতি মিথ্যের ওপর ভিত্তিশীল। তাঁরা বলছে, মহারাষ্ট্রে মহাযুতি সরকার গঠনের পর বিনিযোগ কমেছে, অথচ একনাথ শিন্ডে, দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং অজিত পওয়ারের সরকার গঠনের পর, মহারাষ্ট্র এফডিআই-এর পরিপ্রেক্ষিতে এক নম্বর হয়ে গেল। মহারাষ্ট্রের জনগণের কাছে মহাযুতি

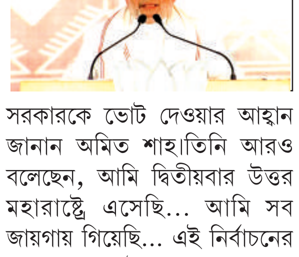

সরকারকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান অমিত শাহ।তিনি আরও বলেছেন, আমি দ্বিতীয়বার উত্তর মহারাষ্ট্রে এসেছি... আমি সব জায়গায় গিয়েছি... এই নির্বাচনের ফলাফল এমনটা হতে চলেছে যে ২৩ নভেম্বর আঘাড়ি নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে... মহাযুতি সরকার গঠন করবে।

আম্পায়ারের সঙ্গে বাজে আচরণ করায় জন্য ৩ ক্রিকেটারকে শাস্তি আইসিসি-র

দুবাই, ২১ নভেম্বর ঃ ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি তে আম্পায়ারের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করায় জন্য শাস্তি পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ড কোয়েটজে। এর জন্য ম্যাচ ফি'র ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে কোয়েটজকে। পাশাপাশি তাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি।আর অন্য ম্যাচে আম্পায়ারের সঙ্গে আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি পেয়েছেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক স্কট অ্যাডওয়ার্ডস ও ওমানের সুফিয়ান মাহমুদ।স্কট অ্যাডওয়ার্ডস ওমানের বিপক্ষে ম্যাচে আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে ব্যাট দেখানো এবং আউট দেওয়ার পর গ্লাভস-ব্যাট ছুড়ে ফেলায় আইসিসি-র আচরণবিধি ২ দশমিক ৮ ও ২ দশমিক ২ লঙ্ঘন হয়েছে। সে কারণে তার ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ কেটে নিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তার নামের পাশে যোগ হয়েছে দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট।একই ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের ব্যাটার তেজা নিদামানরুকে আউট করে ওমানের সুফিয়ান মাহমুদের করা উদযাপনে কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ অনুচ্ছেদ ভঙ্গ হয়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি। তাকেও ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।মঙ্গলবার তাদের শাস্তির বিষয়টি জানিয়েছে আইসিসি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ২০নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতেঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা'। তবে, আরো শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৯.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮শতকরা এবং ৪০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষ রাশিঃনতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃ উচ্চরক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না।
কর্কট রাশিঃখেলোয়াড় জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের সময়টি শুভ।সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। সংসারে শান্তি।পরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। বিবাহের যোগ হবে
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃনিজ এলাকার গোলযোগ বা গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে । শুভ দিন
ধনু রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। অর্থ ব্যয়।
মকর রাশিঃপ্রতিবেশীর অন্যায় আচরণকে সমর্থন করবেন না।
কুম্ভ রাশিঃ অন্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের অতীত খরচ করতে যাবেন না। বিদেশ যাত্রা শুভদিন ।অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থে টান পড়তে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পেতে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ। অর্থের ব্যয় হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। যাত্রীরাও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করেই অনলাইনে টিকিট কেনার সুযোগ এবং টেন্ডার ভাড়ার সুবিধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের অন-লাইন টিকিট সিস্টেম ব্যবহার করতে সক্ষম করার জন্য চালু করা 'জয় রাইড কলকাতা' অ্যাপটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র (কিভাবে এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ ১৯.১১.২০২৪ তারিখে মেট্রোর কর্মীদের দ্বারা ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই ধরনের বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের ব্যবহার যাত্রীদের এএসসিআরএম মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সাহায্য করেছিল। ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী মেট্রো যাত্রীরা এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করার জন্য স্মার্ট উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী এই ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল কারণ এই ধরনের ক্যাম্প তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি ছিল কারণ মেট্রো কর্মীরা তাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রো যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপ এবং ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কেনার জন্য বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

কাউন্সিলর ও পুলিশের জন্য প্রাণে বাঁচল এক কিশোর

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২০ নভেম্বর ঃ নিউবারাকপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠতে গিয়ে ষোলো বছরের এক কিশোর পা পিছলে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় তার দুটো পায়ের গোড়ালির কাছ থেকে নিচের অংশটুকু কেটে ঝুলতে থাকে। প্রচুর রক্তক্ষরণে এবং ঘটনার আকস্মিকতায় অসহায় কিশোরটি পথচলতি মানুষদের শুধু ডাকতে থাকে সাহায্যের জন্য। দুর্ঘটনায় পথচলতি মানুষের ভিড় জমতে থাকে। কিন্তু কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। ঘটনাস্থলের অদূরেই ছিলেন নিউবারাকপুর পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ। দুর্ঘটনার খবর শুনেই চটজলদি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন থানার বড় বাবুকে। যদিও ঘটনাস্থল রেল পুলিশের সীমানাভুক্ত। কিন্তু গুরুতর ভাবে আহত ছেলেটির প্রাণ সংশয়ের কথা মনে করে থানার বড় বাবু কর্তব্যরত অফিসার ও ফোর্স কে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যত শীঘ্র সম্ভব কিশোরটি কে কোন ভালো হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জন্য। প্রাণের থেকে নিয়মকানুন বড় নয়। পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ দ্রুত একটি অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করেন এবং ক্ষতস্থান ঢাকার জন্য বেশ কিছু গামছা জড়িয়ে এ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন এবং অ্যাম্বুলেন্স চালককে বলা হয় .নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরে খবর দেওয়া হয় রেল স্টেশন মাস্টার, আরপিএফ, জিআরপিএফ, এবং কিশোরটির পরিবারের মানুষ দের। যাই হোক পুর প্রতিনিধির এমন মানবিক দৃষ্টান্তমূলক তৎপরতায় .এবং সময় মতো হাসপাতালে পৌছাতে পারার জন্য প্রাণে বাঁচল একটি ষোলো বছরের কিশোর।

বেলুড়ের কল সেন্টারে হানা গোয়েন্দা পুলিশের, গ্রেফতার ৯

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ২০ নভেম্বর ঃ বেলুড়ের কল সেন্টারে হানা গোয়েন্দা পুলিশের, গ্রেফতার ৯। বাজেয়াপ্ত ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, নগদ টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী। হাওড়ার বেলুড়ের একটি কল সেন্টারে হানা দিয়ে .৯ জনকে গ্রেফতার করলো হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর। ধৃতদের থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, নগদ টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেলুড়ের জি টি রোডের এক বহুতলে হানা দেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা। সেখান থেকেই হাতেনাতে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা সকলেই মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। অভিযোগ, প্রতারিতরা বিভিন্ন স্পোর্টস সাইটে জুয়া খেলতেন এবং প্রতারিত হতেন। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২২টি মোবাইল ফোন, ২টি ল্যাপটপ, নগদ ১০ হাজার ৮১০ টাকা, ভা।।র এগ্রিমেন্ট, ইলেক্ট্রিক বিল, স্ক্রিনশট পিন্ট আউট, ওয়াই ফাই রাউটার সহ অন্যান্য সামগ্রী। ধৃতেরা হল বিমল কাটিয়ার (৩৫), অজিত প্যাটেল (২৭), রাহুল আসওয়নি (২৪), নিখিল কোরি ওরফে আপ্পু (২৪), সুশীল সোনি ওরফে উমেশ (৩২), সাহিল ছাদর (২২), নিতিন কালওয়ানি (২৫), সোনু ছাদর (২২) এবং সোনবিঃদ যাদব ওরফে রাজু যাদব (২৫)। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৮(৪)৩৩৮৩৩৬(৩)৩৪০(২)৬১(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বেগুনি লাইনের ভিক্টোরিয়া স্টেশন পরিদর্শনে মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০নভেম্বর ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে ১৯.১১.২০২৪ তারিখে পার্পল লাইনের নির্মাণাধীন ভিক্টোরিয়া স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময়, মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (আরভিএনএল) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি আন্তরাগ্রাউন্ড ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। পরে শ্রী রেড্ডি ভিক্টোরিয়া স্টেশন সাইটে মডেল রুমও পরিদর্শন করেন। মহাব্যবস্থাপক ভায়াডাক্ট লঞ্চের অগ্রগতির পাশাপাশি অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ সেকশনের স্টেশন নির্মাণ কাজের পর্যালোচনা করেছেন যা ২০২৫ সালের মার্চ মাসে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। জিএম সবাইকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এই কাজ শেষ করার সময়সূচী মেনে চলুন। পরে, শ্রী রেড্ডি বাগজোলা খাল, নিউ টাউন ডিপোর কাছে ভায়াডাক্টের কাজও পরিদর্শন করেন এবং এই ডিপো নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ পর্যালোচনা করেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে এখানে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

ভুল সংশোধনের বার্তা দিয়ে জনসংযোগ যাত্রার ঘোষণা চুঁচুড়ার বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ২০ নভেম্বরঃ চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে জনসংযোগ যাত্রার ঘোষণা করলেন। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তা সংশোধন করে নেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের। বিধায়ক বলেন, ভুল করলে সংশোধন করতে হবে, আর সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই যাত্রা। জনসংযোগ যাত্রার মাধ্যমে আমরা মানুষের আরও কাছাকাছি যেতে চাই। আগামীকাল থেকেই এই যাত্রা শুরু হবে। তিনি আরও জানান, মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি তাঁদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পূরণে যে কোনো প্রয়াস নেওয়া হবে। এই জনসংযোগ যাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বিশেষত, ভোটের আগে জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের এই উদ্যোগ বিধায়কের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখছেন অনেকে। বিধায়ক অসিত মজুমদার তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন, মানুষ আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। তাঁদের সেই আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে আমরা কোনো ত্রুটি রাখব না। তাঁর এই উদ্যোগ চুঁচুড়ার সাধারণ মানুষ কীভাবে গ্রহণ করেন, তা এখন দেখার।

মধ্যবিত্ত যাত্রীদের জন্য জনপ্রিয় মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ

১৯ নভেম্বর ঃ মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী যাত্রা সুনিশ্চিত করতে, পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন জনপ্রিয় মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে অতিরিক্ত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ যুক্ত করেছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণীর যাত্রীদের আরো ভালো পরিষেবা প্রদান করা ছাড়াও যারা বিভিন্ন জায়গায় পেশার তাগিদে নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করেন তাদের যাতায়াতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এককথায় যাদের মহারাষ্ট্র , গুজরাট ও দক্ষিন ভারত কর্মস্থল তারা স্বল্প খরচে এবং সহজেই এই দ্বিতীয় শ্রেনীর সাধারণ কোচগুলির মাধ্যমে যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়াও আপকালীন পরিস্থিতিতে যাদের দিল্লী, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই যাবার প্রয়োজন অথচ টিকেট পাচ্ছেন না তারা এই পরিসেবার মাধ্যমে সহজেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। ভ্ভনিম্নলিখিত ট্রেনগুলিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ যুক্ত করা হয়েছে।

১২৩৬৭৬৮ ভাগলপুর-আনন্দবিহার - ভাগলপুর বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস -০২ টি সাধারণ শ্রেণী১২৩১৫১৬ কলকাতা-উদয়পুর সিটি-কলকাতা অনন্যা এক্সপ্রেস-০২ টি সাধারণ শ্রেণী ১২৩১৭১৮ কলকাতা-অমৃতসর-কলকাতা অকালতখ্ত এক্সপ্রেস-০২ টি সাধারণ শ্রেণী১৩৪২৫২৬ মালদা টাউন-সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস- ০২ টি সাধারণ শ্রেণী২২৩০৬০৫ জসিডি-এস এম ভি টি বেঙ্গালুরু-জাসিডি এক্সপ্রেস-০২ টি সাধারণ শ্রেণী২২৩০৭০৮ হাওড়া-বিকানের-হাওড়া এক্সপ্রেস-০১ টি সাধারণ শ্রেণী ১২৩০৭০৮ হাওড়া-যোধপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস -০১ টি সাধারণ শ্রেণী১২৩২১২২ হাওড়া-ছাত্রপাতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস-হাওড়া মুম্বাই মেল-০১ টি সাধারণ শ্রেণী উক্ত কোচগুলি সাশ্রয়ী টিকিট মূল্যে সহজেই প্রাপ্তযোগ্য এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত যাত্রীদের যাত্রার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। পূর্ব রেলওয়ে সবসময়ই সাধারণ যাত্রীদের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে পরিষেবা প্রদান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

অযথা চেন টানার অভ্যাস থেকে বিরত থাকুন,শান্তি পূর্ণ রেল যাত্রা উপভোগ করুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ অযথা চেন টানার ফলে ট্রেন সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হয়। কিন্তু আগে বুঝতে হবে, চেন পুলিং কী? কোন বিশেষ জরুরি কারণে কোন যাত্রীর ট্রেন থামানোর প্রয়োজন হলে ট্রেনে প্রত্যেকটি কোচের একটি বিশেষ ধরনের চেইনের ব্যবস্থা করা থাকে সেটিকে টানলে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যায়। একেই বলে চেন পুলিং । কিন্তু অযথা এই চেনটির ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ, কারণ এর ফলে ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের অযথা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, আপনার এই কাজটি কতোজনের অসুবিধার কারণ হতে পারে? প্রতিদিন অসংখ্য লোক চেন পুলিংয়ের অপরাধে ধরা পড়ছেন। তাদের মধ্যে অনেককে উপযুক্ত জরিমানা দিতে হচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে জেল পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। রেলযাত্রা সকলের জন্য নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং সময়মতো পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি বহন করে।আমাদের অনুরোধ, যারা অযথা চেন টানার মতো কাজ করছেন, দয়া করে তা থেকে বিরত থাকুন। কারণ, শুধুমাত্র এই কাজের জন্য ট্রেন পরিষেবার স্বাভাবিক গতিশীলতায় বাধা সৃষ্টি হয়, যা লক্ষাধিক যাত্রীর যাত্রাপথকে বিঘ্নিত করে। সবার সহায়তায়ই সময়ানুবর্তী ট্রেন পরিষেবা সম্ভব।অযথা চেন টানার অপব্যবহারের প্রভাব

১. সময়সূচি লঙ্ঘনঃ ট্রেনের অনিয়মিত থামার কারণে ট্রেন পরিষেবার নির্ধারিত সময়সূচি বিঘ্নিত হয়।

২. অন্য যাত্রীদের অসুবিধাঃ যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় বিলম্ব ঘটে, যা কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা বা অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৩. ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তাঃ অপ্রয়োজনীয়ভাবে চেন টানা ট্রেন চলাচলের নির্গম গতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৪. আইনানুগ শাস্তি ঃ রেল সুরক্ষা আইন, ১৯৮৯, ধারা ১৪১ অনুযায়ী, বিনা প্রয়োজনে অযথা চেন টানা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এজন্য অপরাধীর জরিমানা অথবা কারাদণ্ডের মতো শাস্তি ও হতে পারে। চেন টানার বৈধ প্রয়োগ . চেন টানা শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায় প্রয়োগ করার জন্য, যেমন-দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে তক্ষণাত সাহায্যের প্রয়োজন। শিশুরা বা বিশেষ প্রয়োজনের যাত্রী ট্রেনে ওঠা বা নামার সময় গাফিলতির শিকার হলে। যাত্রীদের প্রতি আবেদন

১. ট্রেনে ভ্রমণের সময় দায়িত্বশীল আচরণ করুন। ২. ট্রেনের কর্মী বা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া শৃঙ্খল টানবেন না। ৩. কোনো জরুরি পরিস্থিতি থাকলে নিকটস্থ রেলওয়ে স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।ভ্৪. অন্যায়ভাবে শৃঙ্খল টানা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অন্য যাত্রীদের সময় ও নিরাপত্তার প্রতি সম্মান জানান। অপারেশন সময় .পালন-এর অধীনে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)পূর্ব রেলওয়ে ১ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে বিনা কারণের চেইন টানার অপরাধে ১৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে হাওড়া ডিভিশনে ৫৩ জন, শিয়ালদহ ডিভিশনে ৯ জন, মালদা ডিভিশনে ৪৭ জন এবং আসানসোল ডিভিশনে ৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রেলওয়ে সেবা উন্নত রাখতে আমরা সকল যাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করছি। আপনার সচেতনতা এবং দায়িত্বশীলতা রেলপথের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ধর্মতলার প্রাচীন এল টোয়েন্টি বাসস্ট্যান্ডটিকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর ঃ মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্যে রেলের প্রস্তাব মেনে রাজ্য সরকার মধ্য কলকাতার ধর্মতলার প্রাচীন এল টোয়েন্টি বাসস্ট্যান্ডটিকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মেট্রো কতৃপক্ষের ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে। ধর্মতলায় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে বাস স্ট্যান্ডটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মেট্রো কতৃপক্ষ ৪ হাজার বর্গমিটার জমি চিহ্নিত করেছে বলে মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন বাসস্ট্যান্ডে বিশ্রামাগার, যাত্রীদের বসার জায়গা, শৌচাগার, ফুড স্টল সহ আর কি সুবিধা থাকবে তা জানতে চেয়ে মেট্রো কতৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। জানুয়ারী মাসের শেষেই নতুন জায়গায় এই বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে আনা হবে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি বিধান মার্কেটকেও সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালনার সময়কাল বেড়েছে

গোরখপুর, ২০ নভেম্বর ঃ ছট পূজার পরে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের পরিপ্রেক্ষিতে, রেলওয়ে প্রশাসন পূর্বে চালানো ০৯৬৫৭০৯৬৫৮ দৌরাই-বাধানি-দৌরাই সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিচালনার সময়কাল বাড়িয়েছে। এই ট্রেনটি ২৩ নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রতি শনিবার দৌরাই থেকে এবং ২৪ নভেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রতি রবিবার বাধনি থেকে ০৫টি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য চলবে। ০৯৬৫৭ দৌরাই-বাধানি সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২৩ নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রতি শনিবার ১৫.০০ মিনিটে দৌরাই থেকে ছাড়বে এবং আজমির থেকে ১৬.১৫ ঘটিকায়, কিষাণগড় ১৬.৫০ ঘন্টায়, জয়পুর থেকে ১৮.১০ ঘন্টায়, গান্ধীনগর থেকে ১৮.১০ ঘন্টায়, গান্ধীনগর থেকে ১৯.১০ ঘন্টায় ছাড়বে। ২১.৩৫ টায়, ভরতপুর, মথুরা জং থেকে। ২৩.৩৫ ঘন্টা থেকে, দ্বিতীয় দিন হাতরাস শহর থেকে ০০.৩০ টায়, কাসগঞ্জ থেকে ০১.২৫ টায়, কায়মগঞ্জ থেকে ০২.৩৫ টায়, ফারুখাবাদ থেকে ০৩.১৫ টায়, কনৌজ থেকে ০৪.১৯ টায়, কানওয়ার থেকে ০৪.১৯ টায় কানপুর সেন্ট্রাল থেকে, কানওয়ার ০ টায়। ০৬.৪০ ঘটিকায়, আইশবাগ থেকে ০৮.১৮ টায়, বাদশানগর এটি গোমতীনগর থেকে ০৮.৪১ টায়, গোমতীনগর থেকে ০৮.৪৯ টায়, বারাবাঙ্কি ০৯.২০ টায়, গোন্ডা ১০.৪০ টায়, বলরামপুর ১ ঘন্টা ১ টায় এবং বলরামপুর ১ ঘন্টা ১ টায় বাধনি ১৩.২৫ টায়। ফিরতি যাত্রায়, ০৯৬৫৮ বাধনি-দৌরাই সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২৪ নভেম্বর থেকে ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রতি রবিবার বাধনি থেকে ১৯.১৫ মিনিটে, তুলসীপুর থেকে ১৯.৫৯ ঘটিকায়, বলরামপুর থেকে ২০.৫২ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ২ ঘন্টা, বারবনকি থেকে ২০.১৫ মিনিটে ছাড়বে। ২৩.৫৭ মিনিটে, গোমতীনগর থেকে ০০.৫০ মিনিটে, বাদশানগর থেকে ০১.০০টায়, আইশবাগ থেকে ০২.১৫টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৪.১৫ মিনিটে, কানপুর আনোয়ারগঞ্জ থেকে ০৪.৩৭ মিনিটে, ফারহাজ থেকে ২.৩৭ মিনিটে। ০৬.৪২ ঘন্টা, কেয়ামগঞ্জ থেকে ০৭.১৮ টায়, কাসগঞ্জ থেকে ০৮.৪৫ টায়, হাতরাস শহর থেকে ০৯.৫৫ টায়, মথুরা জং। এটি ভরতপুর থেকে ছাড়বে ১০.৫৫ টায়, ভরতপুর ১২.৪৭ টায়, বান্দিকুই ১৪.৪২ টায়, গান্ধীনগর ১৫.৪২ টায়, জয়পুর ১৬.২০ টায়, কিষাণগড় ১৭.৪২ টায় এবং আজমির থেকে ১৮.৫১ টায় ছাড়বে ।

উলুবেড়িয়ার সঙ্গে নতুন যোগাযোগের সূচনায় বাস

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ২০ নভেম্বর ঃ উলুবেড়িয়ার সঙ্গে নতুন যোগাযোগের সূচনা হলো বাস চলাচলের মধ্যে দিয়ে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উলুবেড়িয়া থেকে বারাসত পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু হলো। বুধবার দুপুরে ফুলেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে পতাকা নাড়িয়ে বাস পরিষেবা সুচনা করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া থেকে বারাসত পর্যন্ত রাজ্য পরিবহন দপ্তরের মোট ২৬টি বাস চলাচল করবে বলে জানা যায়,আজ প্রথমদিনে ১০টি বাস চলাচলের মধ্যে দিয়ে যান চলাচলের সূচনা হলো বলে জানান রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়, তিনি আরো বলেন উলুবেড়িয়া মানুষের সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দর, বারাসত সহ একাধিক জায়গার যোগাযোগের এক সূচনা হলো। নিত্যযাত্রীরা এবং ব্যবসায়ীরা বলেন উলুবেড়িয়া থেকে সরাসরি ধুলাগড়, দক্ষিনেশ্বর, কলকাতা বিমানবন্দর,ও বারাসতের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না,বাস চলাচলের মধ্যে দিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা হলো যার ফলে সকলেই খুব খুশি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা শাষক মানষ কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেখ সহ একাধিক পৌর পিতা ও পৌরমাতা।

হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী পুতুল নগরী শ্রীরামপুর

শুভঙ্কর দাস , হুগলি, ১৯ নভেম্বর ঃ আজকালকার দিনে মাটির পুতুল বললেই লোকে কৃষ্ণনগরের নাম সবার আগে নেয়। কিন্তু আদতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে মাটির পুতুল তৈরি কেন্দ্র। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী শহর শ্রীরামপুর। পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে পুরনো রথযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই শহরের নাম। একেবারে মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত মাহেশের রথের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে রাঁধা-বল্লভ জিউ মন্দির, রাম - সীতা মন্দির, রথতলা পাঠবাড়ি, দ্বারকানাথ মন্দির আজও শ্রীরামপুরের বৈষ্ণবীয় সাধনার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ফলে এখানকার লোকজ শিল্পে তার প্রভাব পড়েছে বিস্তর। এখানকার মাটির পুতুল মূলত ঝুলন উপলক্ষ্যে তৈরি হয়ে থাকে। ডিজিট্যাল যুগে আজও সমানভাবে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেছে এখানকার মাটির পুতুলের শিল্প। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক শিল্পীর হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সমাজজীবনের সংগ্রাম। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বেশের মূর্তিও তৈরি হয়। মাথায় সব্জি নিয়ে .চলেছেন এক বধূ। মুখে ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। ঘোমটা টানা মাথায় সংসার জীবনের সমস্ত সংগ্রামকে হাসি মুখে বয়ে নিয়ে চলেছে সে। এই ভাবেই নারী জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন জীবনযুদ্ধকে নিজের টুলির টানে জীবন্ত করে চলেন শ্রীরামপুর রাজ্যধরপুরের পুতুলশিল্পী আরতি পাল। ৬৪ বছর বয়সেও নিজের তুলির টান ছাঁচের কাঁচা মাটির ওপর চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তার শৈল্পিক নৈপুণ্যতায় কখনো সেই কাঁচা মাটির শরীর হয়ে উঠছে কলসী কাঁখে নিয়ে চলা রমণী। আবার কখন ধানের ক্ষেতে কাজ করা কৃষক। আজও ঝুলনযাত্রার প্রায় ৫০ রকমের বেশি মাটির পুতুল তৈরি করেন বছর ৬৪ আরতি পাল। পারিবারিক সূত্রে ছোটবেলায় পিতা নারায়ণ চন্দ্র পাল এবং পিসি সরলা পালের কাছে পুতুল তৈরির হাতেখড়ি। আরতি দেবীর তৈরি পুতুলের মধ্যে যেমন রূপকথার ডানা দেওয়া পরী রয়েছে। তেমনই রয়েছে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস। আবার নব্বই দশকের দূরদর্শনের জনপ্রিয় চরিত্র শক্তিমানও রয়েছে তার পুতুলের তালিকায়। বাচ্চাদের জন্য পুতুলের পাশাপাশি ঝুলন উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের নৌকা বিহার, ঘোড় বেশ, রাখাল ও রাজ বেশ তৈরি করেন তিনি। আগামীদিনে যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে উঠে এসেছে তার দুই ভাইপো মনোজ ও শুভঙ্কর পাল। কলকাতা বললেই যেমন কুমারটুলি। তেমন শ্রীরামপুরের চাতরা কুমোরপাড়া। বর্তমানে মূলত কাঠামোর বড়ো প্রতিমার জন্য গোটা রাজ্যে এই কুমোরপাড়ার খ্যাতি থাকলেও এখানকার ছাঁচের রঙিন মাটির পুতুলের জনপ্রিয়তা আজও

অতুলনীয়। বর্ষীয়ান মৃশিল্পী রবি পাল এবং তার পরিবারের সদস্যরা ঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে মাটির পুতুল তৈরি করে থাকেন। রবি পালের তৈরি মাটির পুতুলের মধ্যে রয়েছে তীব্র নাটকীয় অভিব্যাক্তি। ভীষণ জীবন্ত তার তৈরি পুতুল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে যুদ্ধে উদ্যত সেনা ও বাঘের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করে যাওয়া পালোয়ান। তার তৈরি পুতুলশৈলীতে সমাজ জীবনের কথা উঠে এসেছে। মাথায় মাছ নিয়ে যাওয়া রমণী, সাপুড়ে, গরুর গাড়ির মধ্যে গ্রাম্য সরলতা রয়েছে। আবার কাঁধে জল নিয়ে যাওয়া তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রীর মধ্যে বাঙালির আধ্যাত্মিক চেতনা বিদ্যমান। ঝুলন উপলক্ষ্যে দেব ও পৌরাণিক ঘটনাবলীর চরিত্রের প্রতিমাও তৈরি করেন তিনি। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল ভীম ও দুর্যোধনের গদা যুদ্ধ। তার তৈরি এই প্রতিমায় দুর্যোধন ও ভীমের মধ্যে বাঙালির জমিদারের তেজ রয়েছে। পটচিত্রের অনবদ্য আঙ্গিকের ছোঁয়া রয়েছে তার তৈরি এই প্রতিমায়। তার দাদা দিলীপ পালও মাটির পুতুল তৈরি করতেন। যদিও অসুস্থতার জন্য তিনি এ বছর আর পুতুল তৈরি করেননি। শ্রীরামপুরের মানিকতলা পটুয়াপাড়ায় পুতুলের শিল্প ধারাকে ধরে রেখেছেন দুই নারী সান্তনা দে ও শম্পা চিত্রকর। বাড়ির পুরুষরা যখন কাঠামোর প্রতিমা নির্মাণে ব্যস্ত থাকেন তখন ছাঁচের মরমী রঙিন পুতুল বানান এই দুই নারী। তাদের তৈরি পুতুলের মধ্যে গ্রাম্য সরলতা বিদ্যমান। বাবুয়ানা বা জমিদারির কোনো ছাপ তাদের পুতুলে নেই। তার জায়গায় রয়েছে লোকজ ভাব। তাদের তৈরি পুতুলে সরল, স্বাভাবিক অভিব্যাক্তি শিশু মনকে আকর্ষিত করে থাকে। তাদের তৈরি উল্লেখযোগ্য পুতুলগুলো হল লাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়ানো কিশোর, বাজারে মাছ বিক্রি করা রমণী, তারকেশ্বরে বাকে জল নিয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রী। দেব প্রতিমার মধ্যে নৌকোর বৈঠা হাতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে লোকজ জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। একই ভাবে মাথায় কলসী করে দুধ নিয়ে যাওয়া রাঁধার মধ্যে মধ্যযুগীয় গ্রাম্য রমণীর ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীরামপুর নগা মাঠপাড়া হচ্ছে ছাঁচের প্রতিমা তৈরির অন্যতম কেন্দ্র। এখানে মাটির পুতুল তৈরি করেন শিল্পী স্বপন পাল। তার তৈরি ডাকাত দল পুতুলের বাস্তবধর্মীতা মুগ্ধ করার মতো। সাহিত্যের পাতায় অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার দুর্ধর্ষ ডাকাত দল যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে তার তৈরি পুতুলে। আবার গোপাল ভাঁড়, ঘাড় নাড়া বুড়ো, বর বউ পুতুলের নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেছেন এই শিল্পী। অন্যদিকে সন্টু পালের তৈরি সৈন্য পুতুলে ১৯৬২ সালের ভারত - চিন যুদ্ধে স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। মিঠুন দাসের তৈরি বাজার পুতুলের মধ্যে বাস্তবধর্মীতা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। খোকন পালের তৈরি বাদন দার বা ব্যান্ড পার্টি পুতুলে তুলির টানে পটচিত্রের ছোঁয়া থাকলেও পুতুলটির শরীরে উত্তরভারতীয় পোশাক রয়েছে। মাথার পাগড়ি শৈলী হরিয়ানার মতো আর কুর্তা রাজস্থানী। উল্লেখ করা যেতে পারে হাতে প্রদীপ হাতে তুলসী মঞ্চে সামনে রমণী, কীর্তনের দল, মাথায় তিলক আটা ঘাড় নাড়া বুড়ো পুতুলের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাব রয়েছে। পাশাপাশি রামলীলা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় মূর্তির মধ্যেও সেই একই ভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে এখানকার পুতুলশিল্পের মূল প্রয়োজন হচ্ছে বিপণন।

গোসাবায় তৃণমূলের সভাস্থল ভাঙচুর

গোসাবা ২০ নভেম্বর ঃ আবারও তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল প্রকাশ্যে গোসাবায়। বুধবার বিকেলে গোসবার বিপ্রদাসপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি সরকারি স্কুলের মাঠে অঞ্চল তৃণমূলের সভা হওয়ার কথা ছিল বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের নেতৃত্বে। অভিযোগ সেই সভা শুরুর আগের দিনই প্যান্ডেল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিধায়ক বিরুদ্ধ অনিমেষ মন্ডলের গোষ্ঠীর লোকেদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এ বিষয়ে বিপ্রদাসপুর অঞ্চল তৃণমূলের নেতা অমরেশ মন্ডল গোসাবা থানায় মৌখিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত রবিবার এই এলাকাতেই অনিমেষ অনুগামী গোসাবা ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুবিদ আলি ঢালী বিধায়ককে দুর্নীতিবাজ, তোলাবাজ বলেছিলেন এই এলাকার কর্মীদের নিয়ে বৈঠকের সময়। সেই ঘটনার পর এদিন বিধায়কের নেতৃত্বে অঞ্চল তৃণমূলের বৈঠক ছিল বিপ্রদাসপুর এলাকায়। কিন্তু অভিযোগ, বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই প্যান্ডেল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অনিমেষ অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অনিমেষ। তিনি বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬১৯, তারিখঃ ১৮.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৭১-আর। কাজের বিবরণ ঃ** (১) হাওড়া-তে নতুন ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর বিল্ডিং-এ সংশ্লিষ্ট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম সহ এয়ারকন্ডিশনিং-এর ব্যবস্থা। (২) হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন অবস্থানে এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ও ওয়াটার কুলার-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫,৯৩,০০,৬৯৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ৪,৪৬,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-430/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway

easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

গানের ভুবন ভরিয়ে দেব

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা কে বলুনতো? উঁহু, যার কথা ভাবছেন তিনি নয়, বরং তিনিও তাঁকে নিজের সঙ্গীত জীবনের আইডল মানতেন। আর শুধু গান কেন বলছি, ছয় দশকের কর্মজীবনে প্রেক্ষাগৃহে সিঙ্গারের পাশাপাশি নায়িকার ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন ডাকসাইটে সুন্দরী এই গায়িকা। শুনলে অবাক হবেন, মঞ্চে প্রথম গান গেয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের এই শহর কলকাতায়। জন্ম ১৯২৬ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের কসৌর জেলার এক গ্রামে। বাপ-মা নাম রেখেছিলেন আল্লাহ রাখি ওয়াসি। ঈশ্বর প্রদত্ত গলা, যা শুনতো সুরেলা গলায় তুলে নিতো। মাত্র ছয়বছর বয়সে পরিচালক দিওয়ান সর্দারি লালের হাত ধরে গাইতে এলো কলকাতায়। গান শুনে অভিভূত দর্শকরা। একের পর এক জলসায় গান গাইবার বায়না আসতে লাগলো। আর তখনই পিতৃদত্ত নাম মুছে গিয়ে ঐ পাঞ্জাবী তনয়ার নাম রাখা হলো প্রথমে বেবি নূর, পরবর্তী কালে নূরজাহান। সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল আলো! ১৯৩৫ সালে কলকাতার মঞ্চে সে গাইলো বিখ্যাত পরিচালক গোলাম আহমেদ চিশতির সুরে, তাতেই বাজিমাৎ। নজরে পড়ে লাহোরের এক চলচ্চিত্র নির্মাতা দলসুখ পাঞ্চোলির। তিনিই তার ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক গাইবার সুযোগ দিলেন। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সেদিনের কিশোরীকে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭, বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে তিনি ছিলেন মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। ৪৭-এ দেশভাগ হলে প্রযোজক পরিচালক স্বামী শওকত রিজভীর হাত ধরে পাকাপাকি ভাবে নূরজাহান চলে আসেন লাহোর ফিল্ম জগতে। ছয় দশকের কর্মজীবনে উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় তিনি দশহাজার এর উপরে গান রেকর্ড করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে উর্দু, পাঞ্জাবী, পশতু, সিন্ধী এবং ফার্সি ভাষায় ফিল্মি গান ছাড়াও গজল ও ক্ল্যাসিক্যাল গীতি। একক এবং সঙ্গীতশিল্পী আহমেদ রুশদির সাথে দ্বৈত কণ্ঠে তিনি পাকিস্তানি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রায় ২৫০০ গান গেয়ে এক রেকর্ড গড়ে তোলেন। সব মিলিয়ে তাকে সর্বকালের সেরা জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পাকিস্তানের অন্যতম সম্মানসূচক মালিকা-ই-তারান্নুম বা সুরের রানী খেতাব লাভ করেছিলেন। সঙ্গীতের জগতে সফলতা পেলেও দাম্পত্য জীবনে অবশ্য সুখের দেখা পাননি। ১৯৪২ সালে বিয়ে করেন পরিচালক শওকত হোসেন রিজভীকে। তিন সন্তানের জন্মের পর ১৯৫৩ সালে তাকে তালাক দেন। ১৯৫৯ সালে আবার বিয়ে করেন বয়সে অনেক ছোট প্রযোজক এজাজ দুরানীকে। প্রজাপতি এবারেও সুখী হননি, তিন সন্তান জন্মের পর ১৯৭০ সালে আবারও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সঙ্গীত অভিনয় ও দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি চুটিয়ে প্রেম করেছেন সুরের এই সম্রাজ্ঞী। তাঁর প্রেমে পড়েন খ্যাতনামা টেস্ট ক্রিকেটার নজর মহম্মদ ভারতের বিপক্ষে ১৯৫২ সালে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম অপরাজিত সেঞ্চুরি।

বিশ্বভারতীর উন্নয়নে অভিনয়

বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে টিকিটের বিসর্জনের অভিনয় হবে তিন দিন। প্রথম দিন অবশ্য রাণু অভিনয় করতে পারল না, ডেঙ্গু তাঁর শরীরকে কাবু করে দেয়। শরীর যত দুর্বল হোক রাণু কিন্তু জেদ ধরে বসে আছে দ্বিতীয় দিনেই সে স্টেজে অভিনয় করবে যতই তাঁর গায়ে জ্বর থাকুক। শুধু তাই নয় স্নান যেমন করেছে,ভাতও খেয়েছে। সুরেন কর আর নন্দলাল বসু ষাট বছরের রবীন্দ্রনাথকে নবীন যুবা সাজিয়েছেন, যেন দেবদূর্লভ কান্তি। রাণু বলে উঠল আমার ভানুদাদাকে কি সুন্দর লাগছে। কবি খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন বারো বছরের এক কন্যা তাঁকে বারাণসী থেকে চিঠি লিখেছে, সে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা পড়েছে। তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। কিন্তু সেখানে না থেমে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছে কেন এত কম গল্প লিখছেন ইদানীং। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। সেই রাণু আজ কবির সাথে অভিনয় করবেন। রবীন্দ্রনাথ সাবধান,এ মেয়ে যেন অভিনয়ের সময় তাঁকে ভানুদাদা বলে না ডেকে ওঠে। রাণু জানাল না, না অভিনয়ের সময় তাঁর ওই ভুল হবে না। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যদি ভুল হয়ে যায় যেন জিভ কেটে ফেলো না কিন্তু,চালিয়ে যাবে টানা। রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসু কে বললেন এক সময়ে আমি ছবি - টবি আঁকতাম। রাণুকে আমি নিজেই সাজাবো। রাণু খোপা বাঁধতে নারাজ,কবি বললেন এত বড় চুল,খোলা রাখলে বসার সময় তুমি চুলের উপর বসবে আর ওঠার সময় দম করে পড়ে যাবে। রাণু তাও খোপা বাঁধতে রাজি নয়। বলল সে সাবধান থাকবে। রাণুকে শাড়ি পড়াতে বলে কবি নির্দেশ দিলেন যেন কুঁচি দিও না। নাটক হল জমজমাট, ঘনঘন করতালির ধ্বনি থামতে চায় না। টিকিট কেটে বিশিষ্ট দর্শকরা শুধু ‘ বিসর্জন’ দেখতে আসেন নি এসেছেন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখতে। কিন্তু অপর্ণাবেশী রাণু কম হাততালি পেল না। এই মেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলে যেন বাড়তি আলো মঞ্চে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ সীমিত সংখ্যক লোক ছাড়া রাণুর পরিচয় সবার অজানা। সবাই কানাকানি করে এ মেয়েটি কে? ঠাকুরবাড়ির কারও কন্যা? নাটক শেষে রবীন্দ্রনাথের সাথে জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসছেন রাণু। কবি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বললেন রিহার্সালের থেকে তাঁর মঞ্চের অভিনয় অনেক ভাল হয়েছে। রাণু সে কথায় অত উৎসাহ দেখালো না বরং বলে আপনার লেখা লাইনগুলো শুনলেই লোকের ভাল লাগবে। তবে হ্যাঁ বলতে পারেন আমি কিন্তু পার্ট ভুল করিনি। রাণুর বিয়ে হয় বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন মুখার্জির পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার থেকে রাণু প্রবেশ করেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

তারই আলোকছটা আমরা দেখতে পাই বাংলার নবজাগরণকে। বাংলার নবজাগরণের সময়ে বাংলার যে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি হয়েছিল তারা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের পণ্ডিত ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কালিদাসের মধ্যেও ঈশ্বর ছিলেন। সেই কারণে তিনি শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করতে সক্ষম হন। রামায়ণ রচনাকারী বাল্মিকীও ঈশ্বর দর্শন লাভ করেন। বিদ্যার মধ্যেই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বলোকে বসবাস করেন। ঈশ্বর কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অধ্যয়নের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান করা হয়। নারী জাতিতে সম্মান রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষারোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলেই স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। মা সারদা হচ্ছেন সাক্ষাৎ মা ভবতারিণী।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ইংরেজ সরকারকে চিন্তার কারণ ছিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

এই নিয়ে ভারত সরকারের অপরাধ গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তার ব্যক্তিগত সচিব জে. সি কের, আইসিএস ১৯০৭-১৩ সাল অবধি এই নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। রিপোর্টির নাম হচ্ছে “J.C. Ker : Political Trouble In India : 1907-1917 (Calcutta,1917)”। এখানে তিনি লিখছেন- “there can be little doubt that, in rishking war with England, the Germans took account of what they believed to be the situation in India. The importance they attached to this matter is apparent from the references to India in Bernhardi’s book ‘Germman And The Next War’, while the tour through India of the Crown Prince, and the subsequent private visit of the affable and polite Lieutenant Von Schweibitz of the first Prussian Foot Gaurds, who managed to see the good deal of the army at Jhelum, Rawalpindi, Peshawar and the Khyber, were not perhaps entirely pleasure trips, public openion in Gemany was not left unprepared; on the march 1914, the Berliner Tageblatt published an article ‘England’s India Trouble’ in which the writer took a gloomy view of the situation, and predicted that the day of reckoning for England would come ‘far sooner than official negligence drams of ” প্রাক প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে সময়ে জার্মান থেকে ধীরেন্দ্র কুমার সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ছোট ভাই) শ্রীরামপুরের সতীশ সেনকে একটি চিঠি লেখেন যে জার্মান চ্যান্সেলর বেথম্যান হলওয়েজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে। গঠিত হল ‘বার্লিন- ইণ্ডিয়া কমিটি’ (সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)। পরে এটি নাম পরিবর্তন করে রাখা হল ‘ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি’। উদ্দেশ্য হল জার্মান সামরিক ও আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের গেটগুলিকে আক্রমণ করা এবং বাংলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করা। এই সংবাদ বহন করে উক্ত সংস্থার সদস্য অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভারতে এসে উপস্থিত হলেন ১৯১৪ সালে।

১৯১৫ সালে জাহাজে করে অস্ত্র আসার ইতিবাচক বার্তা বার্লিন-ভারত কমিটির সদস্য জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বার্লিন থেকে ভারতে এসে উপস্থিত হলেন। বার্লিন-ভারত কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বীরেন চট্টোপাধ্যায় জানালেন বাংলার বিপ্লবীদের যে বাটাভিয়ার জার্মান কনস্যুলেট তত্ত্বাবধানে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে উপস্থিত হবে ভারতের তীরে। তখন যতীন্দ্রনাথের হাতে কোনও সময় ছিল না যে তিনি বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হবেন। জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী উপস্থিত হতেই উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় একটি গোপন বৈঠকের ডাক দিলেন তাঁর নিজের বাড়িতে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরি কুমার চক্রবর্তী, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ সহ আরও অনেকে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি বাটাভিয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে কলকাতার বেনিয়াটোলাতে গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন। সেখান থেকে যদুগোপ মুখোপাধ্যায়কে বার্লিন- ইণ্ডিয়া কমিটি’র বার্তাটি জানান। উত্তরপাড়ার গঙ্গার তীরে রাম ঘাটে বাংলার সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে একটি গোপন বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগরের মতিলাল রায়, শিরীষ চন্দ্র ঘোষ, কলকাতার যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, মাখনলাল সেন এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। আলোচনায় উঠে এল একটি মাত্র বিষয় অস্ত্র এবং অর্থ খুবই প্রয়োজন বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালিত করতে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে ব্যাংকক, বাটাভিয়া এবং সাংহাই জার্মান কনস্যুলেটের সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথ আর্থিক দিকটার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের আত্মগোপন করার ব্যবস্থা দিকে নজর রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিয়াম এবং জাভার সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্ক তৈরি হয়ে দিয়েছে। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যদুগোপাল মুখার্জিকে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন সতীশ সেন, আশু দাস, বিনয় দত্ত এবং ভোলা চট্টোপাধ্যায়। তঁদেরকে বাটাভিয়া এবং ব্যাংককের ব্যাপারে যোগাযোগ রাখতে হবে আত্মরাম এবং নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সিয়াম কেন্দ্রটি সক্রিয় হয়ে উঠল বাংলার বিপ্লবীদের কাছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ আত্মাগাপন করা আগে এক সপ্তাহে লাখ টাকা সংগ্রহ করার দিকে নজর দিলেন। ফলে গার্ডেনরিচ এবং বেলেঘাটা ডাকাতি করতে হল। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে গার্ডেনরিচ মোটর ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করলেন নরেন ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ এবং যতীন মুখার্জি (নেতৃত্ব)। মাদারিপুরের সদস্য এবং নরেন ভট্টাচার্য এই ডাকাতির মুখ্যভাবে ছিলেন। পরের দিন উল্টোডাঙ্গার যদুগোপলের বাড়িতে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য। পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ চন্দ্র মুখার্জি নরেনকে গ্রেফতার করলেন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মুখ থেকে। সাক্ষী রাধাচরণ প্রামানিক অপরাধীকে চিনতে না পারায় নরেন জামিন পেলেন। মেসার্স বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে দিনের বেলায় ১৮ হাজার টাকা লুঠ করা হল। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ এবং গার্ডেনরিচের ডাকাতির টাকা বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে দ্রুত বন্টন করে দেওয়া হল। মতিলাল রায় চন্দননগরের জন্য মেসার্স বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানির লুট করা টাকার একটি অংশ নিয়ে গেলেন। বেলেঘাটা ডাকাতি হয়েছিল যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে। এই ডাকাতিকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নরেন্দ্র সহ আরও কযেকজন। ললিত মোহন সাহা ছিলেন চালের ব্যবসায়ী। বাইশ হাজার টাকা ডাকাতি করা হয়। ডাকাতি করার সময়ে বাধা দিতে এলে একজনকে গুলি করাও হয়। এব তার দেহ খালে ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক প্রভাস দে’র বাড়িতে এসে সেই টাকার বাক্স খুললে দেখতে পাওয়া গেল তাতে টাকার পরিবর্তে কাগজ ভর্তি করে রাখা হয়েছে। রহস্যজনকভাবে টাকা উধাও। ৩০ এপ্রিল ১৯১৫ সালে নদিয়ার প্রাগপুরে ডাকাতি করতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে সুশীল সেনের প্রাণ গেল। ইতিমধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে ৭৩ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে নিরোধ হালদারকে পুলিশের গুপ্তচর মনে করে চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী গুলি করলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে নরেন ঘোষ চৌধুরী এসআই সুরেশ মুখার্জিকে (গোয়েন্দা) হত্যা করলেন। নরেন হালদার হাসপাতালে মারা যাওয়ার আগে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির নাম করে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে গ্রেফতার করতে পুলিশ পরোয়ানা জারি করলো। চিত্তপ্রিয়ের নামেও আর একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিতে রাজি হলেন না। তার কারণ এখন জার্মান থেকে অস্ত্র আসার খবরাখবর আসতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা ছেড়ে গেলে অস্ত্র আনার যোগসূত্রটা হারিয়ে যেতে পারে। বিপিন গাঙ্গুলী, চিত্তপ্রিয় আত্মগোপন করেছে। ফণী চক্রবর্তীর বাড়ি ১২, মির্জাফর লেন থেকে যতীন মুখার্জি যদুগোপালকে নির্দেশ পাঠালেন, “Unless and until a similar shelter is procured of Bipin and others. I will not go ” বিপিন গাঙ্গুলী, নরেন ভট্টাচার্য এবং হরিশ সিকদার সেই সময়ে উপস্থিত। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ কিছু বিপ্লবী সদস্যদের নিয়ে ওড়িশার কাপদিপদাতে আত্মগোপন করে থাকার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছিলেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে যতীন মুখার্জি, বিপিন গাঙ্গুলী এবং চিত্তপ্রিয়সহ বেশ কয়েকজন বাগনান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অতুল সেনের বাড়িতে অস্থায়ী ভাবে গা ঢাকা দিলেন। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রনাথের পুরানো বন্ধু নলিনী কান্ত কর বাগানানে উপস্থিত হলেন নরেন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথের সম্মতি আদায় করতে। ওড়িষার মুয়রভঞ্জ এর কাপদিপদাতে মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় যতীন্দ্রনাথের আত্মগোপন করার স্থান পাওয়া গেল। নরেন ভট্টাচার্য কলকাতায় ফিরে এসেই সেই রাতেই যতীন মুখার্জি, চিত্তপ্রিয় এবং বালাসোরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের শৈলেশ্বর বোসকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন কাপদিপদার দিকে। সেখানে নলিনী কর আগেই একটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করে ফেলেছিলেন। এইখান থেকেই শুরু হল যতীন্দ্রনাথের আর একটি বিপ্লবী জীবন। এই কাপদিপদাই বিপ্লবী তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হল ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে যতীন্দ্রনাথের সম্মতি নিয়ে মাদ্রাজ থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাটাভিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন কাপদিপদাতেও অস্ত্র পাঠানোর দিক নির্ণয় করাতে। ১৯১৪ সালে এম এন রায় জাভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য ছদ্মবেশ ধারন করে সি.এ. মাটিন নাম গ্রহণ করে সাহেব বনে গেলেন। বাটাভিয়াতে মার্টিন গিয়ে উপস্থিত হয়েই জার্মান কনস্যালসহ বাটাভিয়ার ব্যবসায়ীর থিয়োডর হেলফেরিচ এর সঙ্গে কথা বললেন, “who state a cargo of arms and ammunation was on its way to Karachi to assist the Indians in revolution’। তিনি জাভা এবং সিয়াম বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিলেন। শিখ গদর দলের সদস্য আত্মরাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হতে লাগলেন। তিনি মার্টিনকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মার্টিন এবং আত্মরাম উভয়েই জার্মান অর্থ পাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিলেন বাংলার বিপ্লবীদের টেলিগ্রাম করে সাঙ্কেতিক ভাষায়। কলকাতার তিনটি ঠিকানাকে সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম এসেছিল বাটাভিয়ার ওয়েলটেভ্রেডেন এবং ব্যাংকক থেকে। এই তিনটি ঠিকানা হল ঃ হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের ‘শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেড’, এসবি মুখার্জির ‘সোনুয়া স্টোন অ্যাণ্ড লাইম কোম্পানি’, ১০১/১ ক্লাইভ স্ট্রিট এবং ‘হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স’, ৪১, ক্লাইভ স্ট্রিট।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী অরবিন্দ যে রকম ভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন তারপরে দেখতে পাওয়া গেল সেই সশস্ত্র সংগ্রামকে আর গতিশীল করে তোলার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বোস এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সক্রিয় হয়েছিলেন। এই সব বিপ্লবীদের নৈতিক সমর্থন করতেন খুবই গোপনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব হয়ে রাস বিহারী বোস জাপানে পালাতে পারতেন না। জাপানে রাস বিহারী বোস উপস্থিত হলে সেখানেও ব্রিটিশ পুলিশ উপস্থিত হয়েছিল তাঁকে গ্রেফতার করতে। তখন জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি ছিল যে কোনও ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ব্যক্তি জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে গ্রেফতার করার অধিকার থাকবে ব্রিটিশ সরকারের। সেই কারণে ভারতে যখন রাস বিহারী বোসকে গ্রেফতার করা সম্ভব হল না এবং ব্রিটিশ পুলিশ জানতে পারলো যে রাস বিহারী বোস জাপানে গা ঢাকা দিয়েছেন তখন সেখানে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ এবং গোয়েন্দারা উপস্থিত হয়েছিল তাকে টোকিও থেকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার রাস বিহারী বোসকে চিনতো না। রাস বিহারী বোসের কোনও ছবি ছিল না ব্রিটিশদের কাছে কেমন দেখতে রাসবিহারী বোস সে সম্পর্কে কোনও ধারনা ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা এবং পুলিশদের। রাস বিহারী বোসকে গ্রেফতার করতে ব্রিটিশ সরকার সেই সময়ে বহু বিপ্লবীদের ধরপাকড় করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গ্রেফতারকৃত বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সরকারকে জানাতে পারেনি যে কী রকম দেখতে ছিল রাস বিহারী বোসকে। তার একটি মাত্র কারণ রাসবিহারী বোস সব সময়ে ছদ্মবেশ ধারন করে থাকতেন। প্রকাশ্যে তিনি বেশি বের হতেন না।

বাংলাদেশে হিন্দুত্ব রক্ষায় নতুন হিন্দু জোটের আত্মপ্রকাশ

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

নতুন হিন্দু জোটের আত্মপ্রকাশ, কর্মসূচি ঘোষণা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৮ দফা আন্দোলনের বড় দুই প্লাটফর্ম বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট একীভূত হয়ে ‘বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট’ নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন জোট আত্মপ্রকাশের পাশাপাশি আগের ৮ দফা এবং হাজারি লেনে সংঘটিত ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত, সনাতনীদের ওপর হামলা-নির্যাতনকারী অতি উৎসাহী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াসহ ৬ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা হিসেবে এখনও অনেক নিরীহ সনাতনীকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সাধুসন্তদের নামে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের অপচেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন জোটের নেতারা।

বিকালে চট্টগ্রামের প্রবর্তকের ইসকনের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চওবাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট। সেখানে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী নতুন জোটের আত্মপ্রকাশও সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে চিন্ময় কৃষ্ণ বলেন,অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের সরলতা ও উদারতাকে পুঁজি করে সরকারের একটি অংশ,প্রশাসনের একটি অংশ সম্মিলিতভাবে দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। ৫ আগস্টের পর প্রধান উপদেষ্টাও স্বীকার করেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন হয়েছে।তা রোধ করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের একটি অংশ ৮ দফা দাবি ঝুলিয়ে রেখে, সরকারকে বিব্রত করছে। সনাতনীদের স্বাভাবিক প্রগতিশীল একটি আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য জঙ্গি থেকে শুরু করে হেন কোনো তকমা নাই যা বলা হয় নাই। একুশে টিভি নিয়মিত আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। সুপার এডিট করে এবং রাজনৈতিক তকমাওদিচ্ছে। আন্দোলনকে বিপথগামীওবিব্রত করার জন্য প্রক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তৎপর।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও

সনাতনী সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোট শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম করে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে এ দুটি সংগঠন সনাতনী সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের জন্য একটি প্লাটফর্মে আন্দোলন সংগ্রাম করবে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে৮ দফার সঙ্গে সম্মতি জানালেও সনাতনীদের সর্ববৃহৎ গণজমায়েতকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং বর্হিবিশ্বে সরকারের ভার্বমূতি ক্ষুন্ন করার অশুভ উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকার অবমাননার কথিত অভিযোগে জনৈক ফিরোজ খান নামের একজন থানায় মামলা করেন উল্লেখ করে চিন্ময় কৃষ্ণ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কারও বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা যায় না। বিশেষ মহল সরকারকে বিব্রত করার অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা ভিত্তিহীন মামলা করে। সনাতনীদের আন্দোলনকে নসাৎ এবং নেতৃবৃন্দকে হয়রানি করতে মামলা হয়। মামলা প্রত্যাহারের জন্য সারাদেশের পাশাপাশি বিদেশেও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন হয়েছে।

চিন্ময় দাশ ব্রহ্মচারী আরও বলেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দায়ের করা মিথ্যা মামলাটি প্রত্যাহার করতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে বিশ্বাস করি। কিন্তু মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়ায় বাধাগ্রস্ত করতে প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার ওউসকানিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৫ নভেম্বর হাজারি লেনের ওসমান নামে এক ব্যক্তি ইসকনও আন্দোলনের মুখপাত্রকে নিয়ে মানহানিকরও উসকানিমূলক পোস্ট শেয়ার করে।স্থানীয় সনাতনীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানান। পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরওপর হামলার অভিযোগে গভীর রাতে হাজারি লেনে চর্তুদিক থেকে অবরুদ্ধ করে,ইন্টারনেটও বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর করা হয়। সিসিক্যামেরা ভাঙচুরওনিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার মানুষের ছবিওভিডি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে,যা যেকোনো মানবিক মানুষ বিস্মিয় হবে। দুর্ভাগ্যজনক হল- মানহানিকরও উসকানিমূলক পোস্টের ঘটনায় তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করে উল্টো তাদের বিরুদ্ধেই মামলা করে। দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এ ঘটনার সঙ্গে কোনো সর্ম্পক না থাকার পরও ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার অভিযুক্তদেরও আসামি করা হয়। সেদিন রাতে সনাতনীদের অমানুষিকভাবে পেটানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে অমানুষিক নির্যাতনের ফলে গুরুতর আহতদের নূন্যতম চিকিৎসাও দেওয়া হয়নি। এসব নিরীহ মানুষকে আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে মধ্যরাতে আদালতে হাজির করা হয়। চিকিৎসা সেবা থেকে শুধু বঞ্চিত করা হয়নি, আইনজীবীদেরও সঙ্গেও কথা বলতে দেওয়া হয়নি। নিরীহ সনাতনীদের হয়রানি ও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে জানিয়ে চিন্ময় কৃষ্ণ বলেন, উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, মামলায় অজ্ঞাতনামা হিসেবে এখনও অনেক নিরীহ সনাতনীকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সাধুসন্তদের নামে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের অপচেষ্টা করা হচ্ছে।৫ আগস্ট পরবর্তী মামলায়ওগ্রেপ্তার দেখানো হচ্ছে। এসব মানবাধিকার লঙ্ঘন। আমরা কোনো অপরাধীর পক্ষে নই। হাজারি গলিতে সেদিন যদি দুষ্কৃতিকারী হামলা করে থাকে তাহলে সুষ্ঠুও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানাই। গভীর রাতে বিদ্যুতও ইন্টারনেট বন্ধ করে,সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে ঘুমন্ত সনাতনীদের ওপর হামলায় আমরা উদ্বিগ্ন। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সনাতনীদের চলমান আন্দোলনকে নসাৎ করতেএ মামলাকে হাতিয়ার হিসেবে নিরীহ সনাতনীদের হয়রানি করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারকে ভার্বমূতি ক্ষুন্ন করতে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী অপতৎপরতায় লিপ্ত।

চিন্ময় ব্রহ্মচারী বলেন,আমাদের আন্দোলন সরকার কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের চলমান আন্দোলন সনাতনীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফলে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানবিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বির্নিমানের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধেওদাবি বাস্তবায়নে আন্তরিক ভাবে এগিয়ে আসবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,২২ নভেম্বর রংপুরের বিভাগীয় সমাবেশ হবে। ১৫দিনের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছিলাম, সরকারকে সহযোগিতা করতে।এখনও সহযোগিতা করার মনোভাব পোষন করি। আগামী ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার দিন,ওই প্রক্রিয়াকে আমরা সমর্থন করি না। ওই দিনের পরিবর্তে ১৩ ডিসেম্বর খুলনার মহাসমাবেশ হবে। ২৯ নভেম্বর বরিশালে সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। সেখানে মাহফিল রয়েছে, আমাদের তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সমাবেশ পিছিয়ে ২০ ডিসেম্বর করব।

সংবাদ সম্মেলন থেকে ‘বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট’অবিলম্বে ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি ৬টি দাবি উত্থাপন করা হয়। হাজারি লেনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীরওপর কথিত হামলাও সনাতনীদের ওপর হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত, গ্রেপ্তারদের মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গভীররাতে নিরীহ সনাতনীদের ওপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতি উৎসাহী সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সনাতনী সংগঠকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক রাষ্ট্রদ্রোহীতা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়। সনাতনীদের অস্তিত্ব রক্ষায় এসব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সনাতনী জাগরণ মঞ্চ রাষ্ট্রের কাছে ৮ দফা যৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে। ঘোষিত ৮দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সনাতনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে সাধুসন্তদের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সারাদেশে সভা-সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে আসছে। ২৫ অক্টোবর লালদীঘিতে সমাবেশ হয় জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানায়, সনাতনী সম্প্রদায়ের যৌক্তিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত সংগঠকদের হয়রানি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টও বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য কুচক্রী মহল মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। বাংলাদেশে অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি থেকে ফিরোজ খানকে বহিষ্কার করেছে, এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সংযোজনে রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বলেছে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে নাক গলাবে না। কিন্তু সেখানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রভাব ভারতের সীমান্ত রাজ্যে পড়বে।

পুলিশের মারে হাসপাতালে ভর্তি কিশোর, অভিযোগে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২০ নভেম্বর ঃ পুলিশের মারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ১৪ বছরের এক কিশোর, এমন অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে লাভপুর থানার চৌহাট্টা গ্রামে। বাবা গোষ্ঠ গোপাল বাগদি টোটো চালিয়ে জীবিকা অর্জন করেন। বাবার টোটো নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে বেরিয়ে পড়ে ১৪ বছর বয়সী টুটুল বাগদি। সে জানায়, বাড়িতে টোটো থাকায় সেই টোটো নিয়ে বেরিয়ে যায়। আমদপুর থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে টোটো চালিয়ে আসছিল সে। টোটো চালানো ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বেলুনের ব্যবসা করেন বাবা গোষ্ঠ গোপাল বাগদি। সেদিন বেলুন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। বাড়িতে টোটো থাকার জন্য ছেলে টোটো নিয়ে প্যাসেঞ্জার তুলতে বেরিয়ে পড়ে। আমদপুর থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসার সময় চৌহাট্টা থেকে আরো কয়েকটা প্যাসেঞ্জার পায় সে। কিছু দূর যেতে লাভপুর থানার পুলিশ টোটোটিকে আটক করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকলে নকল কয়েন সোনা দিয়ে প্রতারণার ব্যবসা করেন। এই টোটো চালকের সঙ্গে সকলে যুক্ত। কিন্তু পরিবারের দাবি, ছেলে নিরপরাধ। সকলকে ছেড়ে দেওয়া হলেও, তাদের ছেলেকে বেধক মারধোর করে লাভপুর থানার পুলিশ। এমন মার মারা হয়েছে যে তাকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। হাতে চোট পেয়েছে, পেটে লাথি মারার ফলে মূত্রনালি দিয়ে রক্ত বের হয়েছে। আহত কিশোরের আরো দাবী অতিরিক্ত মারধর করার পরেও সেই মারধরের কথা অন্যকে না জানাতে বারণ করে লাভপুর থানার পুলিশ। পরিবারের দাবি, অন্যকে জানালে হাজত বাস করানোর হুমকি দেয় পুলিশ। পুলিশের দাবি, সকলে নকল কয়েন র‍্যাকেটের সাথে যুক্ত। যেহেতু ছেলেটির অল্প বয়স তাই পরিবারের কাছ থেকে মুচ লেখা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী হিসাবে আদিবাসী মেলায় সরকারি পরিষেবা জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ নভেম্বর ঃ আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০ ও ২১ নভেম্বর দুই দিন ব্যাপী আদিবাসী মেলার আয়োজন করা হল পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে। জামালপুরের পাঁচড়া কিষাণ মান্ডিতে আয়োজিত ওই মেলার সূচনা হল বুধবার। আদিবাসী নিয়মানুযায়ী প্রথমে পূজা পাঠের পর ফিতে কেটে ওই আদিবাসী মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক। সঙ্গে ছিলেন জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, বিডিও পার্থ সারথি দে সহ অন্যান্যরা। এদিন পতাকা উত্তোলন করেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, কৃষি আধিকারিক কাজী সঞ্জীবুল ইসলাম, ব্লকের বি সি ডাবলুই অফিসার সুপ্রভাত মুখার্জী, আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন মাজি বাবা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তারক টুডু, দেবু হেমব্রম, রবিন মান্ডি, লালু হেমরম, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষগণ, প্রধান, উপপ্রধান, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে আদিবাসী ভাষায় মনোরম উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিবাসী সমাজের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কী কী কাজ করেছেন তার খতিয়ান তুলে ধরেন। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান বলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আদিবাসী সমাজের জন্য যা করেছেন তা বিগত দিনে এই রাজ্যের কোন সরকারই করে নি। এই মেলা থেকেই যাতে আদিবাসী ভাই-বোনেরা সরকারি পরিষেবা পেতে পারে তার জন্য এই মেলায় পুরো ব্লক অফিস তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন দপ্তরের স্টল রয়েছে। এখনও পর্যন্ত যারা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা পাননি তারা স্টলে গিয়ে সেই সুযোগ সুবিধা গুলি নিতে পারবেন। আধিকারিক থেকে ব্লক অফিসের কর্মীরা উপস্থিত আছেন তাদের সাহায্য করার জন্য। বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন, জাতি গত সংসাপত্রের জন্য যাদের সমস্যা আছে তারা যেন দ্রুত ব্লকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। শংসাপত্র পেতে তাদের দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে। মেলায় প্রথম দিন চার দলীয় পুরুষ ও মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা করা হয়। এছাড়াও দুদিনের এই অনুষ্ঠানে থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। মঞ্চ থেকে আদিবাসী সমাজের মানুষের হাতে ধামসা মাদল, কৃষি সরঞ্জাম, ছাত্র ছাত্রীদের হাতে জাতিগত সংসাপত্র, সাইকেল, জুতো সহ বিভিন্ন জিনিস তুলে দেওয়া হবে। এই আদিবাসী মেলায় স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভীড় ছিল লক্ষ্যণীয়।

শীতের সাথে সাথেই কমলালেবুর বাজার শুরু, দেদার বিক্রি হচ্ছে নকল কমলাও

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ শীত চলে এসেছে, আর শীত চলে আসার সাথে সাথেই, চলে এসেছে কমলালেবু। তবে এবার শঙ্কার কারণ দার্জিলিং থেকে আশা নকল কমলা। শিলিগুড়িতে এখন দেদার বিক্রি হচ্ছে নকল কমলালেবু, দেখতে একদম অবিকল দার্জিলিং এর আসল কমলালেবুর মতন। যারা চিনতে পারেন কমলা লেবু কি? তারা কিনছেন না, কমলালেবু দার্জিলিং এর ভেবে ঠকে চলেছেন অনেক মানুষই। বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ১০০ থেকে ১০০ কোটি টাকা কেজি। কিনছেন ও মানুষ। আসল কমলার মত স্বাদ না হওয়ায়, অনেকেই পরে বুঝছেন। কিন্তু কোথা থেকে আসছে এই নকল কমলা, জানা গেছে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী, সমতলের মানুষের হাতে নকল কমলা ধরিয়ে দিচ্ছেন। আর আসল কমলা চলে যাচ্ছে বাইরে এবং বিদেশে। শিলিগুড়িতে বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে বিক্রি হচ্ছে, দার্জিলিংয়ের নকল কমলা। বাইরে থেকে একই রকম লাগায়, অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে কিছু কিছু ব্যবসায়ী, দার্জিলিংয়ের আসল কমলালেবু বিক্রি করছেন। তারা জানিয়েছেন মানুষকে ঠকিয়ে এইভাবে নকল কমলা বিক্রি করে কি লাভ? যারা প্রতিবছর আমাদের কাছ থেকে কমলালেবু নেন তারা ঠিকই বুঝবেন কোনটা আসল এবং কোনটা নকল। দার্জিলিং এর কমলালেবু এখন বিদেশে প্রচন্ড জনপ্রিয়, তাই আগেই বিদেশে

পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন মানুষ। আর নকল কমলালেবু চলে এসে সময় চলে বিভিন্ন এলাকায়। তবে এবারে সচেতন হচ্ছেন হয়তো মানুষ, কারণ নকল কমলালেবুর বাজার অনেকেই চিনতে পেরে গেছে। তাই আর নকল কমলালেবু বিক্রি করা মুশকিল ব্যবসায়ীদের পক্ষে।

শান্তিপুরে বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের রিপোর্টে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ নভেম্বর ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়ছে। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসার পর শহরে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। পরিবেশ কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শান্তিপুর শহরে কিছুদিন আগে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বসানো ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে বায়ু এবং শব্দ দূষণের তথ্য সরাসরি প্রদর্শন করা হচ্ছে। সেখানে দেখা গেছে, শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ১৭৬-এ পৌঁছেছে, যা অস্বাস্থ্যকর স্তরের মধ্যে পড়ে। সাধারণত ০-৫০ এ কিউ আই স্তরকে নিরাপদ ধরা হয়, অথচ এই মাত্রা শহরে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। বুধবার পরিবেশ কর্মী অনুপম সাহা জানান, শহর জুড়ে নির্বিচারে গাছ কাটা এবং বেআইনি ইঞ্জিনচালিত মোটর ভ্যানের চলাচল বায়ু দূষণের প্রধান কারণ। এছাড়াও উৎসবের সময় অতিরিক্ত জেনারেটরের ব্যবহারও পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে। তার মতে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পৌরসভার পক্ষ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। বিজেপির রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র সোমনাথ করের মতে, পৌরসভার অনিয়ম এবং অমনোযোগিতাই এই দূষণের প্রধান কারণ। তিনি বলেন, গাছ কাটা এবং

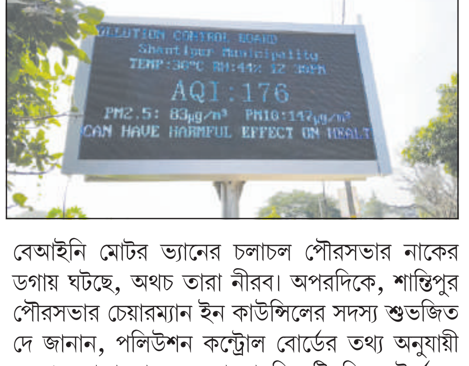

বেআইনি মোটর ভ্যানের চলাচল পৌরসভার নাকের ডগায় ঘটছে, অথচ তারা নীরব। অপরদিকে, শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য শুভজিত দে জানান, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী দূষণের মাত্রা বাড়ছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। তবে প্রশ্ন উঠেছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর পরই কেন সক্রিয় হয়েছে পৌরসভা? আগে কি এই বিষয়ে সচেতনতার প্রচার বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি? বায়ু দূষণ নিয়ে বিরোধী দল, পরিবেশ কর্মী এবং সাধারণ মানুষের উদ্বেগ স্পষ্ট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে শান্তিপুরের পরিবেশ আরও সংকটের মুখে পড়তে পারে।

আবাস যোজনার তালিকা থেকে গরিবদের নাম বাদ দেওয়ায় বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ নভেম্বর ঃ আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার শর্ত অনুযায়ী যোগ্য পরিবারদের আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে অযোগ্যদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কালনা এক নম্বর ব্লকের নান্দাই পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুনগ্রাম আশ্রমপাড়া ঘুঘুডাঙ্গা সহ তৎসংলগ্ন এলাকায় আবাস যোজনা তালিকা থেকে গরিব মানুষের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুললো স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা এক নম্বর ব্লক অফিসের দ্বারস্থ হন স্থানীয় এলাকার গ্রামবাসীরা। প্রথমে বিক্ষোভ দেখিয়ে, পরবর্তী সময় বিডিওকে একটি স্মারকলিপি জমা দেন তারা। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকায় যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের ঘরের লিস্টে নাম রয়েছে, কিন্তু যাদের প্রকৃত কাঁচা বাড়ি রয়েছে, যারা প্রকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তাদের নামই লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, ২০২২ সালে যে তালিকা প্রকাশ হয়েছিল আবাস যোজনার, তাতে তাদের নাম ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ২০২৪ সালের তালিকা থেকে তাদের নাম উধাও হয়ে গেছে। অবিলম্বে যারা প্রকৃত প্রাপক তাদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এই দাবি নিয়েই বিডিওকে তারা এদিন একটি স্মারক লিপিও জমা দেন। যদিও বিডিও সম্পূর্ন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বামনগোলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হল ‘জয় জোহার মেলা’

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সারা রাজ্যে পালিত হচ্ছে ‘জয় জোহার মেলা’। মালদার অন্যান্য ব্লকের মতোই বামনগোলায়ও এই মেলা আয়োজিত হয়েছে। বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বামনগোলা কমিউনিটি হলে এই মেলার শুভ সূচনা হয়। বুধবার ধামসা-মাদল বাজিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়, যা পাকুয়াহাট পরিক্রমা করে বামনগোলা ব্লক কমিউনিটি হলে এসে শেষ হয়। এরপর সিধু কানু, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, ফুলো মুর্মু এবং ঝানু মুর্মুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। দুই দিনব্যাপী এই মেলায় কৃষি বিভাগ, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য দফতরের স্টল সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। মেলায় দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলার পরিবেশ আরও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামনগোলার বিডিও মনোজিত রায়, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মণ ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস, সদস্য অশোক সরকার এবং জেলার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এমন এক উৎসব শুধু বিনোদন নয়, জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৪৮ ঘন্টায় সাফল্য হাওড়া সিটি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ নভেম্বর ঃ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, ভুয়ো কল সেন্টার, দেশি মদ, জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য হাওড়া সিটি পুলিশের। সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং প্রতিটি থানা মিলে এই অভিযান চালিয়ে গত ৪৮ ঘন্টায় বিভিন্ন মামলায় শতাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ১৮ নভেম্বর থেকে পুলিশ এই অভিযান শুরু করে। হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকার প্রতিটি থানা ও গোয়েন্দা দপ্তর মোট ১০৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। এরমধ্যে সুনির্দিষ্ট মামলায় ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় ৭৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিশেষ অভিযানে আইনের বিভিন্ন ধারায় প্রায় ৪২১ জনকে আটক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নগদ ৩৮,২৮০ টাকা, ৪টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৬ টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অভিযানে একটি ভুয়ো কল সেন্টার থেকে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে সেখান থেকে ২২ টি মোবাইল, ২ টি ল্যাপটপ, ১ টি রাউটার উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু তাই নয় নগদ ১০, ৮১০ টাকা, ২৪৮ বোতল দেশী মদ এবং ১৬০ লিটার বিদেশি লিকার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বারুইপুরের সূর্যপুর সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ নভেম্বর ঃ দু'বছরেও শেষ হলো না বারুইপুরের গুরুত্বপূর্ণ সূর্যপুর সেতুর নির্মাণ কাজ। দু'বছর শেষ হয়ে গেল।তারপরেও বারুইপুরের কুলপি রোডের গুরুত্বপূর্ণ সূর্যপুর সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষোভ সাধারণ মানুষের। অভিযোগ, প্রশাসনিক বৈঠকে বলা হয়েছিল, পুজোর আগেই সেতুটি চালু হয়ে যাবে। কিন্তু কাজের গতি অত্যন্ত শ্লো থাকায় পুজো পেরিয়ে গেলেও তা শেষ হল না। এতে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন। তাঁদের অভিযোগ, কাজ ঠিক সময়ে শেষ করার ব্যাপারে কোনও নজরদারি করছে না প্রশাসন। তবে বারুইপুর পূর্ত দপ্তরের এক অতিরিক্ত বাস্তুকার বলেন, আগামী নতুন বছরের জানুয়ারি -ফেব্রুয়ারি মাসে সেতুটি চালু হয়ে যাবে। খালে হিউম পাইপ ফেলার কাজে একটু সমস্যা হচ্ছে। তাই দেরি হয়েছে। ২০২২ সালের জুলাই মাসের দিকে এখানে থাকা কংক্রিটের সেতু ভেঙে ফেলা। হয়পূর্ত দফতর নতুন করে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে। এই

সেতুর উপর দিয়েই জয়নগর থেকে শুরু করে রায়দীঘি, মন্দিরবাজার, মৈপীঠ, মথুরাপুর, কুলতলি সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া যায়। বারুইপুরে আসতে গেলে এর উপর দিয়েই আসতে হয়। এলাকার বাসিন্দাদের। দাবি, সূর্যপুরে সব্জির বড় হাট বসে। ব্যবসায়ীদের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। দুই বছর হয়ে গেলে ও একটা সেতু নির্মাণ শেষ হল না। আর কত বছর সময় লাগবে, তা প্রশাসনের লোকজনই বলতে পারবে। তবে প্রশাসনের তরফে দ্রুত সেতু চালু হবে জানা গেল।

ফেরিয়ওয়ালার কাছ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ নভেম্বর ঃ হুগলির ডানকুনিতে ফেরিয়ওয়ালার কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। শোরগোল এলাকায়। ওই ফেরিয়াওলার কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার পিস্তল পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। তাঁকে গ্রেফতারও করেছে ডানকুনি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম মইনুদ্দিন মোল্লা ওরফে ছট্টু। ডানকুনির খুশাইগাছি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে এলাকায় একটি পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন মইনুদ্দিন। এলাকার লোকজন মারফত খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ তাঁকে ধরলে তাঁর কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ডানকুনির মৃগালার তেঁতুলতলায় থাকছিলেন। কিন্তু, পিস্তল নিয়ে তিনি কী করছিলেন, কোন কাজে লাগছিল তা বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলে পুলিশ।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide that **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-13/2024-25** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 02(Two) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **19.11.2024 up to 02.12.2024 16.00 PM.** Bid submission starting from **19.11.2024 up to 02.12.2024 at 16:00 PM**. And Opening on **04.12.2024 at 16:05 A.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ই-অকশন কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৪

চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ

ক্র.	ডিপো/ডিভিসন	অধিক্ষেত্র	তারিখ
১	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৩.১২.২০২৪, ১০.১২.২০২৪, ১৭.১২.২০২৪ ও ২৪.১২.২০২৪
২	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	০৪.১২.২০২৪, ১২.১২.২০২৪, ১৯.১২.২০২৪ ও ২৭.১২.২০২৪
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা ডিভিসন	০৬.১২.২০২৪, ১৩.১২.২০২৪, ২০.১২.২০২৪ ও ৩০.১২.২০২৪
৪	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	০৬.১২.২০২৪, ১২.১২.২০২৪, ১৮.১২.২০২৪ ও ২৭.১২.২০২৪
৫	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৯.১২.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ২৩.১২.২০২৪ ও ৩০.১২.২০২৪
৬	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৫.১২.২০২৪, ১১.১২.২০২৪, ২০.১২.২০২৪ ও ২৬.১২.২০২৪
৭	মালদা ডিভিসন	মালদা ডিভিসন	১০.১২.২০২৪, ১৭.১২.২০২৪, ও ২৪.১২.২০২৪

দ্রষ্টব্য ঃ ই-অকশন অনুসূচি, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (STORES-58/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 470/AGP/2024 Dated – 14.11.2024
NIT Memo No - 474/AGP/2024 Dated – 18.11.2024
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/3/AGP/2024 (2 nd Call)
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/4/AGP/2024

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Bid Submission: from **19/11/2024 to 27/11/2024 upto 4.00 pm** and from **20.11.2024 to 27.11.2024 upto 4.00 pm** 2. Date and time of Bid opening **29/11/2024 at 4.05 pm**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-
Pradhan
Anara Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** আরডিএসও অনুমোদিত সাম্প্রতিক ইউএসএফডি মেশিন ও আরডিএসও শংসাপত্রপ্রাপ্ত অপারেটর দ্বারা আপ ও ডাউন লাইনে কেএনএপি র‍্যাম্প লাইন, সল্টলেক সেক্টর-৫ কিমি (-)০.৫ থেকে হাওড়া ময়দান কিমি ১৬.৭ সহ সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, জোকা কিমি (-)২.০ থেকে এসপ্ল্যানেড কিমি ১৪.৭ পর্যন্ত রেক ফিডিং লাইন সহ, জোকা ইয়ার্ড, কবি সুভাষ কিমি ০.৮৩৮ থেকে ভিআইপি রোড কিমি ২৮.৩ পর্যন্ত রেক ফিডিং লাইন সহ নিউ কেকেভিএস ইয়ার্ড, নোয়াপাড়া কিমি ০০ থেকে জয়হিন্দ কিমি ৭.০০ পর্যন্ত রেক ফিডিং লাইন সহ আপ ও ডাউন লাইনে দক্ষিণেশ্বর কিমি (-)৬.৫ থেকে কবি সুভাষ কিমি ২৫.৫৫ পর্যন্ত ঠিকাদারের আরডিএসও অনুমোদিত হস্তচালিত আল্ট্রাসনিক ডিজিটাল ওয়েল্ড টেস্টার ব্যবহার করে এটি ওয়েল্ডিং-এর আল্ট্রাসনিক পরীক্ষণ এবং ঠিকাদারের আরডিএও অনুমোদিত ডিজিটাল সিঙ্গল ইউএসএফডি রেল টেস্টার ব্যবহার করে রেলের আল্ট্রাসনিক পরীক্ষণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৯৯,৫৪,৭৪০/- টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৪৯,৮০০/- টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** চব্বিশ (২৪) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১২.২০২৪-এ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৮৮-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৬। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ০৪.১২.২০২৪, সকাল ১০টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ০৪.১২.২০২৪, দুপুর ১.১০মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৮.১১.২০২৪, বিকাল ৪.০৭ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া ঃ** অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-এর নীচে পারমিট বিড - হ্যাঁ। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; ট্রিপ/দিন** এবং **লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **১;** এএ/১; **১৩১৫৩-এসএলআর- আর১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **২;** এএ/২; **১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **৩;** এএ/৩; **১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **৪;** এএ/৪; **১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১টা। **৫;** এএ/৫; **২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.১০ মিনিট। **৬;** এএ/৬; **১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ২০৯ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.২০ মিনিট। **৭;** এএ/৭; **১৩১৭৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৪১৭ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **৮;** এএ/৮; **১৩১৭৩-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৪১৭ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **৯;** এএ/৯; **১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **১০;** এএ/১০; **১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২টা। **১১;** এএ/১১; **১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **১২;** এএ/১২; **১৩১৪১-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **১৩;** এএ/১৩; **১২৩৬৩-এসএলআর-এফ২-কেওএএ-এইচডিবি-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **১৪;** এএ/১৪; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **১৫;** এএ/১৫; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **১৬;** এএ/১৬; **১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১টা। **১৭;** এবি/১; **১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); ২০৮ ও ০৪.১২.২০২৪ দুপুর ১.১০ মিনিট। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১ থেকে ১৬ প্রতিটির জন্য) ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১৭-এর জন্য)। **রেট ইউনিট ঃ** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ১৬ প্রতিটির জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (ক্র.নং. ১৭-এর জন্য)। **লট শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ০৪.১২.২০২৪ সকাল ১০টা (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** ড্রাফ্ট ক্যাটলগে নতুন (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)।

(SDAH-240/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (‘‘আইআইএফএল’’) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **23.11.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **03.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **মালদা-রথবাড়ি এনএইচ 34 জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, মালদা রথবাড়ি, 1ম তলা, এনএইচ 34, রিমঝিম ফ্যাশনের পাশে, মালদা, পিন 732101, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: চাঁচল-বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - চঞ্চল

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22519166, GL22747562, GL22791709, GL23319224, GL29184065, GL29201314, GL29267909, GL29394473, GL29505691, GL29524013, GL32100615, GL32124145, GL32518619, GL32934725, GL32942997, GL32956409, GL32956931, GL33190106.

শাখার নাম: গাজোল-মালদা জিএল, তালুকা – গাজোল

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22737933, GL26718311, GL26735850, GL27544090, GL27552004, GL29233837, GL29264159, GL29275676, GL29317007, GL29325259, GL29389509, GL29394189, GL29469125, GL29470130, GL29474817, GL29475563, GL29538363, GL29546321, GL29724981, GL29745364, GL29776867, GL29790764, GL29797847, GL29811841, GL29820159, GL31031735, GL31215426, GL31808060, GL32648081, GL32662391, GL32971486, GL32984437, GL33090836, GL33119444, GL33310304, GL33319458, GL33328180, GL33353568, GL33551305, GL33567678.

শাখার নাম: মালদা-কালিয়াচক জিএল, তালুকা - কালিয়াচক

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22014254, GL22493904, GL22580572, GL22648254, GL22667483, GL22771796, GL23050835, GL23091608, GL23636949, GL25279177, GL27200416, GL27219088, GL27602093, GL27613128, GL28688520, GL29192029, GL29261117, GL29277727, GL29364476, GL29372386, GL29394299, GL29418771, GL29435340, GL29437963, GL29448167, GL29448892, GL29457193, GL29466754, GL29475114, GL29475447, GL29505721, GL29505794, GL29523528, GL29524056, GL29529310, GL29546462, GL29555602, GL29628737, GL29637772, GL29641243, GL29661722, GL29728531, GL29747286, GL29781614, GL29782058, GL29794947, GL29795578, GL30242463, GL31292298, GL31664140, GL31677118, GL31883121, GL32460125, GL32938452, GL32956452, GL33000050, GL33008852, GL33016279, GL33017127, GL33026686, GL33054349, GL33065784, GL33086361, GL33109311, GL33120419, GL33134501, GL33148389, GL33191739, GL33216727, GL33233978, GL33249109, GL33265536, GL33341909, GL33351581, GL33417010, GL33418245, GL33429760, GL33442027, GL33448689, GL33460728, GL33489323, GL33513088, GL33623677, GL33639814, GL33644579.

শাখার নাম: মালদা-মঙ্গলবাড়ি জিএল, তালুকা - পুরাতন মালদা

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18814995, GL22553132, GL22864772, GL22866442, GL27073746, GL28781657, GL29067336, GL29482538, GL29499162, GL29576390, GL29583128, GL33218015, GL33237024, GL33243119, GL33256101, GL33265377, GL33266774, GL33360907, GL33373085, GL33557245, GL33566995.

শাখার নাম: মালদা-মানিকচক, তালুকা - মানিকচক

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29694376, GL29707440, GL30366048, GL30978133, GL32759083, GL32774767, GL33164077, GL33309319, GL33322788, GL33528326, GL33540608.

শাখার নাম: মালদা-নালাগোলা বাস স্ট্যান্ড সোহো জিএল, তালুকা - গঙ্গারামপুর

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29186540, GL29263504, GL29275459, GL29443817, GL29448340, GL29457141, GL29475363, GL29514816, GL29518575, GL29524144, GL29524286, GL29584001, GL29633688, GL29637779, GL29720130, GL29739127, GL29746045, GL29841789, GL30983648, GL32784589, GL32802365, GL32851777, GL32861171, GL33128405, GL33150178, GL33202454, GL33209071, GL33634761.

শাখার নাম: মালদা-রথবাড়ি এনএইচ 34 জিএল, তালুকা - ইংলিশবাজার

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21469572, GL22712657, GL22728755, GL22746969, GL22970204, GL23026304, GL25954697, GL25975252, GL27355461, GL27407352, GL27422154, GL27596060, GL27610394, GL27724443, GL27727085, GL27747505, GL27747928, GL28999481, GL29058856, GL29073351, GL29183762, GL29201182, GL29209663, GL29226918, GL29271436, GL29274632, GL29410310, GL29425998, GL29430249, GL29448585, GL29486844, GL29499932, GL29517331, GL29523374, GL29542648, GL29561345, GL29568411, GL29691823, GL29707181, GL29722340, GL29724506, GL29749600, GL29750061, GL29755099, GL29771930, GL29782630, GL29795386, GL31361260, GL31793294, GL32914802, GL32924095, GL32966766, GL32989083, GL33141658, GL33151697, GL33184247, GL33257747, GL33266131, GL33365557, GL33367526, GL33372856, GL33383242, GL33407723, GL33433236, GL33449900, GL33499404, GL33516193, GL33648145.

শাখার নাম: মালদা-সামসি সোহো জিএল, তালুকা – রাতুয়া

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29430960, GL29437857, GL29449059, GL32960454, GL32987558, GL33420412, GL33430954, GL33520921, GL33541099.

শাখার নাম: মালদা সুজাপুর জিএল, তালুকা - কালিয়াচক

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28995368, GL30273512, GL31238211, GL31252408, GL33006315, GL33016954, GL33032161, GL33039016, GL33053830, GL33054524, GL33192289, GL33386747, GL33469748.

ই-অকশন ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **20.11.2024**
স্থান: মালদা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

চলুন বেড়িয়ে আসি

মেঘের আড়ালে তুরুকের আস্তানায় ছুটি কাটবে ভালো

চালু একদিনের 'ডুয়ার্স দর্শন' প্যাকেজ

পাহাড় কার না ভালো লাগে। তবে তা যদি শান্ত-নিরিবিলি হয় তো কথাই নেই। সেই পাহানই ঘুরে আসতে চলে যান তুরুকে। মিঠে রোদের সোনালি আভা। যেদিকে চোখ যাবে শুধুই সবুজ। সেই সবুজ রং চাদরের মতো নিজের শরীরে জড়িয়ে রেখেছে পাহাড়গুলো। মাত্র ৯ একর বিস্তৃত এই পাহাড়ি গ্রামকে আবার টুরুকও বলা হয়।

একদিকে সিকিম, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ। এই দুইয়ের মাঝখানে দিব্য আছে ছোট্ট তুরুক। মাথার উপরে নীল আকাশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত সাদা মেঘের দল। সবুজের আস্তরণে নিজেকে ঢেকে আবার সুখনিদ্রায় পাহাড়ের সারি। আনকোরা এই প্রকৃতি উপভোগ করার সুযোগ অনেকেই ছাড়বেন না। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে হোম স্টে গড়ে উঠেছে বটে, তবে তুরুকের সৌঃদর্য আরও বাড়িয়ে দেয় তুরুক কোঠি। এখানে কয়েকটা দিনের জন্য আস্তানা তৈরি করে ফেলতেই পারেন পরিযায়ী হিসেবে।

প্রায় একশো বছরের পুরনো এই তুরুক কোঠি। একসময় সিকিমের প্রথম মন্ত্রী লক্ষ্মী দাসের বাংলো ছিল। তার পর বহু বছর ধরে জেলার হেডকোয়ার্টার ছিল। তবে এখন এটিকে গেস্ট হাউস হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। থাকা ও খাওয়ার সুবঃেদাবস্তর পাশাপাশি প্রকৃতিকে উপভোগ করার আদর্শ ঠিকানা এই হেরিটেজ হোম। এছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে তিস্তার প্যানোরমিক ভিউ পেয়ে যাবেন। চাইলে ছোটখাটো মনেস্ট্রিতেও ঘুরে নিতে পারেন। ফ্লোরা-ফনার রূপ আপনাকে করবে মুগ্ধ।

অফবিট এই ডেস্টিনেশনে। সকালে ওঠার অভ্যাস থাকলে সূর্যোদয় দু'টি চোখকে আরাম দেবে। ঘাসের চাদরে নেবেন বিশ্রাম। পাখিদের সুরেলা কলতানে মন পাবে শান্তি। তারে ভিরের ক্লিফ থেকে রঙ্গীত ও কলকাতা থেকে টুরুকের দূরত্ব ৭৮০ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি হয়েই যেতে হবে। গ্যাংটকের পথে যাওয়ার টাটা সুমো বুক করে নিতে পারেন। মেল্লি বাজারে নেমে যাবেন। সেখান থেকে তুরুক যেতে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাগবে। অক্টোবর থেকে মে মাসের মধ্যে যে কোনও সময় চলে যেতেই পারেন পরিবারের সকলকে নিয়ে। কি ভাবছেন যাবেন তবে রেলের টিকিট কেটে ফেলুন। ডুয়ার্সের পর্যটন মুকুটে নতুন পালক! মাদারিহাট থেকে চালু হল একদিনের প্যাকেজ টুর ' দর্শন'। সৌজন্যে জেলা পর্যটন দপ্তর। পাহাড়, জঙ্গল চা-বাগান ঘোরাতে ছুটবে পর্যটক বোঝাই বাস। খরচও আপনাদের সাধ্যের মধ্যে। মাদারিহাট টুরিস্ট লজ থেকে এই পর্যটনের প্যাকেজ চালু হয়েছে। বাসে করে পর্যটকরা মাদারিহাট থেকে ভুটানের ফুন্ট শোলিং হয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিমা ভিউ পয়েন্ট, রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম, জয়ন্তী রিভার ভিউ, মাঝেরডাবরি চা-বাগান ও সিকিয়াঝোরা পার্ক ঘুরে ফের মাদারিহাটে ফিরবেন। একদিনের এই প্যাকেজ টুরে পর্যটকদের মাথা পিছু খরচ হবে এক হাজার টাকারও কম। এই টাকায় দুপুরের খাবারও দেওয়া হবে। পুজোর আগেই এই একদিনের প্যাকেজ টুর চালু হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুব খুশি। এই প্যাকেজ ট্যুরের উদ্বোধন করেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক।

তিনি বলেন, জেলার বিভিন্ন পর্যটন এলাকার প্রচার ও প্রসারের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গাড়ি ভাড়ার কারণে অনেক পর্যটক আমাদের জেলার পর্যটন স্থানগুলো ঘুরতে পারেন না। সেই কারণে আমরা এই ব্যবস্থা চালু করেছি। একটি বেসকারি সংস্থা এই টুর চালাবে। কিন্তু সরকারি সব নিয়মকানুন মেনে এই টুর চালানো হবে।''

পূর্ব রেলের জনপ্রিয় কিছু মেলএক্সপ্রেস ট্রেনে স্লিপার ক্লাস কোচ এবং এয়ার কন্ডিশনড ক্লাস কোচ সংযোজন

কলকাতা, ২০ নভেম্ববর ঃ জনপ্রিয় কিছু মেলএক্সপ্রেস ট্রেনে স্লিপার ক্লাস কোচ এবং এয়ার কন্ডিশনড ক্লাস কোচ সংযোজন যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করা পূর্ব রেলওয়ের একটি চলমান উদ্যোগ। তদনুসারে, সারা বছর ধরে অস্বাভাবিক স্লীপার ক্লাস এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দীর্ঘ অপেক্ষার তালিকার পরিপেক্ষিতে , পূর্ব রেলওয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অস্থায়ী রূপে সাধারণ শ্রেণির কোচগুলির পরিবর্তে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং স্লিপার শ্রেণির কোচগুলি সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর ফলে সাধারণ মানুষ আরামকরে শুয়ে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতে পারবেন। যেগুলি হল নিম্নরূপঃ একটি সাধারণ দ্বিতীয়. শ্রেণির কোচের পরিবর্তে একটি স্লিপার শ্রেণির কোচ সংযোজন করা হয়েছে নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির সাথেঃ -১২৩১৯১২৩২০ কলকাতা-গোয়ালিয়র-কলকাতা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যেটি কলকাতা থেকে ২৭.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত এবং গোয়ালিয়রে ২১.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ২৮.১১.২০২৪ পর্যন্ত চলবে।১২৩৫৭১২৩৫৮ কলকাতা-অমৃতসর-কলকাতা দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেস যেটি কলকাতা থেকে ৩০.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত এবং অমৃতসর থেকে ০২.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে। ১৩১৩৫১৩১৩৬ কলকাতা-জয়নগর- কলকাতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ৩০.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত এবং জয়নগর থেকে ০১.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে ।১২৩২৯১২৩৩০ শিয়ালদহ-আনন্দ বিহার-শিয়ালদহ সাম্পর কান্তি এক্সপ্রেস শিয়ালদহ থেকে ২৬.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং আনন্দ বিহার থেকে ২০.১১.২০২৪ থেকে ২৭.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

ভোট দিলেন হেমা ও তাঁর মেয়ে, বোঝালেন ভোটাধিকারের দায়িত্ব

মুম্বই, ২০ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। বুধবার মুম্বইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী এবং তাঁর মেয়ে অভিনেত্রী এশা দেওল। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী বলেছেন, আমি এই অঞ্চলের সকলকে ভোট দিতে অনুরোধ করছি। দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভোট দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। বুথের সুবিধা খুবই ভালো। গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। ভোট দেওয়ার পর রাকুল বলেছেন, ভোট না দিলে আমাদের অভিযোগ জানানোর অধিকার নেই। বুধবার অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভগনানি মুম্বইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। রাকুল প্রীত সিং এবং জ্যাকি ভগনানি ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, অনুগ্রহ করে ভোট দিন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ... ভোট না দিলে আমরা অভিযোগ করতে পারি না। নাগরিক হিসেবে এটা আমাদের দাযিত্ব... এই ভোট কেন্দ্রের সুবিধা খুব ভাল। স্বাধীন দেশে নির্বাচনের চেয়ে বড় উৎসব আর কিছু নেই। বুধবার ভোট দেওয়ার পর এই মন্তব্য করলেন অভিনেতা অনুপম খের। বুধবার মুম্বইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন অভিনেতা অনুপম খের। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিনেতা অনুপম খের বলেন, সবকিছু খুব সুসংগঠিত। আধিকারিকরা সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছেন। একটি স্বাধীন দেশে নির্বাচনের চেয়ে বড় উৎসব আর কিছু নেই, সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়ার আগে নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদার কথা মাথায় রাখেন। যদি কেউ আজ ভোট না দেয়, তাদের আগামী পাঁচ বছরে অভিযোগ জানানোর অধিকার নেই। ভোটিং ভালো হচ্ছে।

ভোট দিয়ে বার্তা ইশা কোপ্পিকারের

মুম্বই, ২০ নভেম্বরঃ অভিনেত্রী ইশা কোপ্পিকার বুধবার মুম্বইয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার পর ইশা কোপ্পিকার বলেছেন, ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজেদের সন্তানদের সচেতন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। যদিও আমার সন্তানের ভোট দেওয়ার অনেক সময় আছে, তবুও দেশের নাগরিক হিসেবে আমি তাঁদের তাঁর অধিকারের কথা জানাতে চাই। আমি সুশাসনের জন্য ভোট দিয়েছি। আমি প্রগতিশীল শাসনের আশা করছি। অভিনেত্রী ইশা কোপ্পিকার আরও বলেছেন, আমি আমার অধিকার প্রযগে করেছি, কারণ আমি না করলে কেউ আমার কাছ থেকে আমার সরকার বেছে নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেবে... আমি সবাইকে ভোট দিতে এবং রাজ্য ও দেশের অগ্রগতির জন্য সঠিক সরকার বেছে নেওয়ার আহ্বান জানাই।

করিমগঞ্জের নাম বদলে 'শ্রীভূমি' করা উচিত ছিল

গুয়াহাটি, ২০ নভেম্বর ঃ করিমগঞ্জের নাম পরিবর্তন করে 'শ্রীভূমি' রাখার সিদ্ধান্ত যথার্থ, অনেক আগেই নাম বদল করা উচিত ছিল। নাম বদলের পেছনে বহু কারণ আছে, 'শ্রীভূমি' নামের সঙ্গে ইতিহাস ও সংস্কৃতি জড়িত, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাশাপাশি করিমগঞ্জের নাম বদল করে 'শ্রীভূমি' রাখার সিদ্ধান্তে যাঁরা বিরোধিতা করেছেন, কটাক্ষ করে তাঁদের জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গতকাল বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে দক্ষিণ অসম তথা বরাক উপত্যকার এক জেলা করিমগঞ্জের নাম বদল করে 'শ্রীভূমি' নামাকরণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর পর বরাক উপত্যকার তিন জেলায় অকাল দীপাবলি পালন করা হচ্ছে।

Name Change

I, Kamal Chandra Pramanik (old name) son of Rakhal Pramanik, residing at 20/1, Sadhak Ramprasad Road, Nabagram, P.O.- Nabagram, Dist.- Hooghly, Pin- 712246, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kamal Pramanik (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Kamal Pramanik (new name) and Kamal Chandra Pramanik (old name) both are same and identical person.

Name Change

I ASIRANI BARAI,W/O BISHWANATH BARAI,R/O CHARSARATI, KALYANI, NADIA, 741235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HASIRANI BARAI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024,THAT ASIRANI BARAI AND HASIRANI BARAI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PUSPA RANI KARMAKAR,D/O JOGENDRA KARMAKAR,WIFE OF RANJIT KARMAKAR,R/O D5,MANDIR PARK,NORTH DUMDUM,PO-BIRATI,NORTH 24 PARGANAS,700051,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUSHPA RANI KARMAKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024,THAT PUSPA RANI KARMAKAR AND PUSHPA RANI KARMAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, DIPANJON DAS,SON OF HIMANGSU DAS, RESIDING AT 6,SHIBACHAL ROAD,PS - NIMTA,BIRATI, BARRACKPORE - 700051, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPANJAN DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024.THAT DIPANJON DAS AND DIPANJAN DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I S. ABIRAMY,W/O- SRINIBASA SUBRAMANIAN,R/O NEW GREEN VIEW APARTMENT,44, SITARAM ROAD,KOLKATA, BANSDRONI, SOUTH 24 PARGANAS,WEST BENGAL,700070,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABIRAMY SUBRAMANIAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/11/2024,THAT S. ABIRAMY AND ABIRAMY SUBRAMANIAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SUMON CHAKRABORTY, S/O DILIP KUMAR CHAKRABORTY, R/O FLAT 2D, BLOCK-F (FLAMINGO) IDEAL AQUAVIEW, MAHISHBATHAN, SECTOR-5 BIDHANNAGAR, PS-BIDHANAGAR ELEC TRONIC COMPLEX, KOLKATA - 700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN CHAKRA BORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE, SOUTH 24 PARGANAS ON 28/10/2024, THAT SUMON CHAKRABORTY AND SUMAN CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Priyakshi Nandi (old name) wife of Avijit Das, residing at 6L, Baishnabghata By Lane, Garia Rathtala, P.S.- Netaji Nagar, Pin- 700047, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Priyakshi Nandi Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Priyakshi Nandi Das (new name) and Priyakshi Nandi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nanyehari Bibi (old name) wife of Ayub Molla, residing at Vill.- Sherpur Kayal para, P.O.- Sherpur, P.S.- Usthi, Pin- 743513, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Nurnehar Beowa Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Nurnehar Beowa Molla (new name) and Nanyehari Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Atiyar Gain (old name) son of Md Abdur Rahim Gaine, residing at Vill.- Katia, P.O.- Katiahat, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Atiar Rahaman Gaine (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Md Atiar Rahaman Gaine (new name) and Atiyar Gain (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md. Shahidur Rahaman (old name) son of Late Bajlur Rahaman, residing at Vill. & P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Basirhat, Pin- 743292, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sahidur Rahaman (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Sahidur Rahaman (new name) and Md. Shahidur Rahaman (old name) both are same and identical person.

Name Change

I MD KAMRUDDIN,S/O SHARFUDDIN,R/O B/3/4/171,NIZAM NAGAR MAKAL HATI SANTOSHPUR ROAD,KOLKATA-700066,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMRUDDIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024,THAT MD KAMRUDDIN AND KAMRUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD ABDER RAHAMAN BAIDYA,S/O-TARIP BAIDYA,RESIDING AT VILL+P.O-MURARISHA,P.S-HASNABAD,DIST- NORTH 24 PARGANAS,PIN- 743456.WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDAR RAHMAN BAIDYA AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC BASIRHAT COURT ,ON DATED . 19 November 2024. MD ABDER RAHAMAN BAIDYA AND ABDAR RAHMAN BAIDYA BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Azam Khan (old name) son of Md Shakil Ahmed residing at J-124/1, Ramnagar Lane, Garden Reach, Kolkata – 700024, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Syed Taskin Shah Warsi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 20/11/2024. Md Azam Khan (old name) and Syed Taskin Shah Warsi (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SELIM SARDAR (old name) S/O HASAN SARDAR Resident of Bankra Natun Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist.-Howrah, Pin-711403 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)MD SELIM SARDAR (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah on 18/11/2024. SELIM SARDAR and MD SELIM SARDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, Tapas Kumar Dutta S/o Paresh Chandra Dutta Residing at 221, Nandan Nagar,P.o - Nandan Nagar, P.s - Belghoria, District - 24 Pgs(N) Pin-700083 West Bengal India shall henceforth be known as Tapas Dutta. I declare that Tapas Kumar Dutta and Tapas Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-11-2024.

Name Change

I, SAHINA BEGAM (old name) W/O MD SELIM SARDAR Resident of Bankra Natun Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist.-Howrah, Pin-711403 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)SAHINA BEGAM SARDAR(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah on 18/11/2024. SAHINA BEGAM and SAHINA BEGAM SARDAR both are same and one identical person.

Name Change

I SANJIT RAY S/O LATE DA DASHARATH RAY MY NAME HAS BEEN RECORDED AS SANJIT ROY IN MY PASS PORT. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR ON 4-9-24 SANJIT RAY AND SANJIT ROY IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SANJIT RAY. R/O VILL MALUAPARA PO. NADIA SHIMULIYA, P.S. BHIMPUR, DIST NADIA. PIN 741508

Name Change

I, Sunil Mondal(Old Name) S/o Sudhir Kumar Mondal Residing at Debipur, Digha, Vtc- Barasat-I,P.o - Duttapukur, District- North 24 Parganas, W.B-743248, India, shall henceforth be known as Sunil Kumar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-11-2024. Sunil Mondal(Old Name) and Sunil Kumar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

রাশিয়ায় হামলা ইউক্রেনের, পরমাণু যুদ্ধের প্রমাদ গুনছে বিশ্ব

রাশিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইউক্রেনে। আমেরিকার দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে রাশিয়ার

ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে। আমেরিকার তরফে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারে ইউক্রেনকে সবুজ সংকেত দেওয়ার পরই এই হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এই ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ল বিশ্বের বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, সম্প্রতি পরমাণু নীতি বদল করেছে রাশিয়া। এর পর এই হামলার জবাব হিরোসিমা-নাগাসাকির মতো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক মহল। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে 'আর্মি ট্যাকটিকেল মিসাইল সিস্টেম' বা এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় ইউক্রেন। রাশিয়াতে ৫টি মিসাইল ছোড়া হয়। যদিও সবকটি মিসাইল ধ্বংস করেছে রাশিয়া। সেই ধ্বংসাবশেষের জেরে এক সামরিক অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে। যদিও তাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এদিকে ইউক্রেনের তরফেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তারা ওই অঞ্চলে এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনায় গোটা বিশ্বের নজর এখন পুতিনের দিকে। কারণ, সম্প্রতি পরমাণু নীতিতে বদল এনেছে রাশিয়া যেখানে বলা হয়েছে, এই ধরনের অস্ত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলে সরাসরি ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে দায়ী করবে ক্রেমলিন। এক্ষেত্রে পরমাণু শক্তিধর কোনও রাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র যদি রাশিয়ার মাটিতে আঘাত হানে সেক্ষেত্রে পরমাণু শক্তিধর নয় এমন রাষ্ট্রের উপরও পরমাণু হামলা চালাতে দ্বিধা করবে না ক্রেমলিন। পরমাণু নীতি এমনভাবে করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, এই হামলাকে ন্যাটোর হামলা হিসেবে দেখা হবে। যার পরিণতি, পালটা চলতে পারে পরমাণু হামলা। উল্লেখ্য, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি চাইছিল ইউক্রেন। এই পরিস্থিতিতে উত্তর কোরিয়া রাশিয়াকে যুদ্ধে সহায়তা করছে এমন দাবি করে দূরপাল্লার এই অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি ইউক্রেনকে দিয়েছে আমেরিকা। এর পরই রাশিয়ায় এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় ইউক্রেন। যার রেঞ্জ ৩০০ কিলোমিটার। এহেন ইউক্রেনের তরফে অস্ত্র ব্যবহার রাশিয়ার চাপ বাড়াবে তা বলাই যায়। পরিণতিতে নীতি বদলে পরমাণু হামলার রাস্তাও খুলে রেখেছে রাশিয়া।

সপরিবারে ভোট দিলেন পীযূষ গোয়েল, মহাযুতির জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী

মুম্বই, ২০ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল। বুধবার মুম্বইয়ের এক ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন পীযূষ গোয়েল, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে। ভোট দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, আমি খুশি যে মানুষ বিপুল সংখ্যক ভোট দিচ্ছেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। নির্বাচন কমিশন ভাল ব্যবস্থা করেছে এবং আমি নিশ্চিত ৬০ শতাংশের বেশি ভোট হবে। মহাযুতি উত্তর মুম্বইয়ের ৬টি আসনের সবকটিতে জিতবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, আমি সেই ধরনের সমস্ত শক্তির তীব্র নিন্দা জানাই, যারা ধর্ম, বর্ণ, ভাষার ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে। আমি মনে করি মহারাষ্ট্রের মানুষ এই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে তাদের উপযুক্ত জবাব দেবেন।

ফের পুলিশের অভিযানে ৪৫ টি গরু সহ গ্রেফতার ২ পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ ফের পুলিশের অভিযানে রুখল গুরু পাচারকারীদের কারবার। ৪৫ টি গরু সহ গ্রেফতার ২ পাচারকারী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে বাংলা বিহার সীমান্তের চক্করমারি এলাকায় পুলিশের নাকা তল্লাশি করার সময় সন্দেহভাজন দুটি লরীকে আটক করতে গেলে লড়ি দুটি পালিয়ে যায় পরে পুলিশ ধাওয়া করে বাতাসী সংলগ্ন এলাকায় দুটি লরিকে আটক করে এবং লরির ভেতর তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় ৪৫ টি গরু। গাড়ির চালকের কাছে গরুগুলির বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হলে চালক কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় দুটি লরি সহ চালকদের আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয় । ধৃতরা হল এমডি ইউনিস (৪২) এবং এমডি তাইমুর (৩৮) দুজনেই বিহারের কাঠিহারের বাসিন্দা। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই গরু পাচারের সঙ্গে আরো কারা জড়িত রয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

১৯টি আইটিআই আধুনিকীকরণে টাটা টেকনোলজির সাথে মৌ স্বাক্ষর ত্রিপুরা সরকারের

আগরতলা, ২০ নভেম্বর ঃ বুধবার টাটা টেকনোলজি লিমিটেডের সাথে ত্রিপুরা সরকারের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। মূলত, ত্রিপুরায় ১৯টি আইটিআই এর পরিকাঠামো উন্নয়নের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিনের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী স্বান্তনা চাকমা, টাটা টেকনোলজির জেনারেল ম্যানেজার স্বাগতা ঘোষ ও হেড অফ বিজনেস অর্ঘ্য বসু। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ১৯টি আইটিআই-তে আগামী পাঁচ বছর প্রশিক্ষণের আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে, এই যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬৮৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে টাটা টেকনোলজি লিমিটেড ৮৬ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ১৪ শতাংশ টাকা ব্যয় বহন করবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর টাটা টেকনোলজি লিমিটেড এর সাথে অংশীদায়িত্বে ১৯টি আইটিআই-কে আধুনিকরণ করার জন্য একটি রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত। মূলত, এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা আধুনিকীকরণ, উন্নত কোর্স প্রবর্তন এবং আইটিআই স্নাতকদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে উদীয়মান প্রযুক্তি খাতে দক্ষতার ব্যবধান পূরণ করা হবে। তাঁর কথায়, রাজ্যের আইটিআইগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আইটিআই পাশ ছেলে মেয়েদের স্টার্টআপ থেকে শুরু করে বহিঃরাজ্যে প্লেসমেন্ট পাওয়ার সুবিধার্থেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আগরতলা রেল স্টেশনে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

আগরতলা, ২০ নভেম্বর ঃ নেশাদ্রব্য পাচারের জন্য রেলস্টেশনকে বেছে নিচ্ছে বহিঃরাজ্যের পাচারকারীরা। আগরতলা রেলস্টেশনে এখন প্রায় প্রত্যেকদিন ধরা পড়ছে গাঁজা, ফেন্সিডিলের মত উত্তেজক নেশাদ্রব্য। মঙ্গলবারও দুই দফায় পুলিশের অভিযানে গাঁজা, ফেন্সিডিল সহ নানা নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হয়েছে। আগরতলা জিআরপি থানা ও আরপিএফ যৌথ অভিযানে এগুলি উদ্ধার করেছে। বুধবার জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানান, মঙ্গলবার সকালে আগরতলা রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে দুই মহিলা ও একজন পুরুষের কাছে ছয়টি প্যাকেটে ৪ কেজি ১৫৫ গ্রাম গাঁজা পাওয়া যায়। এগুলি বিহার নিয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত তিনজন পুলিশকে জানিয়েছে, সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন তারা গাঁজা পাচার করতে আসা-যাওয়া করে। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধেই এনডিপিএস আইনে মামলা নিয়েছে রেল পুলিশ। এদিকে মঙ্গলবার বিকালে আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে ২০০ বোতল এসকফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এগুলি বিহার থেকে ট্রেনে আগরতলায় আনা হয়েছিল। এই ঘটনায় আগরতলা জিআরপি থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়। এর মধ্যে আরো কারা যুক্ত আছে, কাদের এই মালগুলি ডেলিভারী দেওয়ার কথা, এ নিয়ে জিআরপি থানার পুলিশ উনাকে জোরালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। দুইটি ঘটনায় ধৃত নেশাদ্রব্য পাচারকারীরা হল বিহারের সানি কুমার, রেখা কুমারী (কাল্পনিক নাম), প্রবেশ কুমার সিং এবং আসামের কমলা দেবী (কাল্পনিক নাম)। তাদেরকে বুধবার জেল রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হয় বলে জানান ওসি তাপস দাস।

উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের ৩৯টি ট্রেনে অতিরিক্ত সাধারণ শ্রেণির কোচ সংযোজন

মালিগাঁও, ২০ নভেম্বরঃ সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ে (আইআর) একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। উন্নত পরিষেবা এবং বর্ধিত যাত্রী চাহিদাপূরণ করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে তার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ২০২৪-এর নভেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ৩৭০টি নিয়মিত ট্রেনে ১,০০০-এর বেশি নতুন জিএস (জেনারেলসিটিং) কোচ চালু করার পরিকল্পনা করেছে। এই উদ্যোগের ফলে আনুমানিক ১লক্ষ অতিরিক্ত যাত্রী দৈনিক জিএস কোচে যাত্রা করতে সক্ষম হবেন, যা অন্তর্ভুক্তি ও সুবিধার ক্ষেত্রে রেলওয়ের গুরুত্বকেই প্রদর্শন করে। ভারতীয় রেলওয়ের সাফল্যে অবদান রাখতে উত্তরপূর্ব

সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) সর্বদাই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ৩৬টি ট্রেন ৬৯টি রেকে ইতিমধ্যে ২৭৬টি জিএস কোচ যুক্ত করেছে, যা তার জোনের মধ্যে এবং বাইরে যাত্রীদের উন্নত স্বাচ্ছন্দ্য এবং উপলব্ধ তা প্রদান করবে। এছাড়া ও উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের পক্ষথেকে২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত ট্রেনে আরও ১৬টি জিএস কোচ যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা যাত্রী পরিষেবার উন্নতি এবং সমাজের প্রত্যেক শ্রেণির যাত্রীর জন্য ট্রেন যাত্রাকে আরও বেশি আরামদায়ক করে তুলতে ও অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের একনিষ্ঠ তাকেই আলোকপাত করে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে তপ্ত বেলডাঙায় যাওয়ার পথে সুকান্ত মজুমদারকে বাধা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২০ নভেম্বর ঃ গোষ্ঠী সংঘর্ষে তপ্ত বেলডাঙায় যাওয়ার পথে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বাধা পুলিশের। প্রতিবাদে রাস্তাতেই বসে পড়েন তিনি। প্রসঙ্গত, গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায়

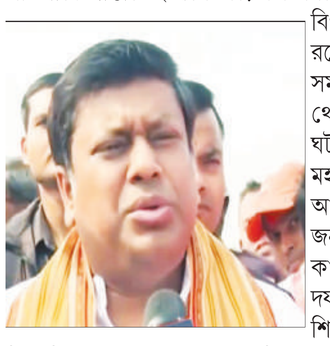

বিগত কয়েকদিন ধরেই তপ্ত হয়ে রয়েছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক এলাকায় বন্ধ থেকেছে ইন্টারনেট পরিষেবা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও বিস্তর চাপানউতোর চলছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য বারেবারে রাজ্য প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় তুলছে বঙ্গ বিজেপি। দফায় দফায় তোপ দেগেছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। বুধবার রাজ্য বিজেপির তরফে বেলেডাঙায় বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়। যাওয়ার কথা ছিল সুকান্ত মজুমদারের। নির্ধারিত সময়ে তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য বের হলেও কৃষ্ণনগরে তাঁকে আটকে দেয় পুলিশ। রাস্তাতেই পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতারা। এদিকে সুকান্ত আসার আগেই ওই এলাকায় ব্যারিকেড নিয়ে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। ছিলেন বাহিনীর পদস্থ কর্তারা। তাঁর কনভয় ওই এলাকায় আসতেই বাধা দেয় পুলিশ। পুলিশের তরফে বলা হয়, বেলডাঙায় জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। সেই কারণেই তিনি সেখানে যেতে পারবেন না। কিন্তু, যে জায়গায় তাঁকে আটকানো হয়েছে সেখান থেকে বেলডাঙার দূরত্ব ৫০ কিলোমিটারেরও বেশি। তাই এখানে কেন তাঁকে আটকানো হল সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি নেতারা।

দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে বসানো হল আরও ৭টি সিসি ক্যামেরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২০ নভেম্বর ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালের এক মহিলা নার্সকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে নতুনভাবে ৭টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিপূর্বে হাসপাতালের ভেতরে সিসি ক্যামেরা বসানো হলেও, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে এই অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরাগুলি সংযোজন করা হয়েছে। দুবরাজপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সালমান মণ্ডল জানিয়েছেন, রোগী, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুনভাবে স্থাপিত এই ক্যামেরাগুলির বিশেষত্ব হলো সাউন্ড সিস্টেম যুক্ত থাকায় জরুরি বিভাগ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কার্যক্রমের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক এবং কার্যকরী করে তুলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে এটি সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা।

স্কুল শিক্ষককে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার চার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ নভেম্বর ঃ জয়গাঁওয়ে এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষককে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনার চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। ১৬ নভেম্বর সকালে ওই শিক্ষকের বিকৃত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় পুলিশ চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃত পান্তু রাই এবং বিজয় সুব্বা পেশাদার খুনি, যারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। একই সময়ে রোহিত থাপা এবং পাসাং লামা এই খুনিদেরকে শিক্ষককে খুনের সুপারি দিয়েছিলেন। তথ্য অনুযায়ী, রোহিত থাপা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জেজিএম) এর একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন এবং এক সময় তিনি জেজিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছিলেন। তারও রয়েছে অপরাধমূলক ইতিহাস। ২০১৭ সালে, ডুয়ার্স অঞ্চলে একটি সংঘাতের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নৃশংসতা দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতার বা মানসিক ক্ষোভের কারনেই এই ঘটনা। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, রোহিত থাপা ও পাসাং লামা ওই শিক্ষকের কাছ থেকে নেওয়া দেড় লাখ টাকা ঋণ ফেরত না দেওয়ায় জন্য তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। পুলিশ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।

বঙ্গ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মান পেলেন ড. কৃষ্ণদেব

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ জীবোদ্দশায় নিজের নামে প্রতিষ্ঠান দেখবার সুযোগ কয়'জনের হয়? হ্যাঁ, নিজে তৈরি করে নিজের নাম দিলেই তো হয়ে গেল! না, তা নয়, একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এমন বিরল সম্মান ইতিপূর্বে লাভ করেছেন শালবাড়ি হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড. কৃষ্ণ চন্দ্র দেব। কৃষ্ণদেব

নামেই তিনি পরিচিত। স্কুলের কন্যাশ্রী মিউজিয়ামটির নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামেই। পেয়েছেন ডুয়ার্স রত্ন সম্মান। এবার আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে পেলেন ২০২৪ সালের 'বঙ্গ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মান'। রাজ্যজুড়ে পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং 'পুরুষকথা' পত্রিকা এবছর শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মানের জন্য যে কয়েকজনকে বেছে নিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম তিনি। অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং পুরুষ কথা পত্রিকার তরফ থেকে ১৯ নভেম্বর দুপুরে কলকাতা প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামের মঞ্চ থেকে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে তিনি এই সম্মান পাচ্ছেন। উল্লেখ্য ড. কৃষ্ণ দেব গত ২৯ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করে আসছেন। শিক্ষক হিসেবে যেমন মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন, পাশাপাশি তিনি সাংবাদিক গড়ার কারিগর ও বটেন! কারণ তার হাত ধরেই উত্তরবঙ্গে বহু সাংবাদিক তৈরি হয়েছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর বাড়ি সুকৃতিভবনে একটি সংগ্রহালয় গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রয়াত পিতা যামিনী কুমার দেবের নামে। অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই সংগ্রহালয়ে মজুত রয়েছে বহু দ্রষ্টব্য। দর্শকদের পাশাপাশি যা গবেষকদের গবেষণায় সহায়ক হতে পারে। রয়েছে মুদ্রা সংগ্রহের বিপুল সম্ভার, যার কারনে 'মুদ্রা রাক্ষস' নামেও তিনি অভিহিত হযেছেন। যুক্ত থাকেন নানা হিতকারী কাজে। তাঁর এই সমস্ত কাজের মূল্যায়নের নিরিখেই তাঁকে এ বছরের 'বঙ্গ শ্রেষ্ঠ পুরুষ' সম্মানন দেওযা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুষ কথা পত্রিকার সম্পাদক দেবাংশু ভট্টাচার্য্য, অভিযান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক গৌরব রায়, কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সহ বিশিষ্টজনেরা।

বাইসনের আক্রমণে মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ নভেম্বর ঃ কোচবিহার মাথাভাঙ্গা দুই ব্লকের তেতলি গুড়িতে বাইসনের হামলায় একজনের মৃত্যু আহত ১। মৃত ব্যক্তির নাম নিপেন বর্মন (৫৬)। জানা গেছে এদিন সকালে ওই গ্রামে, দুটি ভাইয়ের ওপর হামলা চালায় এবং তাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং আহত একজন তাদেরকে কোচবিহার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে যান মাথাভাঙ্গা বনদপ্তরের কর্মীরা, তবে এখনো পর্যন্ত দুটি বাইসন কে দুইটা ঘুম পাড়ানি গুলি করে কাবু করেছে এবং বাইসন দুটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

পাহাড়ের দাপট বহিরাগতদের সমস্যায় স্থানীয় হোম স্টে মালিকেরা

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২০ নভেম্বর ঃ লেপচাখা, রামধুরায় তিন বছর আগেও যাঁরা ভবিষ্যতের জন্য হোম স্টে 'লিজ' নিয়েছিলেন, এখন তাঁরা তা ছেড়ে দিতে চাইছেন। জয়ন্তীর হাল দেখেই তাঁরা নিজেদের আগামী বুঝতে পারছেন। ফলে ডুয়ার্সে হোম স্টে-র পটপরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পাহাড়ি পাকদণ্ডিতে, গ্রামের পর গ্রামে ছবিটা এখন অন্য। চারিদিকে শুধুই হোমস্টে। যা গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যেমনটা চেয়েছিল সরকার। কিন্তু দিনবদলে মালিকানার পরিবর্তন ঘটেছে। বাইরের 'থাবায়' এখন লিজে চলছে একাধিক হোমস্টে, এমনই অভিযোগ শোনা যায় পর্যটন মহলে কান পেতে। ফলে পাহাড়ের রোজগারে ভাগ বসাচ্ছেন বহিরাগতরা। গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং মূলতঃ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতেই হোম স্টে নীতি নিয়েছিল রাজ্য সরকার। যার অন্যতম শর্ত ছিল, নিজের বাড়ি-ঘর থাকতে হবে এবং পর্যটকদের আপ্যায়ন করতে হবে নিজেকেই। এমন শর্তেই পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নথিভুক্ত হোমস্টে প্রতি দেড় লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। সরকারি সাহায্যে তাকদা, বিজনবাড়ি, তিনচুলে, সিটং, লাভা, আলগারা, ঝালং সহ একাধিক জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়ায় হোম স্টে। পর্যটনের গন্তব্য বদলাচ্ছে, বুঝতে পেরে গ্রামীণ পর্যটনে জোর দেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কোভিড এবং পরবর্তী সময়ে পর্যটকরা বেছে নেন 'অফবিট' জায়গাগুলিকে। শহরের ব্যবসা মার খেলেও চাঙ্গা হয়ে ওঠে গ্রামীণ পর্যটন। এতেই হোমস্টে-তে নজর পড়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের। শুরু হয় নতুন বিনিয়োগ। পাল্টে যেতে শুরু করে হোমস্টের আদর্শ। পর্যটন দপ্তরের তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি হোম স্টে রয়েছে কালিম্পংয়ে। প্রায় ১,১৩০টি। দার্জিলিংয়ে সংখ্যাটা ৪২৫। জলপাইগুড়িতে গত দু'বছরে হোমস্টে নীতিতে জোর দিয়েছে সরকার। এখনও পর্যন্ত সেখানে সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়েছে ১৪০ টি। কিন্তু পর্যটন মহলের হিসেব বলছে, সব জেলাতেই বাস্তবে সংখ্যাটা কয়েকগুণ বেশি। হোম স্টের নামে বাইরের পুঁজিপতিরা এসে বাড়ি লিজ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। কোটি কোটি টাকা থাকায় কোন সমস্যাই হচ্ছে না তাদের। তাই যেভাবেই হোক পাহাড়ে ব্যবসা শুরু করছেন তারা, ফলে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন স্থানীয় হোটেল এবং হোম স্টে মালিকেরা। সমস্যার কারণে একেবারে পিছিয়ে পড়ছেন তারা। তাদেরই অনেকে জানিয়েছেন, এইভাবে চলতে থাকলে ব্যবসার পিছিয়ে পড়তে হবে তাদের।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির পানিটাঙ্কি এলাকায় মাদক বিক্রি করতে আসা এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। অভিযুক্তের নাম হামজা শেখ। তিনি মালদার বৈষ্ণব নগরের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি ডিভিশনের খড়িবাড়ির গাগারুজোটে ব্রাউন সুগার ডেলিভারি করতে আসা এক ব্যক্তির সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে এক গ্রাহকের বিরোধ হয়। এতে স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হয়। পরে স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পানিট্যাঙ্ক থানার পুলিশ ও এসএসবি জওয়ানরা। এরপর ওই ব্যক্তিকে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে ১৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পরে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করে। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে।

দুদিন বন্ধ থাকবে পানীয় জল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ কিছুদিন আগেই দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের উদ্বোধন করা হয়। ইনটেক ওয়েল চালু করার জন্য শুক্রবার ও শনিবার পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুইদিন শহরে পানীয় জলের অভাব থাকবে। সেই অভাব মেটাতেই শহরের সমস্ত ওয়ার্ডে ২৬ টি ট্যাঙ্কের মাধ্যমে জল পাঠানো হবে। প্রায় ৩ লক্ষ জলের পাউচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সাহায্য নিয়ে জল পাঠানো হবে বলে জানান মেয়র।

দুই মদ বিক্রেতা মহিলা গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ রমরমা বাড়িতেই চলছিল মদের কারবার। সকাল থেকে রাত ক্রেতারা আসছিলেন আর মদ কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বেশ রমরমা এই মদের সার্ভিস দিয়ে আসছিলেন দুই মহিলা। পুলিশের কাছে বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল। পাশাপাশি মদ্যপান নিয়ে এলাকাতে অশান্তিও চলছিল। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালালো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার এন্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ। শিলিগুড়ি টিকিয়াপাড়ার ওই দুই মদ বিক্রেতা মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার রয়েছে প্রচুর মদ। ধৃত কিরণ সাহাণী এবং শান্তি সাহানি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মদের কারবার চালিয়ে আসছিল বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। বুধবার ধৃত দুই মহিলাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত দুই মহিলা বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে দেশি এবং বিদেশী মদ বিক্রি করে রমরমা মদের কারবার চালাচ্ছিল।

ডেঙ্গি মোকাবিলায় ইংরেজবাজার পুরসভা ও এসইউডিএ-র যৌথ কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ নভেম্বর ঃ ডেঙ্গি প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে ইংরেজবাজার পুরসভা ও স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসইউডিএ)-র যৌথ উদ্যোগে বুধবার একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পুরসভার কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত এই কর্মশালায় ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে করণীয় এবং সচেতনতামূলক

পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান, ডেঙ্গি মোকাবিলায় পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের জন্য এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কর্মশালায় মূলতঃ ডেঙ্গি প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, জমে থাকা জল পরিষ্কার করা এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এই কর্মশালার মাধ্যমে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পুরসভার কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনেও এই ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

আট বছর পর বাড়ি ফিরল নিখোঁজ কিশোর, চাঞ্চল্য মালদার গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ নভেম্বর ঃ প্রায় আট বছর আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া ১২ বছরের কিশোর সাগর মণ্ডল ফিরে এল ২০ বছরের যুবক হিসেবে। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা অঞ্চলের জোত বসন্ত গ্রামে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাগরের বাবা সঞ্জয় মণ্ডল এবং মা সপ্তমী মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁদের ছেলে ২০১৬ সালের ২৬ জুন আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। ছেলের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে ইংরেজবাজার থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও সাগরের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। পরিবার প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি এক আশ্চর্য মোড় নেয় ঘটনাটি। মালদার মিলকির এক শ্রমিক রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে এক যুবককে চিনতে পারেন, যাকে তিনি জোত বসন্ত গ্রামের নিখোঁজ কিশোর সাগর মণ্ডল বলে সন্দেহ করেন। সেই খবর পরিবারের কাছে পৌঁছায়। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন চিহ্ন দেখে যুবককে সাগর হিসেবে শনাক্ত করেন। এরপর বুধবার সকালে সাগর নিজ গ্রামে ফিরে আসে। আট বছর পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে পরিবারে খুশির জোয়ার বয়ে যায়। সাগরের ফিরে আসার এই ঘটনা পুরো এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তবে আট বছর ধরে সে কোথায় ছিল, কীভাবে নিখোঁজ হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি ঘিরে তদন্তের দাবি উঠেছে। সাগরের ফিরে আসাকে এক অলৌকিক ঘটনা হিসেবেই দেখছেন এলাকাবাসী। পরিবারবর্গ এখন ছেলের নতুন জীবন শুরুর জন্য উদগ্রীব।

অবশেষে চালু হল তিনবাত্তি মোড়ের নবনির্মিত এনবিএসটিসির বাসট্যান্ড

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ নভেম্বর ঃ অবশেষে চালু হল তিনবাত্তি মোড়ের নবনির্মিত এনবিএসটিসির বাসট্যান্ড। বুধবার এই নবনির্মিত বাস স্ট্যান্ডের

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন এমবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সহ শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক ট্রাফিক ডিএসপি ও পুরসভার মেয়র পরিষদেরা। মূলতঃ শহরকে যানজট মুক্ত করতে উদ্যোগী হন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শহরে চলাচলকারি বেসরকারি বাসগুলিকে শহর থেকে সরানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি। সেই লক্ষ্যে তিনবাত্তি মোড়ে এমবিএসটিসির পরিত্যক্ত জায়গায় তৈরি করা হয় একটি বাস স্ট্যান্ড। সেখান থেকেই এই বেসরকারি বাসকে চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শিলিগুড়ি পুরসভা। তবে নানান জটিলতার কারণে বেসরকারি বাসকে পাশ কাটিয়ে আপাতত সরকারি বাসই এই বাসস্ট্যান্ডে চালাবার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন দপ্তর। সেই লক্ষ্যে বুধবার এই বাসস্ট্যান্ডের সূচনা হয়। আপাতত পানিট্যাংকি নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও পাহাড়গুড়িয়া, এই চারটি রুটে মোট বারোটি বাস চালানোর হবে বলে জানান তারা। মেয়র জানান, আগামীতে আরো বেশ কিছু সরকারি বাসকে এই বাস স্ট্যান্ড থেকে চালানো হবে। পরবর্তীতে আলোচনার ভিত্তিতে বেসরকারি বাস চালানোর বিষয় নিয়ে ভাবা হবে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির বাগডোগরার জংলী বাবা মোড় এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম মোহাম্মদ কামিরুল। তিনি ফুলবাড়ির বাসিন্দা। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে ওই যুবক বিহার থেকে নকশালবাড়ি রোড হয়ে বাগডোগরার দিকে আসছিল। বাগডোগরার জংলী বাবা মোড় এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ যুবককে তল্লাশি করে। সেইসময় যুবকের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপরই ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

District Horticulture Office, Jalpaiguri
Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri
TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited from interested parties/firms/ organizations for quoting rate on "lump sum basis" for purchase of Tejpat (Bay leaf) from 1165 trees itself at the Jalpaiguri Horticulture Research & Development Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri. For details please visit **http://www.wbtenders.gov.in**. or contact District Horticulture Office, Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri
SD/-Asst. Dir. of Horticulture, Jalpaiguri

SANKARHATI 1 GRAM PANCHAYAT
Vill.&P.O.-Munshirhat
P.S.-Jagatballavpur, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER
Online Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide Etender **Tender ID-184/ SANK-I/5TH SFC/24-25, 185/ SANK-I/15TH CFC & SBM(G)/ 24-25, 186/SANK-I/15TH CFC & SBM(G)/24-25, 187/SANK-I/ SBM(G)/24-25, Date: 20/11/ 2024**, Last date of Tender dropping: **28.11.2024 up to 1.00PM**, Date of opening of Tender: **28.11.2024 at 2.30 PM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet

NOTICE INVITING TENDER
Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office **NIT No-04/ BEWA-I GP/2024-25 dated- 14/11/2024** for 23 nos works under Bewa-I G.P under 15 th finance. Last date of submission application is **25/11/2024 up to 4:00 PM.** For details please visit Office of the Undersigned on and from **14/11/2024 (10:30 AM).**
Prodhan
Bewa-I Gram Panchayat

e-Notice Inviting Tender
UCHALAN GRAM PANCHAYAT
It has been informed by **UCHALAN GRAM PANCHAYAT** published 3 Nos "CIVIL WORKS", Scheme NIT notification at various location under Uchalan GP, Raina II Dev. Block, Purba Bardhaman. There Scheme of 2 NOS COVERED DRAIN, FUND -CFC, NIT/REF. NO- **010/2024-25/ CFC/TIED/UGP, DT- 20/11/2024. wbtenders.gov.in** portal Tender ID is **2024_ZPHD_768921_1&2**. There Scheme of 1 NO CONCRETE ROAD, FUND - CFC, NIT/REF. NO- **011/2024-25/CFC/ UN-TIED/UGP, DT- 20/11/2024. wbtenders.gov.in** portal Tender ID is **2024_ZPHD_769003_1**. Bid submission start date - **20/11/2024 at 18.00 hours,** Bid submission end date - **29/11/2024 at 18.00 hours**, Bid opening date- **02/12/2024 at 10.15 hours.** For details see Website **" http://www.wbtenders.gov.in"** or cont. no - **9732016400 / 947 4722432 / 7797 568810**
Prodhan
UCHALAN GRAM PANCHAYAT
Dommara, Keunta, Purba Bardhaman

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট
ই-প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. **এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ ই-টেণ্ডার/২০২৪-২৫/০৩ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪।** নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ
টেণ্ডার সংখ্যা. কেটি২৪৫৪৫৪এ
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-১২-২০২৪ (১৪.৩০ ঘন্টায়)
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ টেণ্ডার প্র পত্রের অন্তর্গত পরিশিষ্ট -এতে সংযোজিত কারিগরি স্পেসিফিকেশন অনুসারে ইন-হোম ডিসপ্লে ইউনিট সহিত (মডেল-সিকিউর মেক অথবা সমপর্যায়ের লিবার্টি ১৫০) (বিআইএস/এসআই মার্ক) একিউরেসি ক্লাস ১.০, ২৪০ ভি, ৫-৬০এ, ৫০ এইচজেড, কী পেড সহিত ১ ফেজ-২ ডব্লিউ প্রিপেইড/পেমেন্টের যোগান। **কনসাইনিঃ** ডিইই/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)। **পরিমাণঃ** ৮২৫ টি।
নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।
মণ্ডল সামগ্রী প্রবন্ধক, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT
The **CME (SWM), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following work :
NIT No. : SWM-II/POOL/05/2024-25, Tender ID : 2024_KMC_770642_1
Name of work : **Running maintenance with supply of spare parts for Bolero ZLX Power Plus (WB 02AJ 3286 and WB 02AN 3349) of Pool Garage under SWM-II;** Estimated Amount : **Open;** Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **02.12.2024 upto 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in or https://www.wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV/BR-X, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/212/24-25
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Ranidighi and different places in Ward No. 98, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **4,98,472.37;** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of completion : **10 days**.
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/211/24-25
Name of work : **Repairing and maintenance of lighting at Subhas Pally, Sukanta Pally and other different Parks in Ward No. 97, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **1,95,798.60;** Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **20 days**.
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/213/24-25
Name of work : **Operation & maintenance of street lighting system in Ward No. 100, Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **4,98,387.00;** Earnest Money : ₹ **10,000.00;** Period of completion : **365 days**; Last date and time of completion of bid : **29.11.2024 upto 12.00 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **19.11.2024 from 5 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Dy. C.E. (SWM-I), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following works :
(1) NIT No. : SWM-I/E.E./01/BR-XI/24-25
Name of work : **Construction of Battery Operated Hydraulic Dumper (BOHD) shed with floor at Natun Bazar Canal Side Road, in Ward No. 112, under Br.-XI, under SWM-I Department;** Estimated Amount : ₹ **3,75,828.00 (Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **7,800.00;** Time of completion : **30 days**.
(2) NIT No. : SWM-I/E.E./02/BR-XIV/24-25
Name of work : **Construction of concrete flooring of different container point at D.H. Road, under Br.-XIV, under SWM-I Department;** Estimated Amount : ₹ **2,64,326.00 (Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **5,500.00;** Time of completion : **10 days**.
(3) NIT No. : SWM-I/E.E./03/BR-XII/24-25
Name of work : **Providing wall and gate for protection of BOHD shed and others ancillary civil works, in Ward No. 101, under Br.-XII, under SWM-I Department;** Estimated Amount : ₹ **2,59,152.00 (Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **5,400.00;** Time of completion : **30 days**; Price of tender : **NIL (For Sl. No. 1 to 3).**
(4) NIT No. : SWM-I/SKP/37/2024-2025
Name of work : **Renovation & repairing of Conservancy Ward Office at 1 No. Hati Bagan Road, beside compactor station, in Ward No. 54, under Br.-VI;** Estimated Amount : ₹ **2,24,549.00 (Excluding contingency, Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **20 days**.
(5) NIT No. : SWM-I/SKP/36/2024-2025
Name of work : **Renovation & repairing of 1st floor Conservancy Office, Stair Room, in Ward No. 95, under Br.-X;** Estimated Amount : ₹ **2,84,359.00 (Excluding contingency, Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **22 days**; Bid submission start (Online) date : **22.11.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 27.11.2024 (2 pm) (For Sl. No. 4 & 5)**; Bid submission closing (Online) date : **30.11.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 04.12.2024 (2 pm) (For Sl. No. 4 & 5)**; Bid opening for technical proposal (Online) date : **02.12.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 06.12.2024 (2 pm) (For Sl. No. 4 & 5)**; The tender documents will be available on and from **20.11.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 23.11.2024 (6 pm) (For Sl. No. 4 & 5)**; The website **https://wbtenders.gov.in and www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/13/24-25
Name of work : **Repairing and replacement work of park lighting system at Netaji Subhas Park and Vidyasagar Park on Yani Sarani in Ward No. 144;** Estimated Amount : ₹ **2,68,066.00;** Earnest Money : ₹ **5,500.00;** Period of completion : **25 Days**; Technical bid open date : **02.12.2024 (2 pm)**; Last date and time of submission of bid : **29.11.2024 (6 pm)**; The bid form and other details are available on and from **21.11.2024 (6 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/DR/PBPS/E/08/2024-25
Name of work : **Urgent Repairing, overhauling and Heat varnishing including restoration of slipring unit with allied works of 220 KW HT Motor Unit No. F at DWF Station of PBPS (Drg.)/S&D;** Estimated Cost : **Quotation;** Earnest Money : **2% of quoted rate;** Period of completion : **14 Days**; Last date and time of submission of bid : **29.11.2024 upto 3 pm**; The bid form and other details are available on and from **21.11.2024 (10 am)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/South, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/099/2024-25/08/1st Call
Name of the work : **Development of water supply network system by 100mm dia DI pipe near premises No. L/1/8 Vidyasagar, 1/21 Vidyasagar, 2/106 Vidyasagar, 3/168 Vidysagar etc. places in Ward No. 99, Br.-X;** Estimated Cost : ₹ **3,12,004.10;** Earnest Money : ₹ **6,300.00;** Period of completion : **35 Days**.
(2) NIT No. : KMC/WS/EE/S/096/2024-25/10/1st Call
Name of the work : **Development of water supply network system by 100mm dia DI pipe near premises No. C/42/1 Bapujinagar, D/102A Bapujinagar, D/21 Bapujinagar etc. places in Ward No. 96, Br.-X;** Estimated Cost : ₹ **1,94,842.90;** Earnest Money : ₹ **3,900.00;** Period of completion : **35 Days**; Last date of submission of bid : **02.12.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **04.12.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid form and other details are available on and from **22.11.2024 (4.30 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (C)/WS/JU/BR-XII, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/BR-XII/107/24-25/M-7/1st Call
Name of work : **Restoration and mending works of water supply pipeline and other ancillary works in different area of Tagore Park, Panchanna Gram and Laskarhat in Ward No. 107, Br.-XII;** Estimated Cost : ₹ **1,92,606.21;** Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **30 Days**; ; Last date of submission of bid : **03.12.2024 (2.30 pm)**; Tender will be opened on : **05.12.2024 (2.30 pm)**; The bid form and other details are available on and from **22.11.2024 (2.30 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :
NIT No. : KMC/LTG/90/WD27/IV/ZII/24-25
Name of the work : **Repairing of street lighting system at Vivekananda Road, Raja Ram Mohan Roy Sarani and other places in Ward No. 27 under Br.-IV;** Estimated Amount : ₹ **2,98,159.00;** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **03.12.2024 upto 2 pm**; The bid form and other details are available on and from **22.11.2024 (2 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. / BS, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IX/074/01/24-25/108
Name of the work : **Renovation of road side urinal at Alipore Road near Alipore Zoo in Ward No. 74, Br.-IX;** Estimate Amount : ₹ **1,50,046.14 (Incl. GST & LWC);** Earnest Money : ₹ **3,500.00;** Period of completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.12.2024 upto 11 am**; Bid opening date and time for technical proposals : **05.12.2024 at 11 am**; The bid form and other details are available on and from **23.11.2024 (11 am)** from the website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**
885/24-25

‘যা স্বপ্ন দেখেছি তার থেকে বেশিই অর্জন করেছি’

মালাগা (স্পেন), ২০ নভেম্বরঃ পেশাদারি টেনিস থেকে অবসর নিলেন রাফায়েল নাদাল। মঙ্গলবার ডেভিস কাপের মঞ্চে নিজের শেষ ম্যাচ খেললেন তিনি। তবে দীর্ঘ ২৩ বছরের ক্যারিয়ারের শেষটা ভালো হল না। প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হন নেদারল্যান্ডের বটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কাল্পের কাছে। ২২টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক নাদালের শেষ ম্যাচ দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। ১০ হাজার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত এবং ক্রীড়াবিদ হিসেবে কী অর্জন করেছে তা তুলে ধরেন। নাদাল বলেন, ‘‘আমি মনের শান্তিতে টেনিসকে বিদায় জানাচ্ছি, কারণ আমি মনে করি আমি একটা লেগাসি ছেড়ে যাচ্ছি, আমার মনে হয় সেটা শুধু খেলা হিসেবে নয় বরং ব্যক্তিগত ভাবেও।’’ নাদাল বলেন, ‘‘ট্রফি, পরিসংখ্যান সবই আছে কিন্তু আমি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেতে পছন্দ করব। আমি ছোট বেলার থেকে যেই স্বপ্ন দেখে এসেছি তার থেকে অনেক বেশি কিছু অর্জন করেছি।’’ কোয়ার্টার

ফাইনালে পরাজয়ের পর নাদালকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়, যেখানে তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বার্তা দিতে দেখা যায় টেনিস লেজেন্ড রজার ফেডেরার, অ্যান্ডি মারে, নোভাক জকোভিচ, সেরেনা উইলিয়ামস সহ স্প্যানিশ ফুটবল তারকা রাউল এবং আন্দ্রে ইনিয়েস্তাকে। বিদায় বেলায় নাদাল তাঁর কাকা টনি নাদালের কথা স্মরণ করেন, যিনি তাঁকে ছোটবেলায় কোচিং করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন সবসময় পাশে থাকার জন্য। নাদাল বলেন, ‘‘আমার ভাগ্য খুবই ভালো যে আমি ছোটবেলায় আমার কাকাকে কোচ হিসেবে পেয়েছি একই সঙ্গে কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের কাছে যারা সবসসময় আমার পাশে ছিল।’’ রাফায়েল তাঁর টেনিস সতীর্থদের উদ্দেশ্যেও বার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি আমার টেনিস ক্যারিয়ারকে বিদায় জানানোর আগে অনেক ভালো বন্ধু তৈরি করতে পেরেছি। আমি শান্ত রয়েছি কারণ আগামীতে কী আসছে সেই শিক্ষা পেয়েছি। আমার চারপাশে এমন একটা পরিবার ছিল যারা সমসয় আমায় সাহায্য করে এসেছে, তাঁরা জানত আমার প্রতিদিনের প্রয়োজন।’’ টেনিসকে বিদায় জানালেও এই খেলার প্রতি দায়বদ্ধতার দিক থেকে ভবিষ্যতে একজন ‘ভালো অ্যাম্বাসেডর’ হিসেবে কাজ করতে চান নাদাল। তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি যেই ভালোবাসা এতদিন ধরে পেয়ে এসেছি তার মর্ম বুঝি।’’ উল্লেখ্য, শেষ ম্যাচে নাদাল প্রতিপক্ষের কাছে স্ট্রেট সেটে ৪-৬, ৪-৬ ব্যবধানে পরাজিত হন।

শুভমন গিল-হীন পারথ টেস্ট?

মর্কেল বললেন, ‘গিলকে নিয়ে আমরা আশাবাদী’

পারথ, ২০ নভেম্বরঃ পারথ টেস্টের দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুক্রবার অজিদের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট মিশন শুরু হবে। তার আগে ক্রিকেট মহলে শোনা যাচ্ছিল শুভমন গিলকে পারথ টেস্টে পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে ওয়াকায় নিজেদের মধ্যে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেখানেই ফিল্ডিংয়ের

সময় একটি লো ক্যাচ নিতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ভারতীয় তরুণ তুর্কি গিল। তিনি না থাকলে পারথ টেস্টে প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে তিনে নামবেন কে? তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। এ বার ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরুর দিন দুয়েক আগে গিলের ফিটনেস আপডেট দিয়েছেন। পারথ টেস্ট কি হবে গিল-হীন? ৫ টেস্টের ভারত-অজি সিরিজ শুরুর আগে মিডিয়াকে মর্নি মর্কেল বলেন, ‘‘ওয়ার্ম আপ ম্যাচে যে চোট পেয়েছে, সেটা খারাপ হয়েছে। প্রতিদিন শুভমন গিলের উন্নতি হচ্ছে। আমরা টেস্ট ম্যাচের দিন সকালে সিদ্ধান্ত নেব। ম্যাচ সিমুলেশনের সময় ও ভালো খেলেছে। ওকে নিয়ে আমরা আশাবাদী।’’ তিন নম্বরে নেমে ১৪টি টেস্টে ৯২৬ রান করেছেন গিল। তাঁর গড় ৪২.০৯। ২৫টি ইনিংসে রয়েছে ৩টি সেঞ্চুরি। ওয়াকায় ভারত-এ টিমের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, জসপ্রীত বুমরারা যে ম্যাচ খেলেছেন, তাতে প্রথম ইনিংসে ২৮ রান করেন। এরপর নভদীপ সাইনির ডেলিভারিতে গালিতে আউট হন। দ্বিতীয় বার ব্যাট করেন যখন, সেই সময় ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন। ২০২০-২১ সালে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল ওপেনার শুভমন গিলের। তিনি গাব্বায় ৯১ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। বাউন্স ও পেস পরিবেশে শুভমনের ব্যাকফুট প্লে ভারতীয় টিমের জন্য কার্যকরী হতে পারে। ফলে তিনি

পারথ টেস্টে খেললে টিম ইন্ডিয়ার সুবিধেই হবে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। সামিকে নিয়ে কি ভাবছে ভারতীয় টিম? এদিন হাঁড়ির খবর ফাঁস করলেন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। মহম্মদ সামিকে নিয়ে কি ভাবছে ভারতীয় টিম? মর্কেল বলেছেন, ‘‘আমরা সামির উপর কড়া নজর রাখছি। ও এক বছর মাঠের বাইরে ছিল। ও যে আবার খেলছে, এটা আমাদের কাছে বিরাট ব্যাপার। আমরা সব সময় ওকে সমর্থন করার চেষ্টা করছি। ও একজন বিশ্বমানের বোলার। ওর সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ওকে মাঠে ফিরতে দেখে খুব ভালো লাগছে। ওকে নিয়ে ধৈর্যশীল হতে হবে। লাল-বল, সাদা-বল, যে ফর্ম্যাটই হোক না কেন ওকে ছন্দ খুঁজে পেতে হবে। এবং নিজের শরীরের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।’’ দিন দুয়েক পর শুরু হতে চলা পারথ টেস্টে যে সামিকে দেখা যাবে না তা নিশ্চিত। তিনি তো অজি সফরের ভারতীয় স্কোয়াডে নেই। কিন্তু ফিট হয়ে মাঠে ফেরার পর অনেকেই বলছেন, অজিদের বিরুদ্ধে তাঁকে এই সিরিজে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। এ বার দেখার সত্যিই এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ডনের দেশ থেকে সামির জন্য ডাক পড়ে কিনা।

মেসির পাস থেকে মার্তিনেজের চোখধাঁধানো গোলে জিতল আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আইরেস, ২০ নভেম্বরঃ বক্সের আশপাশে লিওনেল মেসিকে ওভাবে বল নিয়ে ঘুরতে দেখা নতুন কিছু নয়। বিপদ আঁচ করতে পেরে পেরুর দুই ডিফেন্ডার তাঁকে দুই পাশ থেকে আটকানোর চেষ্টা করেন। ছুটে আসেন আরও এক ডিফেন্ডার। কয়েক মুহূর্তের জন্য ত্রিভুজ আকৃতির সেই রক্ষণজালের ঠিক মাঝে মেসি। ততক্ষণে বক্সের ভেতরে ওত পেতে দাঁড়িয়ে যান লাওতারো মার্তিনেজ। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন কিছু একটা হবেই। মেসিকে তো তাঁর চেনা! ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ-প্রতিপক্ষের রক্ষণ যেমনই হোক, বক্সের বাঁ প্রান্ত থেকে মেসি বলটা মাঝে ফেলতে পারবেন না, তা হয় না। আর মেসিও যেন আরও এক কাঠি সরেস। মার্তিনেজ কোথায় দাঁড়িয়ে সেটি কীভাবে বুঝলেন, কে জানে! বাঁ পা দিয়ে বলটা যেন চিপ করলেন, বাতাসে ভাসতে ভাসতে সেই বল যখন মার্তিনেজের সামনে, করণীয়টা বুঝে ফেলেছিলেন ইন্টার মিলান স্ট্রাইকারও। শূন্যে লাফিয়ে চলন্ত বলেই বাঁ পায়ের কিক নেন মার্তিনেজ। বল পেরু গোলকিপার পেদ্রো গ্যালেসে তাঁর বাঁ দিকে ডাইভ দিয়েও কিছু করতে পারেননি। গোল! ৫৫ মিনিটে মার্তিনেজের এই গোলেই শেষ পর্যন্ত পেরুর বিপক্ষে ১-০ গোলের জয় তুলে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। সর্বশেষ ম্যাচে প্যারাগুয়ের কাছে হারের পর আবারও জয়ের পথে ফিরল লিওনেল স্কালোনির দল। মার্তিনেজের শটটিকে ঠিক সিজার কিকও বলা যায় না। বাইসাইকেল তো নয়ই। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ‘ক্লারিন’ জানিয়েছে ‘পিরোয়েত’ শট। তারা আরও জানিয়েছে, মার্তিনেজের গোলটি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ইতিহাসে ১ হাজার

৯৯৯তম গোল। মেসি নিজেও ভাগ বসিয়েছেন একটি রেকর্ডে। ছেলেদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি ল্যান্ডন ডনোভানের গড়া সর্বোচ্চ গোল বানানোর রেকর্ডে (৫৮) ভাগ বসিয়েছেন মেসি। প্যারাগুয়ের মাঠে গিয়ে আগের ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরেছিল আর্জেন্টিনা। বুয়েনস আইরেসে ঘরের মাঠ লা বোমবেনারো স্টেডিয়ামে জয়ে ফিরতে মরিয়া ছিল স্কালোনির দল। বোকা জুনিয়র্সের এই মাঠে জাতীয় দলের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার প্রাক্তন মিডফিল্ডার হুয়েন রোমান রিকেলমে। শুরু থেকেই আর্জেন্টিনা যে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে, তা নয়। তবে জয়ের খিদেটা বোঝা গেছে ম্যাচের পুরো সময়েই। পেরুর গোলপোস্ট তাক করে পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনার ৩টি শট নেওয়ার পরিসংখ্যানে অবশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝা যায় না। পেরু অবশ্য একটি শটও নিতে পারেনি। ২টি শট নিলেও তা পোস্টে ছিল না। আর্জেন্টিনা নিয়েছে মোট ১০টি শট। এর মধ্যে প্রথমার্ধে মার্তিনেজের পাস থেকে একটি শট পোস্টে মেরেছেন হুলিয়ান আলভারেজ। প্রথমার্ধের ৪ মিনিটেই নিকোলাস তালিয়াফিকো গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শট পোস্টের ওপর দিয়ে যায়। ২২ মিনিটে মেসির ৩৫ গজ দূরত্বের শটেরও একই ভাগ্য হয়েছে। এর ২ মিনিট পরই অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারও পোস্টের বাইরে হেড করেন। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ২ মিনিট আগে মেসির শট রুখে দেন গ্যালেসে। এই অর্ধের যোগ করা সময়েও ম্যাক অ্যালিস্টার হেড করেছেন পোস্টের বাইরে। গোল পেতে মরিয়া আর্জেন্টিনার পোস্টের বাইরে বল মারার ‘বদভ্যাস’ বজায় ছিল ৬১ মিনিটেও। এবারে মার্তিনেজ। তবে তার আগেই গোল করে দিয়েগো মারাদোকে ছুঁয়ে ফেলেন মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডল ‘সিলেকশন আর্জেন্টিনা’ থেকে করা পোস্টে জানানো হয়, মার্তিনেজ এবং মারাদোনার গোলসংখ্যা এখন সমান, ৩২। দুজনেই এখন আর্জেন্টিনার জার্সিতে পঞ্চম সর্বোচ্চ গোলদাতা। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ ২০ মিনিটে মেসি ও মার্তিনেজ আরও দুটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। জয়ের পাশাপাশি ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চল থেকে শীর্ষস্থান নিয়েও বছর শেষ করল আর্জেন্টিনা। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে স্কালোনির দল। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় উরুগুয়ে। ব্রাজিলের সঙ্গে আজ ১-১ গোলে ড্র করেছে মার্সেলো বিয়েলসার দল। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ ৬ দল সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে দিতে হবে প্লে অফ পরীক্ষা।

১৪ বছর পর, ভারতে ফের পা রাখছেন মেসি

তিরুঅনন্তপুরম, ২০ নভেম্বরঃ ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য একটি দারুণ সুখবর। কারণ দীর্ঘ ১৪ বছর পর আবার ভারতে পা রাখতে চলেছেন ফুটবল জাদুকর লিয়োনেল মেসি। কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরহিমান বুধবার ঘোষণা করেছেন, পরবর্তী বছরের বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা ফুটবল দল খেলতে আসবে কেরলে। এবং সেই দলে থাকবেন মেসিও। এই খবরে রীতিমতো উৎসাহ দেখা দিয়েছে ভারতের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। কেরল সরকার জানিয়েছে, আর্জেন্টিনা সরকার এবং তাদের ফুটবল সংস্থা (আফা) এর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। মেসি এবং তাঁর দলকে কেরলে স্বাগত জানাতে সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই সফরের জন্য কেরল সরকার সমস্ত খরচ বহন করবে। এটি নিঃসন্দেহে কেরলের জন্য একটি গর্বের বিষয় এবং ফুটবলপ্রেমীদের কাছে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা হবে। মেসির ভারতে আসা বহু ফ্যান এবং ফুটবল প্রেমী অপেক্ষায় আছেন। ২০১১ সালে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন মেসি, কলকাতার যুবভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে সেই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই ম্যাচকে ঘিরে বিরাট উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল সেই সময়। তবে এবার আসন্ন আর্জেন্টিনা দলের সফর নিয়ে কেরলের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, ‘‘আমরা নিশ্চিত, মেসি এবং তাঁর দল ভারতে এসে ফুটবল ইতিহাস রচনা করবেন। এই দলের আগমন আমাদের যুবকদের মধ্যে ফুটবলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। আর্জেন্টিনার ফুটবল দলকে কেরলে খেলতে দেখার সুযোগ পাওয়া মানে অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা।’’ কেরল সরকার ইতিমধ্যেই ম্যাচের স্থান ও সময় নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচটি কেরলের কেরালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে হাজার হাজার দর্শক মেসি ও তাঁর সতীর্থদের খেলা উপভোগ করবেন। ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রস্তুতির জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হবে, যাতে দর্শকরা সুরক্ষিতভাবে ম্যাচ উপভোগ করতে পারেন। এছাড়াও, কেরলের যুবকদের জন্য একটি বিশেষ অনুশীলন ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে, যেখানে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা স্থানীয় প্রতিভাদের সঙ্গে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেবেন যারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারদের কাছ থেকে শিখতে পারবেন। এমনটাই মনে করছেন দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞ মহল।

ছ’বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটে হার্দিক

বরোদা, ২০ নভেম্বরঃ ছ’বছর পর আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন হার্দিক পান্ডিয়া। আইপিএলের নিলামের আগেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলবেন তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় বরোদার হয়ে খেলতে দেখা যাবে হার্দিককে। টেস্ট দলে তিনি দীর্ঘ দিনই সুযোগ পান না। ফলে অস্ট্রেলিয়া সফরে সিনিয়র ক্রিকেটারেরা ব্যস্ত থাকার সময় হার্দিক গা ঘামাবেন সাদা বলের ক্রিকেটে। চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন হার্দিক। তবে নিজেকে ফিট রাখার লক্ষ্যে বসে থাকতে চান না। তাই সৈয়দ মুস্তাকে খেলা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেষ বার ২০১৬ সালে এই প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন তিনি। তার পরে ভারতের হয়ে নিয়মিত খেলার কারণে আর সুযোগ পাননি। অন্য দিকে, ক্রুণাল রাজ্য দলের হয়ে লাল বলের ক্রিকেটে মরসুমের শুরু থেকেই খেলছেন। রঞ্জি ট্রফির প্রথম পর্বে তাঁর অধিনায়কত্বে পাঁচটি ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে বরোদা। মুম্বইকেও হারিয়েছে তারা। সাত ইনিংসে ৩৬৭ রান করেছেন ক্রুণাল। একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতরান রয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে খেলার আগে কর্ণাটক রাজ্য সংস্থার হয়ে একটি প্রতিযোগিতায় নেমে ফাইনালে শতরান করে নিজের দলকে ট্রফি জিতিয়েছিলেন ক্রুণাল। গত বার সৈয়দ মুস্তাকের ফাইনালে উঠেছিল বরোদা। হারে পঞ্জাবের কাছে। এ বার ট্রফি জয়ের জন্য তারকাখচিত দল গড়া হয়েছে।

অনুশীলনে নিজেকে প্রস্তুত করছেন স্টুয়ার্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ দীর্ঘ সাত দিনের ছুটির পর গত কয়েকদিন আগেই ফের অনুশীলনে ফিরেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ছুটি শেষে অনুশীলনে ফেরার পর থেকেই দলের ফুটবলারদের মধ্যে নতুন উদ্যম দেখা গেছে। ওড়িশা ম্যাচের স্মৃতি পেছনে ফেলে এবার সামনে তাকাচ্ছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আগামী ২৩ নভেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির বিপক্ষে নামবে হোসে মোলিনার দল। এই ম্যাচ থেকেই পুরো তিন পয়েন্ট তুলে নিয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের স্থান মজবুত করাই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। জামশেদপুর ম্যাচের আগে মোহনবাগান শিবিরে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ ফুটবলারদের চোট। হায়দরাবাদ এফসির বিপক্ষে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন দলের গুরুত্বপূর্ণ দুই তারকা-স্কটিশ ফরোয়ার্ড গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং ভারতীয় মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা। চোটের কারণে ওড়িশা ম্যাচে স্টুয়ার্ট স্কোয়াডে ছিলেন না। তাঁর জায়গায় দিমিত্রি পেত্রাতোসকে একাদশে রেখেছিলেন কোচ

মোলিনা। অন্যদিকে, থাপার চোট জাতীয় শিবিরেও যোগ দেওয়া আটকে দিয়েছে। গ্রেগ স্টুয়ার্টের চোটের গুরুত্ব শুরুতে বোঝা না গেলেও পরবর্তী পরীক্ষায় চোটের গভীরতা স্পষ্ট হয়। তাঁর চোট সামলাতে গিয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে কোচিং স্টাফ। তবে আশার কথা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠছেন এই স্কটিশ তারকা। বর্তমানে তিনি দলের সঙ্গে পুরোপুরি বল পায়ে অনুশীলন না করলেও ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং সাইডলাইনে ব্যক্তিগত অনুশীলন করছেন। অনুশীলনে তাঁকে ফিটনেস নিয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, জামশেদপুর ম্যাচে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা কম, তবে চোটমুক্ত হয়ে পরবর্তী ম্যাচে তাঁকে দেখা যেতে পারে। স্টুয়ার্টের অনুপস্থিতি যে দলের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে, তা স্বীকার করে নিয়েছে কোচ মোলিনা। বিশেষ করে, তাঁর অভাব অনুভূত হয়েছে আক্রমণ ভাগে। কিন্তু পেত্রাতোসের পারফরম্যান্স কিছুটা হলেও সেই অভাব পূরণ করেছে। যদিও স্টুয়ার্টের ফেরা দলের আক্রমণ ভাগে নতুন শক্তি যোগাবে, এমনটাই মনে করছেন সমর্থকরা। ভারতীয় তারকা অনিরুদ্ধ থাপা ওড়িশা ম্যাচে আহমেদ জাহুর কড়া ট্যাকলে চোট পান। এই চোটের কারণে তাঁকে মাঠ থেকে সরে যেতে হয় এবং পরবর্তী জাতীয় শিবিরেও যোগ দিতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ।

উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র করে পাঁচে নেমে গেল ব্রাজিল

সালভাডর, ২০ নভেম্বরঃ ভেনেজুয়েলার পর উরুগুয়ের সঙ্গেও ড্র করল ব্রাজিল। সালভাদরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে উরুগুয়ের সঙ্গে পিছিয়ে পড়েও ১-১ গোলে ড্র করেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ৫৫ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ফেদেরিকো ভালভের্দের দারুণ এক গোলে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। ৭ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে গেরসনের দুর্দান্ত এক শট খুঁজে নেয় উরুগুয়ের জাল। ঘরের মাঠেও পয়েন্ট হারিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার পাঁচে নেমে গেল ব্রাজিল। ১২ ম্যাচে তৃতীয়বার ড্র করা ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৮। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উরুগুয়ে। আজ পেরুকে ১-০ গোলে হারানো বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ২৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে। উরুগুয়ের বিপক্ষে ব্রাজিল যে একদমই বাজে খেলেছে, তা নয়। ম্যাচের ৬১.৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখেছে, ১৮টি শট নিয়েছে। কিন্তু খুব ভালো খেলেছে, সেটাও বলা যাচ্ছে না। কারণ, ওই ১৮ শটের মধ্যে পোস্টে রাখতে পেরেছে মাত্র ৩টি শট। উরুগুয়ে ৮টি শট নিয়ে পোস্টে রাখতে পেরেছে ২টি শট। ম্যাচের শুরুতেই গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন ব্রাজিল তারকা ভিনিসিয়ুস। ৩ মিনিটে ডান প্রান্তের দুরূহ কোণ থেকে তাঁর ডান পায়ের শট উরুগুয়ে গোলকিপার সের্জিও রোচেটের ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে চলে যায়। ২১ মিনিটে দারউইন নুনিয়েজের পাস পেয়ে বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শট ব্রাজিলের পোস্টে রাখতে পারেননি ফেকুন্দো পেলিস্ত্রি। ১ মিনিট পর উরুগুয়ে

লেফটব্যাক মাথিয়াস অলিভেরার হেডও পোস্টের বাঁ দিক দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ২৮ ও ৩৫ মিনিটে ব্রাজিল তারকা রাফিনিয়াও উরুগুয়ের পোস্টকে চোখ রাঙিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন। তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোলের সবচেয়ে ভালো সুযোগ পায় ব্রাজিল। রাফিনিয়ার ক্রস পেয়ে খুব কাছ থেকে হেড করেছিলেন ব্রাজিল স্ট্রাইকার ইগর জেসুস। দারুণ দক্ষতায় তা রুখে দেন গোলকিপার রোচেটে। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। বক্সের ভেতরে বাঁ প্রান্ত থেকে বল একটু টেনে ভালভের্দেকে পাস দেন উরুগুয়ে লেফট উইঙ্গার ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো। ভালভের্দে বক্সের ঠিক মাথায় বল পেয়ে যা করেন, সেটাই করেছেন। ডান পায়ের বাঁকানো শট এবং চোখধাঁধানো গোল! রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এমন বেশ কিছু গোল আছে তাঁর। তবে ভালভের্দে না গেরসনের গোলটি সেরা-তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। ভালভের্দের গোলের ৭ মিনিট পর ডান প্রান্ত থেকে উড়ে আসা ক্রস বক্সে হেড করে ক্লিয়ার করেছিলেন উরুগুয়ের এক ডিফেন্ডার। কিন্তু বক্সের ঠিক মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা গেরসনের পায়ের ওপর এসে পড়ে বলটি। বাঁ পায়ের বুলেট শটের ভলিতে বল জালে পাঠান ফ্ল্যামেঙ্গো ডিফেন্ডার। ব্রাজিলের জার্সিতে তাঁর প্রথম গোলটিই হয়ে রইল স্মরণীয়। ম্যাচের শেষ দিকে ব্রাজিলের গোলের দুটি সুযোগ নষ্ট করেন রাফিনিয়া ও বদলি নামা লুইস হেনরিক। ফন্তে নোভে অ্যারেনায় শেষ দিকে আয়োজক দর্শকের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও শুনতে হয় দরিভালের দলকে। ম্যাচ শেষে রাফিনিয়া এ নিয়ে বলেছেন, ‘‘ব্যঙ্গ-বিদ্রুপটা সম্ভবত ম্যাচের ফলের জন্য। কারণ, আমরা মাঠে নিজেদের সর্বস্ব দিয়েছি।’’ তবে রাফিনিয়া যা-ই বলুন, বছরের শেষ ম্যাচটা নিজেদের সমর্থকদের ব্যঙ্গ শুনে শেষ করতে চাইবে না কোনো দলই। বারানকিয়ায় অন্য ম্যাচে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে টেবিলের তিনে উঠে এসেছে ইকুয়েডর। ১২ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১৯ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে ইকুয়েডরের সঙ্গে পিছিয়ে চারে কলম্বিয়া। ইকুয়েডর-কলম্বিয়া ম্যাচটি ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচের আগে শেষ হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ ৬ দল সরাসরি খেলবে বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে দিতে হবে প্লে অফ পরীক্ষা।

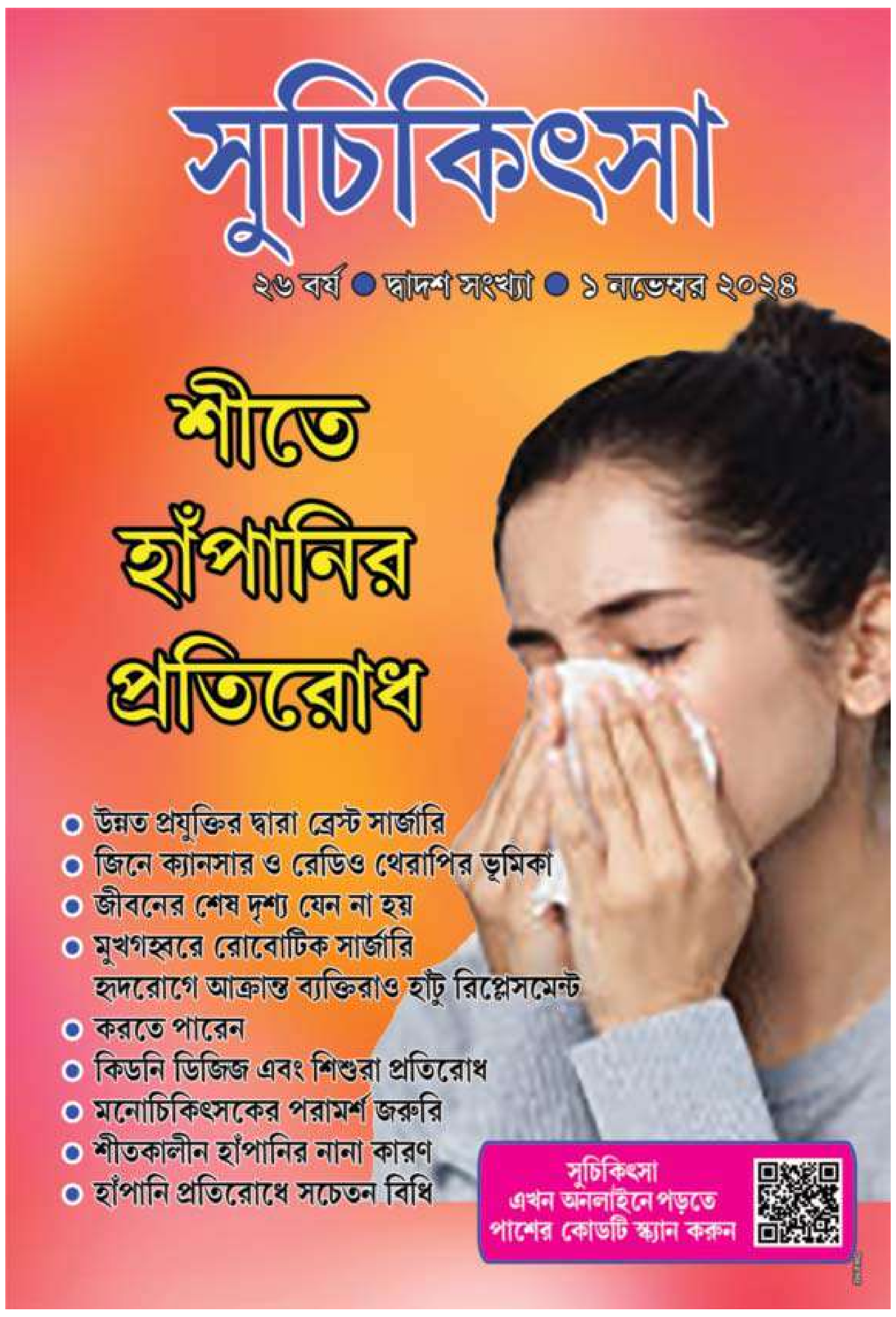

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com